ওঁ

নমো ভগবতে বিশ্বরূপায়।

ম তালের নিত্য প্রয়োজনীয় ও প্রিয়

মদখাও-নেশাছুটিবেনা

(আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন।)

তৃতীয় প্রচার।

নমো ভগবতে বিশ্বরূপায়। 2608

মদখাও-নেশাছুটিবেনা।।

(আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

তৃতীয় প্রচার।

মদের আনন্দে যদি হ'তে পার লয়,
দেখিবে, সচ্চিদানন্দে পাইবে আশ্রয়।

প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-দ্বারা বিরচিত।

"শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়" হইতে
শ্রীঅমৃতনাথ চক্রবর্ত্তি-দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা
১১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কিশোর প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ-দ্বারা মুদ্রিত।
মাঘ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

মূল্য ছয় আনা।

সতর্কতা।

এই পুস্তকের স্বত্বাধিকার ইংরাজি ১৮৪৮ সালের ২০ আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে। সুতরাং স্বত্বাধিকারীর বৈধ অনুমতি ব্যতীত কেহই ইহার মুদ্রাঙ্কনাদি করিতে পারিবেন না।

উৎসর্গপত্র।

অবিতথ-ভক্তি-ভাজন, সদানন্দ, সন্ন্যাস-প্রার্থী, আত্মনিষ্ঠ

শ্রীমন্মথনাথ-শর্ম্মা-দেব-

আত্মারাম-নিবতেষু—

সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি-পূর্ব্বক-নিবেদন—

ভাই মন্মথনাথ।

একদিন তুমি আমায় আদব বা দয়া কবিয়া অগ্রজের ন্যায় মান্য কবিতে, সেই অভিমানে, এবং এখন তুমি পৃথিবীতে থাকিয়াও জিতেন্দ্রিয় বীরের ন্যায় আত্মারাম-সেবা-হেতু, বর্ত্তমানকালে অসাধারণ কঠোর তপস্যায় অমরত্বলাভের উপযুক্ত হইয়াছ বিবেচনায়, এই বিষয়াসক্ত মূঢ় তোমাকে প্রণাম কবিয়াও আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে।

ভাই। প্রথমবাবের সেই যে অতি ক্ষুদ্র 'মদ খাও—নেশা ছুটিবে না' পুস্তক অধ্যয়ন কবিয়া তুমি আহ্লাদভবে এই অধমাকে আলিঙ্গন কবিযাছিলে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিশ্ববিধাতাব কৃপায় তোমাব কঠোব একাগ্র-সাধন-দর্শনে, এবং আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার

সাহায্যে, এখন তুমিই সেই মদ খাইয়া মাতাল হইয়া, আত্ম-বান্ধবগণ-সঙ্গে মিলিত হইতে পারিয়াছ বিবেচিত হওয়ায়, এই 'মদ খাও' পুস্তকখানি তোমারই উপাধিশূন্য পবিত্র 'মন্মথনাথ' নামে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। যদি তোমার আত্মনিষ্ঠ চিত্ত, দীনের উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বলিয়া এই জড়গ্রন্থ দর্শনার্থ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে তবেই লেখনী-ধারণ সার্থক হইবে।

ভাই। তুমি ত প্রায় ছয় বৎসর হইল ইঙ্গিত-বিবর্হিত মৌনব্রতাবলম্বপূর্ব্বক সংসারে থাকিয়াও মদ খাইয়া সংসারের সকল জ্বালা জুড়াইবার উপায় পাইয়াছ,—তোমার প্রিয় বলিয়া প্রিয় পঞ্চাননও যেন সেই মদের দোকানের সন্ধান পাইয়া ছুটিয়াছে,—এ অভাগাও ত তোমার আদর ভালবাসার অধিকার পাইয়া অভিমানী,—এখন কৃপা করিয়া কোন দিন কোন শুভক্ষণে ইহার বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিয়া আপনার অনুচর করিয়া লইবে না কি? ইতি

তোমার আদরে অভিমানী

ফাল্গুন
১২৯৯ বঙ্গাব্দ

[signature]

তৃতীয় বারের নিবেদন।

মঙ্গলময় ভগবান বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় এবং তন্নামানুরক্ত মাতৃভাষা-প্রিয় ব্যক্তিবর্গের আগ্রহে ও আনুকূল্যে সার্দ্ধচতুর্দ্দশ বৎসর পরে দাদার বড় আদরের "মদ খাও, নেশা ছুটিবে না" গ্রন্থখানি পরিপুষ্ট কলেবরে তৃতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কিন্তু এই সদনুষ্ঠান-চেষ্টার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য আমাদিগকে যে সাশ্রুনয়নে কোন হৃদয় বিদারক গভীর শোকাবহ ঘটনা বিশেষের উল্লেখ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না। বিধাতার বিধান অলঙ্ঘ্য। তাঁহারই বিধান-বশে আমাদের ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের পথ-প্রদর্শক, সাধু-শাস্ত্রের সমাদরণীয়, অনুগত জনের অন্তরঙ্গ, অকপট-প্রেম-প্রবণ-হৃদয়, ভগবদনুরাগী গ্রন্থকর্ত্তা পূজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয় বিগত ২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার নিশা-শেষে শ্বাসসহ নিউমোনিয়া সংযুক্ত জ্বররোগ উপলক্ষ্য করিয়া পঞ্চাধিকচত্বারিংশদ্বর্ষ বয়সে রোগাশ্রয়-ভঙ্গুর-ভৌতিক-দেহ পরিহার পূর্ব্বক নিরাময় দিব্য-দেহে তাঁহার চির সাধনের শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন।

নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের সমাপন ও কালপূর্ণ না হইলে কোন জীবেরই দেহ-পিঞ্জর-মুক্তি ঘটে না সত্য, এবং শ্রীভগবদ্ধাম-প্রস্থিত জীবের জন্য শোকাভিভূত হওয়াও সমীচীন নহে সত্য, কিন্তু অজ্ঞানতা হেতু আত্মবিস্মৃতি বশেই হউক অথবা মায়ার মোহিনী শক্তি প্রভাবেই

হউক, মনে হইতেছে—তিনি যেন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমেই আরব্ধ কর্ম্মসমূহ সুসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ত্যাগ কবিয়া গিয়াছেন—তদভাবে আমরা যেন নিরাশ্রয় ও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা দরিদ্রের সন্তান। তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় আপনাকে "ভিখারী" ভাবে পরিচিত করাই প্রশস্ত মনে করিতেন। সেই "ভিখারী" প্রিয়নাথের অভাবে মাতৃভূমি বা মাতৃভাষার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইল কি না, তদ্গতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার বিয়োগ-ব্যথার মধ্যে কি শিক্ষা বা কল্যাণ লাভ করিলেন এবং এই বিয়োগ ঘটনায় মঙ্গলময় পরম পিতার কোন্ মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল, তৎসমস্ত বুঝিবার বা আলোচনা করিবাব শক্তি ও অধিকার এ অধমের নাই। হয় ত সে সমুদয় ভগবদিচ্ছায় মাতৃভূমির সুসন্তানগণ কর্ত্তৃক কালে পবিস্ফুট হইবে।

শেষ জীবনে অগ্রজ মহশয় কতিপয় সদনুষ্ঠান-সাধনে দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়" গ্রন্থের চতুর্থ এবং এই "মদ খাও—নেশা ছুটিবে না" গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণ ও প্রচার কার্য্য অন্যতর। শ্বাস-ক্লিষ্ট শরীরে প্রাণপণ দ্বারা প্রথম কর্ম্মটী বিগত বৈশাখ মাসে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় কর্ম্মটীও এক প্রকার সম্পন্নই করিয়া গিয়াছেন ; মাত্র উহার পঞ্চম ফর্ম্মাব অতিরিক্ত মুদ্রাঙ্কণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত সাধারণের আগ্রহে অবশিষ্ট জীবনের ঘটনাবলী সংযোগ পূর্ব্বক "দুঃখীর ইতিহাস" নামে "জীবন্ত পিতৃদায়" গ্রন্থ খানিব পুনর্মুদ্রাঙ্কন এবং "জীবন-পবীক্ষার" অন্তর্গত ভাবাবলম্বনে গৃহ-ভিত্তিতে রক্ষণোপযোগী ১৫ × ২০ ইঞ্চি আকারের দ্বাদশ খানি সুরঞ্জিত (ক্রমলিথো) চিত্র ক্রমশঃ প্রকাশ জন্য

যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছিলেন ; উক্ত চেষ্টার ফলে "দুঃখীর ইতিহাস" গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের লেখ্য বিষয়ের উপকরণ মাত্র সংগৃহিত হয়, এবং চিত্র সকলের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রের আদর্শ প্রস্তুত ও তদবলম্বনে মাত্র প্রথম চিত্র ক্রমলিথো করণের কতকটা কার্য্য সম্পন্ন করাইতে সমর্থ হন। উহাব অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাধা করাইবার জন্য যত্ন কবা হইতেছে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই উহা প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তদভাবে তাঁহার বড সাধের অন্যান্য চিত্রগুলি এবং "দুঃখীর ইতিহাস" (গ্রন্থ কর্ত্তার আত্ম-জীবনী) গ্রন্থখানি বোধ হয় অপ্রকাশিতই বহিয়া গেল।

এ স্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়-প্রচারকালে গ্রন্থকর্ত্তা অগ্রজ মহাশয় প্রকৃত মাতাল বোধে আত্মা-রাম-নিরত যে মহাপুরুষের উপাধিশূন্য পবিত্র "মন্মথনাথ" নামে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ বিগত ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়ধামে প্রস্থান কবিয়াছেন। এ অবস্থায় উৎসর্গ সম্বন্ধে দাদা মহাশয়ের অভিপ্রায জ্ঞাত না থাকায় এবং তিনি পূর্ব্বেব উৎসর্গ-পত্রেরও কোন সংশোধনাদি করিয়া যাইতে না পারায় উহা যথাথই মুদ্রিত হইল।

বলা বাহুল্য, ভাবের স্ফূর্ত্তি সংকল্পে গ্রন্থ কর্ত্তা এবারও গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তনাদি সাধন বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাহাতে গ্রন্থখানি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার বিচারে হৃদয়বান্ পাঠক ও প্রকৃত মাতাল গণই সমর্থ। এক্ষণে মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে যদি কোন ভ্রম-প্রমাদ লক্ষিত হয় তাহা আমাদেরই অনব-ধানতার ফল বুঝিতে হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করা যাইতেছে যে, গ্রন্থ বিক্রয় লব্ধ অর্থের দ্বারা পরে মূল্য লইবেন এই ব্যবস্থায় কিশোর প্রিন্টিং ওয়ার্কসের সুযোগ্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সরকার মহাশয় স্বীয় প্রেসে ইহা আদ্যন্ত মুদ্রন এবং বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহা মুদ্রনের সমস্ত কাগজ প্রদান পূর্ব্বক মহোপকার করিয়াছেন।

শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়, কলিকাতা। ভাগ্যহীন অনুজ
মাঘ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। **অমৃতনাথ**

নির্ঘণ্ট।

সূচনা।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উপদেশে অবগত হওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়ের গোচর সকল পদার্থই দুঃখ-জনক ও নশ্বর, এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ সমূহই সুখ-জনক ও নিত্য। ধীর-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে 'যথার্থ-বাদ' বলিয়াই বিশ্বাস হয়। কারণ, (চক্ষুঃ কর্ণ নাসাদি) ইন্দ্রিয়ের আপাততঃ অগোচর যে সুখদ (কাল্পনিক-সুখ-দায়ী) পদার্থকে পাইবার জন্য বহুদিন হইতে চিত্ত উৎসুক ছিল, অনেক যত্নে তাহাকে পাইবার পরই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শেষভাগে 'নশ্বর' ও 'দুঃখময়' এই দুইটী কথা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। উল্লিখিত বিষয় যদি কাহারও পক্ষে কিছু কঠিন বোধ হয়, তবে তিনি আরও কিঞ্চিৎ বিশদভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে,—দরিদ্র তাহার অভুক্ত যে রাজত্বকে পরম-সুখ-জনক মনে করে, রাজার তাহাতে সুখ নাই,—কামুক তাহার অভুক্ত যে কামিনী-সম্ভোগকে মহা-সুখ-জনক মনে করে, লম্পটের তাহাতে সুখ নাই;—অসতী নারী তাহার অনাচরিত যে বারনারী-বৃত্তিকে মহা-সুখ-জনক মনে করে, বেশ্যার তাহাতে সুখ নাই। এইরূপ যে কোন ভুক্ত বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করা যায়, তাহার পরিণাম নশ্বর ও দুঃখময় বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে।

"তবে কি সংসারে সুখ নাই?—শোকগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তাপিত প্রাণ শান্ত হয়, জরাগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্ব্বহ জীবন-ভার লঘু হয়, দরিদ্র ব্যক্তির দুর্দ্দমনীয় দারিদ্র্য-দুঃখ বিদূরিত হয়, এমন সুখময়—এমন আনন্দময়—পদার্থ কি তবে সংসারে নাই?"—একদিন সন্ধ্যা-কালে কোন ধনবান্ তরুণবয়স্ক বাবুর আবাসে বসিয়া আমার অন্তঃকরণে সহসা এইরূপ প্রশ্ন উদিত হওয়ায় পার্শ্বোপবিষ্ট এক অপরিচিত হর্ষোৎফুল্ল ব্যক্তিকে উহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রশ্ন শুনিয়া বিজ্ঞের মত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গম্ভীর-ভাবে ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন,—"বাবা! পৃথিবীতে এমন কোন জিনিসই নাই, যাহা মানুষের সকল দুঃখ দূর, সকল বাসনা পূর্ণ, এবং অবিনশ্বর বা অবিরাম আনন্দ প্রদান করিতে পারে। তবে এমন অনেক 'বস্তু' আছে, যাহা ব্যবহার করিলে কিছুকালের জন্য সকল দুঃখ-যাতনা, এমন কি নিদারুণ পুত্রশোক পর্য্যন্ত, ভুলিয়া সুখে থাকিতে পারা যায়।"

আমি আগ্রহ-সহকারে কহিলাম,—"সে কি 'বস্তু' মহাশয়?" এবার পূর্ব্ববৎ সহর্ষভাবে উত্তর হইল,—"সে বস্তু আর কিছুই নহে,—মাদক সেবন; অর্থাৎ যাহা সেবন করিলে মত্ততা জন্মে,—নেশা হয়, সেই বস্তুই কেবল সমস্ত দুঃখ-যাতনা ভুলাইতে সমর্থ, বুঝিলে কি?—এই মাদকের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার-ভেদ আছে, তন্মধ্যে মদই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বড়ই আনন্দ-দায়ক,, অর্থাৎ মদ খাইলে যেমন আনন্দ হয়, তেমন আনন্দ,—তেমন মজা, আর কোন মাদক-দ্রব্যেই পাওয়া যায় না। মরি মরি! সেই আঁখি ঢুলু ঢুলু-সদানন্দ-ভাব, সেই রাজ-সিংহাসন ও নর্দ্দামার সমানজ্ঞান-ভাব, যে জানে—যে ভোগ করিয়াছে,—সে ভিন্ন অন্যে

তাহা বুঝিতেই পারে না।—বাপধন! একবার খাইয়া দেখ ত বুঝিতে পার, মদ কি মজার জিনিস!"

উল্লিখিত স্ফূর্ত্তিমান্ ব্যক্তির উৎসাহ-প্রফুল্ল-বদনে মদের এতাদৃশী আনন্দ-দায়িনী-শক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণে, নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া মনটাকে কেমন চঞ্চল করিয়া তুলিল। কখনও মনে হইতে লাগিল, মদ খাইয়া যদি চির-সন্তপ্ত প্রাণকে সুখে রাখিতে পারা যায়,—মদ খাইয়া যদি যাতনাপূর্ণ সংসারের ভীষণ-দৃশ্য-বিষয়ে অন্ধ হইতে পারা যায়, তবে আমি মদই খাইব। কিন্তু সংস্কার-বলে ও শাস্ত্র-পাঠক-বর্গের নিকট শ্রবণ-ফলে, তৎক্ষণাৎ মদকে অপেয়, অদেয়, অগ্রাহ্য, এমন কি অস্পৃশ্য স্মরণ হওয়ায়, এবং যে মদ খায়, তাহার ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিরয়গামী হয় জানিয়া আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায়, আমার সাধের মদ খাওয়ার সঙ্কল্পেই বাধা পড়িল। আর সেই বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। বিবিধ চিন্তা-সমান্দোলিত অথচ আতঙ্ক-সমাকুলিত চিত্তে ধীরে ধীরে আবাসে আসিলাম; এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় নিত্যকর্ম্ম সকল সমাপনানন্তর শয়ন করিলাম।

নিদ্রার্থ শয্যায় শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু বিবিধ-চিন্তা-তাড়নে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হওয়ায় কোনক্রমেই নিদ্রা আসিল না। অনেকক্ষণ শয্যায় শয়ান থাকিবার পর, জাগ্রদবস্থার চিন্তা-জন্যই হউক অথবা সৌভাগ্যক্রমেই হউক, তন্দ্রাবেশে মদ্যপান-সম্বন্ধে আমি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলাম। সেই অদ্ভুত স্বপ্ন-দৃষ্ট-ঘটনাবলী মদ্যপানার্থী মাদৃশ ব্যক্তিবর্গকে জানাইবার জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহা যে 'প্রকৃত মাতালের' বিশেষ কোন উপকারে আসিবে, অর্থাৎ যাঁহারা মদ খাইয়া বাহ্যজ্ঞান-পরিশূন্য ও

পূর্ণানন্দপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কোন উপকারে আসিবে, এমন ভরসা না থাকিলেও, যাঁহারা বিষয়-বিষ-পূর্ণ সংসারের দুঃসহ যাতনা ভুলিবার আশায় মদ খাইয়া মাতাল হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও এই পুস্তকে প্রকাশিত বিনা অর্থব্যয়ে লব্ধ মদিরা অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেবন করিতে পারেন, তাহা হইলেই স্বপ্ন-দৃষ্ট-ঘটনা-প্রকাশ-চেষ্টা সার্থক হইবে।

২৫০৪
ব. সা. প. পু.
উপহৃত তাং...

মদখাও-নেশাছুটিবেনা।

(আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন)

প্রথম উল্লাস।

প্রণযীব পত্র ও মদ অনুসন্ধান।

চৈত্র মাসেব সূর্য্যাতপ-প্রভাবে শিমুলেব ফল সকল বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যস্থ তূলান্তবক যেমন শূন্যে উডিয়া যায়,—ক্রীডা-কৌতূহল-সময়ে শিশুগণেব কব-পিঞ্জব-নির্মুক্ত শিক্ষি- কপোতকুল যেমন শূন্যে উড়িয়া যায়,—তন্দ্রাবেশ হইবামাত্র স্বপ্নযোগে আমিও যেন সেইরূপ সংসার-পাশ বিমুক্ত হইয়া নিঃশঙ্কুচিত-চিত্তে স শরীরে শূন্য-প্রদেশে উত্থিত হইতে লাগিলাম।

যখন ঊর্দ্ধদিকে অনেক দূব উঠিয়াছি, যখন নিম্নদেশে কেবল শূন্য-ব্যতীত সংসাবের আব কোন দৃশ্যই দেখিতে পাইতেছি না, সেই সময় সহসা আমাব সম্মুখভাগে একটী চিত্ত-বিমোহন উপবন

দৃষ্টিগোচর হইল। ইতিপূর্ব্বে লোক-মুখে শুনিয়া, চিত্রপট দেখিয়া, এবং গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তপস্বি-জন-সমাশ্রিত তপোবনকে যেমন শান্তি-জনক স্থান বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম, খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জন্তুগণের হিংসা-দ্বেষাদি-বিরহিত, অনায়াস-জাত-ফল-পুষ্পাদি-পরিশোভিত, কলকণ্ঠ বিহগবৃন্দের নিরন্তর সুমধুর সঙ্গীতে প্রতি-ধ্বনিত ঐ স্থানটী দর্শন করিয়া উহাকে বাস্তবিকই সেই শান্তি-নিকে-তন তপোবন বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তপোবন-মধ্যে লোক-বসতির অস্তিত্ব-সূচক বহু-চিহ্ন-সত্বেও, কি শিশু, কি তরুণ, কি প্রাচীন, কোনপ্রকারের একটীও মানব-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল না।

যাহা হউক, স্বপ্নযোগে উল্লিখিত তপোবনে উপস্থিতির অব্য-বহিত পরক্ষণেই উহার কমনীয় ভাব সন্দর্শনে সহসা সু-কুমার শৈশবাবস্থার কথা স্মরণ হওয়ায়, তৎকাল-সম্বন্ধীয় বিবিধ চিন্তা আসিয়া অন্তঃকরণকে অধিকার করিল। বাল্যকালের কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা স্মরণ হইল, শৈশবে আমি আমার কতিপয় হিতা-কাঙ্ক্ষী বন্ধুর সহিত সর্ব্বদাই একত্র বাস করিতাম। কেবল একত্র বাস নহে, একমতে কাজ করিতাম, এক উদ্দেশ্যে খেলা করিতাম, এক ভোজ্য ভোজন করিতাম—বলিব কি, তখন আমরা সকলেই যেন একদেহ—একপ্রাণ হইয়াছিলাম।

সময় নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। সে স্বেচ্ছামত কতপ্রকারেরই খেলা করিতে করিতে অবিরত আপনার সু-বিশাল চক্র পথে ঘুরি-তেছে। সেই মহাঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের যে কত বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, কয়জন তাহার অনুসন্ধান করে? আজ যিনি রাজা, কাল তিনিই ভিক্ষুক, আজ যিনি পাপী, কাল তিনিই সাধু;

আজ যেখানে সাগর, কাল সেইখানেই নগর ; আজ যেখানে আনন্দ-কোলাহল, কাল সেইখানেই রোদনধ্বনি ; এইরূপ বিপর্য্যয় সঙ্ঘটনই সময়ের খেলা। সে এই প্রকারে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সেই সতত শুভাকাঙ্ক্ষী শৈশব-সুহৃদ্বর্গকে আপনার সু-বিশাল চক্রের সহিত বাঁধিয়া কোথায় লইযা গিয়া এখন তাঁহাদের যে কি দশা করিয়াছে, অদ্যাপি তাহার আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। আমি তাঁহাদের সহিত যে খেলা খেলিতাম, যে আনন্দে মাতিতাম, যে গান গাহিতাম, তপোবনে তাহারও কোন চিহ্ন দেখা গেল না, কেবল এইমাত্র স্মরণ হইল যে,"শৈশবে আমরা কতিপয় বন্ধু একত্র ছিলাম।" তাঁহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল, সন্ধান পাই ত এখনই আবার তাঁহাদের সহিত সেই একভাবে মিলিয়া এক হইয়া যাই। পাঠক পাঠিকে! আপনারা কেহ বলিয়া দিতে পারেন ঐ বন্ধুগুলি কে?

* * * * *

যাহা হউক, স্বপ্ন-যোগে এইরূপ নানা-চিন্তা-নিবিষ্ট-চিত্তে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, অকস্মাৎ সমগ্র তপোবন-ভাগ স্নিগ্ধ-লোহিত আলোক-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঐরূপ আলোকের কারণ জানিবার আশায় আমি চকিত ভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় দেখিলাম, শূন্যে সেই লোহিত আলোক-রশ্মির মধ্যে, তিন চারি বৎসর বয়স্ক নগ্নশরীর কতিপয় সুকুমার বালক বালিকা প্রফুল্লমুখে ও সতৃষ্ণ নয়নে আমারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তাহাদের দিকে আমার দৃষ্টি পতিত হইতে না হইতেই তাহারা শূন্য হইতে শুভ্রবর্ণ ও লঘু কি একখণ্ড বস্তু নিক্ষেপ করিল ও তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা

গ্রহণের ইঙ্গিত করিয়া শূন্যেই বিলীন হইয়া গেল। তাহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোকও অন্তর্হিত হইল।

এই ঘটনার পরই পত্রিকাকৃতি ঐ শুভ্রবর্ণ বস্তু আমার সম্মুখভাগে পতিত হওয়ায় কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে উহা গ্রহণ করিলাম-এবং পাঠান্তে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পত্রে যাহা লিখিত দেখিলাম, তাহা এই,—

"সখে! অনেক দিন হইল, আমরা তোমার অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন-বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি; সুতরাং আমরা তোমার কোন সংবাদই জানি না। আমরা আর আর সকলেই একত্র আছি, কেবল তুমিই পৃথক্; সেইজন্য আমাদের সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয় যে, আবার সকলে একত্র হইয়া একভাবে 'আনন্দ' সম্ভোগ করি। এখন আমরা তোমা হইতে অনেক দূরদেশে আসিয়াছি। এত দূরে আসিয়াছি যে কেবল একটী উপায় ব্যতীত আমাদিগের সহিত মিলিত হইবার অন্য কোন সম্ভাবনাই নাই। সে উপায়—'মদ্য পান', অর্থাৎ তোমাকে মদ খাইতে হইবে। মদ খাইয়া সকল বিষয় ভুলিবার উপযুক্ত মাতাল না হইলে কেহই এখানে আসিতে পারে না। কিন্তু ভাই! এই মদ খাইবার সম্বন্ধে একটী কথা আছে। বাছিয়া বাছিয়া, চিনিয়া চিনিয়া, এমন মদ খাইতে হইবে, যে মদের নেশা কখনই ছুটিবে না, অর্থাৎ এমন মদ খাইতে হইবে, যাহা একবার খাইলে চিরকাল সমভাবেই নেশা থাকে; সে নেশা,—সে স্ফূর্ত্তি—সে আনন্দ আর কখনই বিনষ্ট না হয়। যদি আমাদের প্রতি তোমার আজিও যথার্থ সেইরূপ ভালবাসা থাকে, তবে অনুসন্ধান করিলেই তুমি সে মদ পাইবে। যদি আন্তরিক চেষ্টা-দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া

উহা একবার খাইতে পার, তবে নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিবে। আমরা তোমার আগমন-পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি"

এই পত্র-পাঠে আমি যুগপৎ আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইলাম। আহ্লাদের কারণ দুইটী। প্রথম কারণ, ইতিপূর্ব্বে বাবুর বৈঠকখানায় সেই অপরিচিত ব্যক্তির মুখে মদের আনন্দদায়িনী শক্তির সবিস্তর বর্ণনা শুনিয়া আমার মদ খাইবার বাসনা বলবতী হইলেও, শাস্ত্রের শাসন-বাক্য স্মরণ হওয়ার যে বাসনায় বাধা পড়িয়াছিল, এখন মদ খাইতে বাল্য-বন্ধু-গণের আদেশ-প্রাপ্তিতে সেই বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন-সম্ভাবনা, এবং দ্বিতীয় কারণ, দূরদেশ-নিবাসী বন্ধুগণের সহিত বহুকালের পর পুনর্মিলিত হইবার আশা। কিন্তু "মদ না খাইলে কেহই এখানে আসিতে পারে না, এবং এমন মদ খাইতে হইবে যাহার নেশা কখনই ছুটিবে না," এই সকল কথা পাঠ করিয়া মনে বড়ই বিস্ময় জন্মিল। পাঠক পাঠিকে! এই দেশ কোথায়, এবং এরূপ মদই বা কোথায় পাওয়া যায়, যদি তাহা জানেন, তবে কেহ দয়া করিয়া আমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবেন কি?

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল,—কখন ও কিরূপে সেই বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইব, ইহা ভাবিয়া, আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল; সুতরাং মদ খাইবার জন্য প্রাণের অস্থিরতাও বর্দ্ধিত হইল। আর আমার কিছুই ভাল লাগিল না,—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব তপোবনের তাদৃশ শান্তিপ্রদ বস্তুসমূহের মধ্যে আর আমার কিছুই ভাল লাগিল না। প্রাণ কেবল চাহিতে লাগিল,—মদ! মদ!! মদ!!!

বন্ধুগণের পত্রে দেখিয়াছি, "অনুসন্ধান করিলেই মদ পাওয়া যাইবে"; সুতরাং আমি কেবল তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য, এবং নেশা করিয়া সকল ভুলিবার আশায়, মদের অনুসন্ধানে সেই তপোবন হইতে বহির্গত হইলাম। বাহির হইবামাত্র বোধ হইল, যেন আমি ধরাতলের কোন একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়াছি। এ দেশে উল্লিখিত তপোবনের ন্যায় আরাম-জনক বিশেষ কোন দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর না হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই অস্থির মন মদ খাইবার প্রবলতর আকাঙ্ক্ষায় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তদ্দ্বারা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া পথিমধ্যে ভদ্রবেশ-ধারী যাঁহাকে পাইলাম, তাঁহাকেই কাতর-ভাবে ও অসঙ্কুচিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়। এ দেশে মদ কোথায় পাওয়া যায়, আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিতে পারেন?" এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া কতলোকে আমাকে কতপ্রকারে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অনেকেরই নিকট উপহাসাস্পদ হওয়ায় অবশেষে মনে এই ধারণা হইল যে, "হয় ত আমি এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহি বলিয়াই বুঝি এইরূপে সকলে আমাকে পরিহাস করিতেছেন।" মনে এইরূপ সংশয়-পূর্ণ ধারণা উপস্থিত হওয়ায়, আমি পথে ঘাটে ভদ্রাভদ্র-বেশ-ধারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেখানে যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলাম অকুতোভয়ে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম,—"ওগো এ দেশে ভাল মদ কোথায় পাওয়া যায়, তোমরা কেহ দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিতে পার গা?" এইবার কেহ আমাকে 'পাগল' বলিয়া গায়ে ধূলা দিতে লাগিল; কেহ

আমাকে 'মাতাল' বলিয়া অবজ্ঞা-সূচক ভাব দেখাইতে লাগিল, কেহ 'লম্পট' বলিয়া রূক্ষ ভাষায় তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত হইতে কঠোর আদেশ করিল; এবং কেহ কেহ বা অপেক্ষাকৃত মধুর ভাষায়,—"এরূপ প্রকাশ্য-ভাবে মদের অনুসন্ধান করা সামাজিক রীতি-বিরুদ্ধ" ইত্যাদি বলিয়া আমাকে নীতিশিক্ষাও প্রদান করিলেন। ফলতঃ এক 'মদ অনুসন্ধান' আরম্ভ করিয়াই আমি লোকের চক্ষে বিধাতার একটী অভিনব-সৃষ্ট-প্রাণি-রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার মদ্য-পানের আকাঙ্ক্ষা মন্দীভূত হইল না।

স্বপ্নের মোহিনী শক্তির মাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে। সে ইচ্ছা করিলে নিজের অসীম-শক্তি-প্রভাবে ক্ষণ-কাল-মধ্যে নিজ-আশ্রিত ব্যক্তিকে তাহার সু-দীর্ঘ-কাল-সমাচরিত অসংখ্য ভীতি-জনক কার্য্য নিমেষ-মধ্যেই প্রত্যক্ষ-রূপে প্রদর্শন-দ্বারা ভয়ে বিহ্বল করিতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিজের আশ্রিত ব্যক্তিকে তাহার চির-প্রার্থিত কোন সামান্য বিষয়ের ছায়ামাত্র দেখাইতেও পারে। স্বপ্নের সেই শক্তি-প্রভাবে মদ অনুসন্ধানার্থ ঘুরিতে ঘুরিতে এবং লোকের তিরস্কার ও বিদ্রূপাদি সহ্য করিতে করিতে যেন আমার তিন চারি দিন কাটিয়া গেল; মদের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ক্রমশঃ মদ খাইবার জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, আহার-বিহারাদি দেহ-ধারণের অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মগুলিও আর ভাল লাগিল না। পরে এমন অবস্থা ঘটিল যে ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া গেল এবং শারীরিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন সেই মহাশক্তি-সমুদ্দীপন-কারী মদ্যের অভাবে অবসন্ন

হইয়া পড়িল, কিন্তু তখনও মদ অনুসন্ধানার্থ প্রাণপণ চেষ্টার অণুমাত্রও নিবৃত্তি হইল না।

স্বপ্নে আমার যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় (যেন এক-দিন রাত্রিকালে) আঁখি ঢুলু ঢুলু অবসন্নশরীর এক বয়স্ক ব্যক্তি দয়া করিয়া উচ্চ অথচ জড়িত স্বরে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—কি বাবা, তুমি মদ খেতে চাও, আমার সঙ্গে এস, যত পার আমি তোমায় মদ খাওয়াচ্ছি, এরই জন্যে এত দুঃখ? ছিঃ!” অপরিচিত ব্যক্তির এইরূপ অযাচিত করুণাপূর্ণ আশ্বাস-বচন শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ যে তখন কিরূপ প্রফুল্ল হইয়াছিল তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষার অভাব।

দ্বিতীয় উল্লাস।

মদ খাইব।

গৃহ-পালিত ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন ভুক্তাবশিষ্ট-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় লাঙ্গুল-সঞ্চালন করিতে করিতে আচমনার্থ গমনশীল নিজ-প্রভুর অনুগামী হয়,—আলস্য-প্রিয় নিরন্ন বঙ্গ-দেশীয় বিপ্র যেমন কিঞ্চিৎ অর্থ-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় চাটুবাদ করিতে করিতে বায়ু-সেবনার্থ বিচরণশীল সঙ্গতিশালিব্যক্তির অনুগামী হয়,—মদ্যের প্রত্যাশায় আমিও তদ্রূপ সেই অপরিচিত ব্যক্তির অনুগামী হইলাম।

পথিমধ্যে সেই মাতাল পূর্ব্বের ন্যায় বিজড়িত-স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বাবা, তুমি কখনও মদ খেয়েছ কি? ঠিক্ কথা বল্‌বে।" আমি বিনীত-ভাবে বলিলাম,—"না মহাশয়, আমি আর কখনও মদ খাই নাই, আজই প্রথম খাইব।" তখন মাতাল অধিকতর আহ্লাদ ও উৎসাহ সহকারে আমার পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন,—"তবে একটু পা চালিয়ে চল বাবা, ৯টা বাজ্‌লেই সব আবগারীর দরজা বন্ধ হ'বে, তা হ'লে আজ আর মদ মেলা দুর্ঘট।" মাতালের এই কথায়, এবং 'মদ খাইতে পাইব' এই আশায়, আহ্লাদে দ্রুততর-পদে আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিলাম।

এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইবার পর, এক বিস্তৃত রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাল আমাকে বলিলেন,—'দেখ' বাবা, এই মদের দোকান। কেমন সুন্দর, দেখে চক্ষুঃ সার্থক কর। এখানে কোন রকমে একবার প্রবেশ কর্‌তে পারলেই

স্বর্গের দরজা সর্ব্বদার জন্ত খোলা পা'বে ; আর ঐ যে ব্র্যাকেট-সুশোভিনী আবক্ত-রূপিনী বোতল-নিবাসিনী আনন্দদায়িনী দেবীকে দেখ্‌ছ, উহাঁবই নাম বারুণী-সুন্দরী, যাঁ'কে সাদা কথায় 'মদ' বলে। উনি কৃপা ক'রে একবার যাঁ'র কণ্ঠ-নালী দিয়ে উদর-মধ্যে আশ্রয়-লাভ করেন, তাঁ'র পক্ষে ইন্দ্রত্ব-পদও অতি তুচ্ছ, বেশী আর বল্‌ব কি ?—আচ্ছা বাবা, তুমি এখানে একটু ঠিক হয়ে দাঁড়াও, আমি মাল নিয়ে আস্‌ছি।"

মাতাল মহোদয় এইরূপ সার-গর্ভ উপদেশ দিয়া মদ আনিবার জন্য গমন করিলে পর, আমি দেখিলাম, সেই গৃহে নানাবর্ণের তরল-দ্রব্য-পরিপূর্ণ বহুসংখ্যক বোতল সরল ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, এবং ঐ সকলের মধ্যভাগে একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট এক ব্যক্তি বহুসংখ্যক মদ্যপায়ীকে মদ দিতেছেন। যাহারা মদ খাইতেছে, তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা নাই। কেহ নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছে, কেহ বামা-কণ্ঠ-স্বরের অনুকরণে গান করিতেছে, কেহ নানাবিধ রঙ্গ-রসালাপের সহিত মদের উপদংশ (চাট্) সেবা করিতেছে, কেহ সামান্য কারণে অপরের সহিত তুমুল মল্লযুদ্ধে রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অবিলম্বেই আবার তাহার চরণধারণপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে ক্ষমা চাহিতেছে, কেহ সর্ব্বত্যাগী সাধুর ন্যায় বিকারবিরহিত ও নিশ্চেষ্ট ভাবে নগ্ন-দেহে ধূলি-শয্যায় শয়ান রহিয়াছে, আবার কেহ বা "আরও দাও! আরও দাও!!" বলিয়া মদের জন্য দোকানদারকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, ফলতঃ মদের শক্তিতে সকলেই যেন আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান। মদ পাইতে বিলম্ব হওয়ায় মধ্যে মধ্যে আমার মনটা অস্থির হইতেছিল বটে, কিন্তু

উহা প্রাপ্তির আশায় কোনক্রমে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক দোকানের এক পার্শ্বে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ঐ সকল অসাধারণ ব্যাপাব আগ্রহ-সহকারে দেখিতেছিলাম।

এমন সময় আমার সঙ্গী সেই মাতাল এক বোতল রক্তিমবর্ণ মদ এবং অনেকপ্রকার উপদংশ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং হাসি মুখে বলিলেন,—"এই দেখ বাবা, তোমার খাতিরে আজ ভাল মালই এনেছি। এস এইখানে ব'সেই মা কালীকে নিবেদন ক'রে দিয়ে প্রাণ খুলে প্রসাদ পাওয়া যা'ক।"

আমার নিকট হইতে কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই ("মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" বুঝিয়াই যেন) মাতাল মহাশয় "জয় কালী" শব্দে বোতলের মুখ খুলিলেন, পান-পাত্রে মদ ঢালিলেন, এবং আমাকে দিবাব অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসাবণ করিলেন। ঠিক এই সময় এক ব্যক্তি (বোধ হয়, গ্রাম-সম্বন্ধে দোকানদারের ভাগিনেয় হইবে) ঊর্দ্ধ-শ্বাসে সেই দোকানে আসিয়া উত্তেজিত-স্বরে দোকানদারকে কহিল,—"আচ্ছা মামা। খেতে না খেতেই নেশাটা ছুটে গেল, ব্যাওরাটা কি বল দেখি? মাতাল মনে ক'রে জল মিশিয়ে পয়সা ক' গণ্ডা ফাঁকি দিলে বাবা—ছিঃ! যা'ক, এবার ভাল দেখে এই আট আনায় খাঁটি মাল দাও; যেন দু' তিন ঘণ্টা নেশাটা অটুট্ থাকে। দেখো বাবা, দোহাই তোমার, অধর্ম্ম ক'র' না।"

সর্ব্বনাশ! আগন্তুক মাতালের মুখে "খেতে না খেতেই নেশা ছুটে গেল" শুনিয়া আতঙ্কে যেন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। যে মদ খাইবার জন্য সেইখানে বসিয়াছিলাম, সে মদ খাওয়া দূরে থাকুক,—তাহা স্পর্শ করা দূরে থাকুক—তৎ-প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হইল; আমি সত্বব

সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া সঙ্গী মাতাল কিঞ্চিৎ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"কি বন্ধু, হঠাৎ একেবারে চম্‌কে উঠে দাঁড়ালে যে, যাও কোথা ?" আমি বলিলাম,—"আমার এ মদ খাওয়া হইল না, যে মদের নেশা ছুটিয়া যায়, সে মদ খাইতে আমার বন্ধুগণের অনুমতি নাই। আমি এমন মদ খাইতে চাই, একবার খাইলেই যাহার নেশা বা আনন্দ চিরকাল সম-ভাবে থাকে ; সে মদ কি এ দোকানে পাওয়া যায় না ?"

এই কথা শুনিয়া মাতাল ভ্রকুটী করিয়া অতি কুপিতভাবে চীৎকার-পূর্ব্বক কহিলেন,—"কোন্ আহাম্মক বেল্লিক তোমাকে এমন কথা বলেছে যে, একবার মদ খেলে চিরকাল তা'র নেশা থাকে? তা' হ'লে আর ভাবনা থাকৃত না। তুমি গুলি টুলি কিছু খাও বটে? নহিলে গুলিখোরের মত কথায় তোমার এত বিশ্বাস কেন? ব'স' ছ' চার পাত্র খাও, তার পর এর গুণ আপনিই বুঝ্‌তে পারবে।" সঙ্গীর এইরূপ বিকট চীৎকার শুনিয়া আরও দুই চারিজন যুবা মাতাল সেইখানে সরিয়া আসিল ; এবং সমস্ত কথা শুনিয়া আমাকে সেই ক্রীত মদ খাওয়াইবার জন্য নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। আমি ভয় পাইয়া বিনীতভাবে তাহাদিগকে বলিলাম,—"ভাই সকল। তোমরা আমায় দয়া করিয়া ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাদের কাছে এই গলবস্ত্র হইয়া যোড়হাত করিয়া বলিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া দাও। যে মদের নেশা ছুটিয়া যায়, সে মদ খাইতে আমার বন্ধুগণের অনুমতি নাই। যে মদ একবার খাইলে তাহার নেশা আর কখনই ছুটে না, যে মদ একবার খাইলে প্রাণ চিরকালই

পূর্ণানন্দে উৎফুল্ল থাকে, যদি তোমরা আমাকে সেই মদ খাও যাইতে পার, লইয়া আইস, আমি নিশ্চয় তাহা খাইব।"

আমার এই কথা শুনিয়া মাতালেরা সকলেই একবাক্যে আপনা আপনি বলিল,—"দেখ ভাই, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই পাগল, এর সঙ্গে মিছে মাথা বকিয়ে আমাদের আমোদ আহ্লাদের সময় নষ্ট ক'রে আর লাভ কি, দাও ব্যাটাকে ছেড়ে দাও। এই কথায় আমার সঙ্গী সেই বয়স্ক মাতাল রুক্ষ-স্বরে অথচ ধীর ভাবে আমাকে কহিলেন,—"ভায়া, যদি মদ না খাও, যদি এ সুধা-সম্ভোগ তোমার পোড়া কপালে না থাকে, তবে সোজা সড়ক প'ড়ে আছে, গ্যাস লাইট্ জ্বল্‌ছে, চলে যাও বাবা। আবগারী হজম করা কি তোমার মত বেল্লিকের কাজ চাঁদ?"

আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল,—মদ খাইলাম না বলিয়া মাতালেরা হয় ত আমাকে প্রহার বা আমার শরীরের প্রতি অন্য কোনরূপ অত্যাচার করিবে ভাবিয়া, আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে সকলের কিছুই ঘটিল না। আমি অক্ষত শরীরেই তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

তৃতীয় উল্লাস।

সে মদ কোথায় মিলে ?

নব-নীদব-ঘটা সন্দর্শন করিয়া সু-নির্ম্মল সলিল-ধারা প্রাপ্ত না হইলে চাতকের যেমন পিপাসা বৃদ্ধি হয়,—মিলনাকাঙ্ক্ষা-সমুদ্দীপক মলয়ানিল সেবন করিলে বিরহ-কাতর ব্যক্তির যেমন যাতনা বৃদ্ধি হয়,—নিজ-তনয়-সদৃশ অন্য একটী সন্তান দর্শন করিলে পুত্র-হারা পাগলিনী জননীর যেমন শোকানল বৃদ্ধি হয়,—অথবা আত্মারাম-প্রদ সাধু দর্শন কবিলে আত্ম-চিন্তা-নিরত মহাত্মগণের যেমন প্রাণেশ্বর পরমেশ্বব-লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়,—এই মদ্যপানোল্লসিত মাতালদিগকে দেখিয়া আমারও সেইরূপ নিত্যানন্দ-প্রদ মদ্য-পানেব আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মদ যে কোথায় মিলে, তাহার সন্ধান জানিতে না পারিয়া আমি উন্মত্তেব ন্যায় অস্থির-চিত্তে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

কিছু দিন যেন আমার এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। অনন্তর একদিন আমি যেন কোন একটী নূতন দেশে উপনীত হইয়া পথিশ্রান্তশরীরে ও হতাশচিত্তে পথিকের আশ্রয়দাতা পূজ্যপাদ প্রকাণ্ড পাদপ অশ্বত্থেব সুশীতল তলে উপবিষ্ট আছি, এমন সময় কোন অলক্ষিত স্থান হইতে কে যেন উচ্চ মধুর অথচ গম্ভীর স্বরে দৈববাণীর ন্যায় বলিলেন ;—

"সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব-শরীর-ধারী প্রাণিগণেব মধ্যে ভাগ্যবান যে ব্যক্তি ঐকান্তিক অনুরাগ-সহকারে

প্রেমময় ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভগবদ্ভাবে অর্চ্চিত হন, সেই মানবকেই আবার কার্য্যবিশেষ-দ্বারা বিষ্ঠা-জাত বীভৎস কৃমি-সদৃশ হেয়ও হইতে দেখা যায়। অভীষ্ট বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রাপ্তির অনুকূল সাধন-দ্বারা যথাকালে সিদ্ধি-লাভ না করিবার কোনও কারণ নাই।”

সু-গভীর ভাব-ব্যঞ্জক ভাষায় এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর, সেই অশরীরিণী বাণী স্থগিত হইল। বাণী স্থগিত হইল বটে, কিন্তু উহার অন্তর্গত সাবগর্ভ উপদেশ সকল আমারই অবস্থোচিত হওয়ায় অন্তঃকরণে অবিরাম প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার নেশা কবিবাব বাসনাকে আবাব বলবতী-করিয়া তুলিল ; আমি সেই অশ্বত্থ তরু-তল হইতে উঠিলাম, এবং মদ খাইবার জন্য সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উহাব অনুসন্ধানার্থ আবার ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই অবস্থায় যেন আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর স্বপ্নের কৃপায় একদা ঘুরিতে ঘুরিতে দৈব-যোগে আমি আবার একটী রমণীয় প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানটীকে কেবল 'রমণীয়' না বলিয়া 'পরম রমণীয়' বলাই সু-সঙ্গত। সেখানে লোকালয় এবং তাহাব প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই বর্ত্তমান, কিন্তু সে সমস্তই যেন শান্তি-রস-নিষিক্ত বা শান্ত-ভাব-সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল, অর্থাৎ সেই প্রদেশে শোচনীয় হাহাকাব নাই,—দুর্দ্দম দারিদ্র্য-পীড়ন নাই,—অধঃপাত-সাধক প্রবঞ্চনা নাই,—সমস্তই যেন প্রেমময়, প্রশান্ত ও সদানন্দপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইল। তদ্দর্শনে সহসা মনোমধ্য হইতে কে যেন বলিয়া দিল যে, এই

প্রদেশই 'সেই মদ'—সেই আনন্দ-দায়িনী সুধা—প্রাপ্তির অদ্বিতীয় স্থান। এই 'আপ্তবাক্যে' বিশ্বাস-বশতঃ আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না, আমি আপন মনেই ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম।

এইরূপে সেই মহাদেশের * অনেকদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমি একটী অশ্রুতপূর্ব্ব সু-মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। উহাতে চিত্ত প্রকৃষ্টরূপে আকৃষ্ট হইল। সেই আনন্দোদ্দীপক সু-মধুর 'অনাহত ধ্বনির' উদ্ভব-স্থান লক্ষ্য করিয়া বংশী-ধ্বনি-সমাকৃষ্ট সর্পের ন্যায় উদ্ভ্রান্তভাবে আমি আরও দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইলে সেই শব্দ যেন পুরুষ ও স্ত্রীর মিলিত কণ্ঠস্বরের ন্যায় অনুভূত হইল, পরে আরও কিয়দ্দূর গিয়া সেই মিলিত স্বরকে নিম্নপ্রকাশিত ভাষায় পরিণত শুনিতে পাইলাম,—

"কে মদ খাইয়া আনন্দিত হইতে চাও—আইস। কে মাতাল হইয়া, সংসারের সকল ভুলিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতে চাও—আইস। এই মদ অর্থ দিয়া কিনিতে হইবে না—আইস! এই মদ একবার খাইলে আর কখনও ইহার নেশা ছুটিবে না—আইস। যদি অন্তঃকরণকে নিত্যানন্দ-সাগরে

* ভগবৎ-সংযোগ-প্রার্থী শান্ত ব্যক্তিগণ আত্মস্থ হইলেই এই মহাদেশ কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। মাদৃশ ব্যক্তির উহার তত্ত্ব-ধারণার শক্তি না থাকায় এবং উহা অপ্রকাশিত থাকিলেও, গল্প-পাঠকের বুঝিবার পক্ষে কোন ক্ষতি হইবে না বোধে, উহা এস্থলে অপ্রকাশিতই রহিল।

ভাসাইতে চাও,—যদি মাতা পিতা, ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, সকলে মিলিয়া নিঃসঙ্কোচে নেশা করিতে চাও, তবে আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্র আসিয়া—মদ খাও। মদ খাও !! মদ খাও !!!"

আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। সেই সু-স্বরের মনোমোহকরী শক্তির প্রভাবে শরীর রোমাঞ্চিত ও জড়বৎ স্পন্দ-বিরহিত হইয়া আসিল; এবং তখন চিত্ত-মধ্যে কি যে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। ক্ষণকাল পরে অল্পে অল্পে দৈহিক জড়তা অপগত হইলেও সে 'ভাবের' ব্যত্যয় হইল না। আমি তাদৃশ-ভাব-পূর্ণ মনেই অনতিদূরবর্ত্তী সেই স্বরকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আরও অগ্রবর্ত্তী হইলাম।

এইবার কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াই সম্মুখে একটী অতীব সূক্ষ্ম ও অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন পথ দেখিতে পাইলাম। ভীষণ স্থানে সহসা সেই পথে অগ্রসর হইতে স হইল না, কিন্তু মদ পাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত আহ্বানধ্বনি সেই-রন্ধ্র পথ দিয়াই আসিতেছে এইরূপ নিশ্চয়-বোধ হওয়ায়, সেই পথ দিয়া গেলেই মদের দোকান, যে মদ খাইলে নিত্যানন্দ লাভ করা যায় সেই মদের দোকান, পাওয়া যাইবে, এইরূপ ধারণা জন্মিল। তাহাতে "অভীষ্ট-সাধন কিংবা শরীর-পাতন" এই মহামন্ত্র একাগ্রমনে চিন্তা করিতে করিতে অকুতোভয়ে সেই সূক্ষ্ম-রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিলাম।

সূক্ষ্ম পথে প্রবেশ করিবামাত্র সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরে (সম্মুখ-ভাগে) অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্ময় অথচ সু-স্নিগ্ধ একটী আলোক দৃষ্টি-গোচর হওয়ায় উহাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া আগ্রহ-সহকারে

অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই 'মণিপুর' নামাঙ্কিত একটী 'আগার' আমার গতিকে স্থগিত করিল। ঐ আরাম-প্রদায়ক আগার-তোরণের উভয় পার্শ্বে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী মূর্ত্তি প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, অবিরাম উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষায় মদ্য-পানার্থি-ব্যক্তি-বর্গকে সযত্নে আহ্বান করিতেছেন দেখিতে পাইলাম।

আহা! সেই আনতবদনা অঙ্গনার আনন্দ-দায়িনী শ্রীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াই, কোন্ কারণে জানি না, আমার অন্তঃকরণ কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন সকল চিন্তা ভুলিয়া কেবল তাঁহারই ধ্যান-রত্নাকরে নিমগ্ন হইল; কিন্তু অধিকক্ষণ সেই মহা-ভাবে নিমগ্ন থাকিতে পারিলাম না। সহসা তদীয় দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী সেই সু-স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-মূর্ত্তির প্রতি নয়ন আকৃষ্ট হওয়ায়, অন্তঃকরণ আবার এক অভিনব ভাব-প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। স্বপ্ন-পথে প্রবেশ করিবার পর, সম্মুখদেশে যে একটী জ্যোতির্ম্ময় অথচ সু-স্নিগ্ধ আলোক দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল,—যাহার প্রতি 'লক্ষ্য স্থির' রাখিয়া আমি এতদূর আসিতে সমর্থ হইয়াছিলাম,—এখন দেখিলাম, উহা প্রকৃত কোনপ্রকার আলোক নহে; সেই মহাপুরুষেরই অপার্থিব শরীরের প্রভা। প্রশান্ত-প্রাণ পাঠক পাঠিকে আপনারা বলিতে পারেন, এই আনন্দ-দায়ক-একাগ্রতা-উদ্দীপন-কারিণী অঙ্গনা, এবং আভ্যন্তরীণ-অন্ধকার বিনাশক দীপ্তিমান্ এই মহাপুরুষ কে?"

যাহা হউক, ঐ আবাসের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র সেই সানত-বদনা অঙ্গনা আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে অথচ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি মদ খাইবার

নিমিত্ত এইখানে আসিয়াছ?"—আমার সম্মতি-সূচক বিনীত অথচ ব্যগ্রতাপূর্ণ উত্তর শ্রবণমাত্র তৎপার্শ্ববর্ত্তী সেই পুরুষপ্রবর হর্ষ-গদগদ-স্বরে অথচ মৃদু-গম্ভীর-ভাবে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আমরা প্রার্থনা করি, তোমার এই শুভ কামনা পূর্ণ হউক। এইমাত্র বলিয়া সেই অঙ্গনার প্রতি ইঙ্গিত করায় তিনি একাকিনীই আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই আগার-তোরণে প্রবেশ করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াই সম্মুখ-ভাগে অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রথায় সু-সজ্জিত চিত্তস্ফূর্ত্তিকর সেই নিরন্তর-প্রার্থনীয় মদ্যের দোকান দেখিতে পাইলাম। আহা! সেই দোকান-সজ্জার কিবা শৃঙ্খলা! সেই মদ্যেরই বা কি মনোহারিণী মূর্ত্তি! এবং সেই দোকান দারেরই বা কি সদানন্দ-পূর্ণ প্রশান্ত বদন-কান্তি! বলিতে প্রাণে এখনও আনন্দ হয়, শরীর এখনও পুলকিত হয়, স্বপ্ন-যোগে সেই 'মণিপুর'-নামক রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া, এবং সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া যেন আমার প্রকৃতই স্বর্গ-বাসের সুখ অনুভূত হইয়াছিল। ফলতঃ সেখানে যে ব্যাপার দেখিয়াছিলাম, দ্রষ্টা ব্যতীত—'অনাহত ধ্বনির' উদ্ভব-স্থান-দর্শী চক্ষুষ্মান্ দ্রষ্টা ব্যতীত,—লিখিয়া অন্য ব্যক্তিকে বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা বোধ হয় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাহা হউক, আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই পরমানন্দ-দায়ক-মদ্য-বিক্রেতা মহোদয় আমার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক মধুর-গম্ভীর-বচনে বলিলেন,—"ভাই! তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ; বিশ্রাম কর। এরূপ পরিশ্রান্তাবস্থায় মদ খাইলে নেশার কোন বিঘ্ন না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রসাস্বাদে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি কিয়ৎক্ষণ এই স্থানেই বসিয়া

বিশ্রাম কর। শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইলেই আমি তোমাকে মদ খাওয়াইয়া দিব।" এই কথা বলিয়াই তিনি আমার হস্তধারণপূর্ব্বক সেই রমণীয় আগারেরই একদেশে স্থিরভাবে উপবেশনের আদেশ করিলেন। তাঁহার সেই অতুলনীয় সু-কোমল করস্পর্শে আমার শরীর ও মনের মধ্যে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হইল। আমি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গঠিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট রহিলাম। প্রশান্তচিন্তাশীল পাঠক পাঠিকে। আপনারা বলিতে পারেন, এই মদ্য-প্রদাতা মহাপুরুষ কে?

চতুর্থ উল্লাস।

মদ মিলিযাছে।

প্রবল ঝটিকার অবসান হইলে বসুন্ধরা যেমন প্রশান্ত-ভাব ধারণ করে,—প্রাণিগণ বিরাম-বিধায়িনী নিদ্রার আশ্রয় লাভ করিলে যামিনী যেমন প্রশান্ত-ভাব ধারণ করে,—হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম-ভাব উদিত হইলে ভক্তের প্রাণ যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করে,—সেই মদ্য-প্রদাতা মহাপুরুষের শান্তিময় বিপণিতে কিয়ৎক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিয়া যেন আমার পরিশ্রান্ত শরীর ও বিচলিত হৃদয় সেইরূপ প্রশান্ততা প্রাপ্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে মদ অনুসন্ধান করিতে করিতে একজন মাতালের সঙ্গে আমি আর একটী মদের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকা বিস্মৃত হন নাই। সেখানকার মাতালদিগকে মদ্যপান করিবার পর চঞ্চল হইয়া যে প্রকার কোলাহল ও বিবাদ বিসংবাদ করিতে দেখিয়াছিলাম, এখানে সেরূপ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যাঁহারা এ মদ একবার খাইয়াছেন, দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই স্তিমিত-ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া কি যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব 'আনন্দ' উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই বদন প্রফুল্ল, নয়ন অর্দ্ধ-নিমীলিত, মস্তক ঈষদবনত, এবং মূর্ত্তি প্রশান্ত; শুনিলাম তাঁহারাই নাকি পরিপূর্ণ-ভাবে মাতাল হইয়াছেন।

এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গীন সমস্ত শ্রান্তিই সমূলে অপসৃত হইল। কেবল "কখন সেই মদ খাইতে পাইব" এইমাত্র চিন্তাই চিত্তকে পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল।

এইরূপ অবস্থা দর্শনে আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন, সেই সদয় দোকানদার নিজের উচ্চাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীর-পাদ-বিক্ষেপে আমার সমীপে আগমন করিলেন, এবং উভয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমাকে উঠাইয়া প্রীতিভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—"আইস ভাই। এইবার তোমার মদ খাইবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে।" এইমাত্র বলিয়া করধারণপূর্ব্বক আমাকে লইয়া স্বকীয় (মদ্য-প্রদান-কালে ব্যবহৃত) উচ্চ আসনোপরিভাগে বসাইলেন। উভয়েই উপবিষ্ট হইবার পর, তিনি আমার দিকে সস্নেহদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সহাস্যবদনে বলিলেন,—ভাই। এ দেশের এই অমূল্য মদের মহিমা বা মহাশক্তির কথা

ত তুমি ইতিপূর্ব্বেই * শুনিয়াছ, কিন্তু ইহা খাইবার নিয়ম
হয় কিছুই জানিতে পার নাই। এই মদ মাতা পিতা, ভ্রা
ভগিনী, পুত্র কলত্র, আত্মীয় স্বজন, সকলে একসঙ্গে বসি
নিঃসঙ্কোচে সেবন করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু এইখানে
পরস্পর কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই, সুতর
প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ পান-পাত্রের + প্রয়োজন ;—তোম
নিকট এইরূপ পান-পাত্র আছে ত ?"

পাঠক পাঠিকে। আমার সঙ্গে মদ খাইবার উপযুক্ত পা
আছে কিনা প্রয়োজনাভাব-বশতঃ তাহা আপনাদিগকে জান
হয় নাই। এখন জানিয়া লউন, বরাবরই আমার সঙ্গে উক্ত
প্রকার একটী পাত্র আছে। পাত্রটী সঙ্গে আছে এই মা
কিন্তু উহা যে কোন্ কার্য্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা আমি
কাল জানিতামই না। কোন অভীষ্ট-সাধনার্থ উক্ত প্রকার আ
বের আবশ্যক বোধ হইলে উহাকে অন্যান্য পাত্রাপেক্ষা নিত
ক্ষুদ্র অথচ গুরু-ভার বিবেচিত হওয়ায়, প্রায় কখনই উ
দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হয় নাই, অথচ ঐরূপ অ
স্থায় চিরকালই উহা আমার সঙ্গে আছে। অকিঞ্চিৎকর দ্র
নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে অনেক সময় ত্যাজ্য মনে হইলেও উহা ভ্র
কালে পরিত্যাগ করা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

---

* ২০শ পৃষ্ঠাঙ্কের ত্রয়োদশ পংক্তি হইতে ২১শ পৃষ্ঠাঙ্কের চতুর্থ পংক্তি
পর্য্যন্ত প্রহরি-দ্বয়-কর্ত্তৃক মদ্যপানার্থীদিগকে আহ্বান-সূচক কথায় ঐ বিত
যথাসম্ভব প্রকাশিত হইয়াছে।

+ এই পানপাত্রের নাম উপসংহারে (পরিচয়-কাণ্ডে) প্রকাশিত হইবে।

যাহা হউক, এখন মদ্য-প্রদাতা মহাশয় মদ্য-পানোপযোগী পাত্র আমার সঙ্গে আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, আমি অযথা-ব্যবহার-জন্য মলিন সেই আধারটী খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রদর্শন-কালে আজ এই পাত্রটীকে এমন সুন্দর ও এত লঘু বোধ হইল যে, তাহাতে আমার আহ্লাদ-বিমিশ্রিত বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। অধিকন্তু ইতিপূর্ব্বে উক্ত আধারটীকে অগ্রাহ্য বোধ হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি যাঁহার প্রসাদে সংযত হইয়াছিল, সেই দয়াময় ভগবান্‌কে নিমীলিত-নয়নে ও আন্তরিক-ভাবে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

আমি উল্লিখিত কারণে যে সময় নিমীলিত-নয়নে উপবিষ্ট আছি, সেই সময় ঐ মদ্য-প্রদাতা মহাজন সস্নেহ-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন,—"ভাই! আর তোমার এরূপ নিমীলিত-নয়নে থাকিবার প্রয়োজন নাই, নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক তোমার এই সু-নির্ম্মল * আধার-স্থিত সদানন্দ-দায়িনী বারুণী-মূর্ত্তি অবলোকন কর, তাহা হইলে নিমীলিত-নয়নে যাঁহাকে ধ্যান করিতেছিলে, উন্মীলিত চক্ষুতে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।"

মদ্য-প্রদাতা মহাপুরুষের আদেশ-ক্রমে আমি নয়নোন্মীলন করিলে পর, তিনি আমাকে পুনর্ব্বার প্রীতি-ভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং সেই অনির্ব্বচনীয়-সুন্দর-মদ্য-পূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন-দৃষ্টি-পাতপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে বলিলেন,—

---

* এই পাত্রটী পূর্ব্বে যথোচিত ব্যবহৃত না হওয়ায় কলঙ্কিত ছিল, নয়নোন্মীলন করিবামাত্র (মদ্য-প্রদাতা মহাজনের স্পর্শেই) উহাকে স্বচ্ছ, সু-নির্ম্মল পরিলক্ষিত হইল।

"ভাই! যে সকল উপাদান হইতে এই মদ প্রস্তুত হইয়াছে,—যিনি এই মদ প্রস্তুত করিয়াছেন,—এবং যে শক্তি-প্রভাবে তুমি এই মদ খাইতে আসিযাছ,—সর্ব্বান্তঃকরণে প্রথমে তাঁহাদিগকে প্রণাম কর; এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা কর, যেন এই মদ খাইলে তোমার আর কখনই নেশা না ছুটিয়া যায়।"

দোকানদার মহাজনের আদেশানুযায়ি কার্য্য সাধনানন্তর আমি বিনীতভাবে ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলাম,—"মহাশয়। এই মদের কত মূল্য দিতে হইবে?" গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—"অনিত্য অর্থের বিনিময়ে এই নিত্য-মদ পাওয়া যায় না, এবং অধিকার না জন্মিলে কেহই ইহা সেবন করিতেও পারে না। কারণ, এ মদ যে আধার-দ্বারা সেবন করিলে 'আনন্দ' অনুভূত হয়, সে আধার হয় ত সকলেব সু-নির্ম্মল নহে। যে ব্যক্তি তোমাব ন্যায় অভিমান-পরিশূন্য মনে ও প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়া, তোমাব ন্যায় পান-পাত্র সঙ্গে লইয়া, অবিনশ্বব আনন্দের প্রার্থী হয়, সে-ই মাত্র এ মদ খাইতে পায়।" তখন আমি ব্যগ্রতা সহকারে এবং (কি কারণে জানি না) সম্ভ্রান্ত-সম্ভাষণে কহিলাম,—"দেব। তবে আমাকে এখনই মদ দি'ন, আমি খাইব, আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছি না।" আমার আগ্রহ দেখিয়া দোকানদার মহোদয় কহিলেন,—"ভাই! আর একবার নয়ন-নিমীলনপূর্ব্বক অন্তরে দেখ দেখি, এই বারুণী দেবীকে উন্মীলিত-নেত্রে যেরূপ দেখিতেছ, নিমীলিত-নয়নেও সেইরূপ দেখিতে পাও কি না?"

দোকানদার মহোদয়ের অনুমতিক্রমে নয়ন-নিমীলন ও প্রশান্ত-ভাবে উপবেশন করিলে পর, তিনি আমাকে সেই মদ খাওয়াইয়া দিলেন। সেবন-মাত্র কি একপ্রকার আনন্দ-দায়িনী শক্তি-প্রভাবে আমার শরীর ও প্রাণ অননুভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হইল। তৎক্ষণাৎ আমি যেন 'অভিনব জীবন' প্রাপ্ত হইলাম। সে অবস্থা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাই নাই। আহা! সেই মদের যে কি সু-মধুর আস্বাদ, জগতের কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট স্বাদের সঙ্গেই তাহার তুলনা হইতে পারে না। শুনা ছিল 'অমৃত' নাকি বড়ই মধুর পদার্থ, এবং ত্রিদিব-নিবাসী দেবগণই সেই অমৃত সেবন করিয়া থাকেন, কিন্তু এই মদের অপেক্ষা সেই অমৃত-বস্তু মধুর কি না তাহাও ঠিক বুঝা গেল না।

যাহা হউক, মদ খাইবার পরক্ষণেই আমার নবীভূত-প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—চক্ষুঃ চাঞ্চল্য-রহিত হইয়া আসিল,—উদ্ধত-ব্যাকুলতা, বিপুল উত্তেজনা প্রভৃতি সমস্তই যেন কাহারও ভয়ে সু-দূরে পলায়ন করিল,—কেবল প্রাণি-সমাজের চির-সহ-চারিণী আকাঙ্ক্ষা 'একমাত্র বস্তু' প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং নাসা কর্ণাদি প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয়গণ যেন কি এক শুভক্ষণ সমুপস্থিত বুঝিয়া সকলেই সম্মিলিত-ভাবে তাহাদের পরমারাধ্যা দেবী আকাঙ্ক্ষার আদেশ প্রতিপালন-জন্য পরিচ্ছন্ন-বেশে (পবিত্র-ভাবে) প্রস্তুত হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে, ভাবিতে ভাবিতে, অনেক দিনের নেশার নেশা জমিয়া আসিল। ভাজনা-খোলার প্রতপ্ত বালুকায় ধান্যক্ষেপ করিলে তাহার শস্য যেমন খৈ-রূপে ফাটিয়া স্থির হয়—আর কোন প্রকারেই তাহাকে সেই তুষের মধ্যে প্রবেশ করান যায় না, আমিও মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পরমানন্দে আপনার

মনে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, ঐ মদের দোকান হইতে সেইরূপে বাহির হইয়া যথেচ্ছপথে চলিতে লাগিলাম, সংসার আবরণ-মধ্যে চিত্ত আর কিছুতেই প্রবেশ করিতে চাহিল না। নেশার ঝোঁকে যে দিকে চাহিলাম, যাহা ভাবিলাম, সমস্ত পূর্ণানন্দময় প্রতীয়মান হইল। কিন্তু অতীব আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভাষা ও উপমা-যোগ্য বিষয়ের অভাবে সেই পূর্ণানন্দ প্রকাশ-পূর্ব্বক পাঠক-পাঠিকাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলাম না।

পঞ্চম উল্লাস।

এ কিরূপ পরীক্ষা?

প্রাতঃসময়ে বুভুক্ষিত শিশু জননীর নিকট হইতে অভীষ্ট খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ করিয়া যেমন আনন্দোৎফুল্ল হয়,—মধ্যাহ্ন সময়ে পিপাসিত পথিক আশ্রয়-দাতার নিকট হইতে সুশীতল সলিল প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দোৎফুল্ল হয়,—কিংবা নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-সময়ে অনশন-প্রপীড়িত ব্যক্তি বদান্য-জনের নিকট হইতে প্রভূত সু-ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দোৎফুল্ল হয়,—মদ্য-প্রদাতা মহাজনের নিকট হইতে আমার বহুদিনের বাঞ্ছিত সেই নিত্যানন্দ-প্রদ মদ্য পান করিয়া আমিও যেন সেইরূপ আনন্দোৎফুল্ল হইলাম।

আমি মাতাল। মাতাল ব্যতীত এখন কে আর আমার সমকক্ষ হইতে পারে? আমি আপনার মনের আনন্দে স্বেচ্ছাচারী মত্ত নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, সেই মদের দোকান হইতে যখন অনেক দূরে গিয়া পড়িলাম, ঐ সময় পথিমধ্যে

সহসা আমার একজন সহচরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, স্ফূর্ত্তিমান প্রাণটা যেন কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, কিন্তু নেশার জোর থাকায়, সে ভাব দূরীভূত করিয়া সরলপ্রাণে তাঁহাকে মদ্য-পান-সম্বন্ধীয় সকল কথাই বলিয়া ফেলিলাম।

পাঠক পাঠিকে! আমার এই সহচরটী আপনাদের প্রায় সকলেরই সু-পরিচিত। ইহার নাম পরে প্রকাশিত হইলেই আপনারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন, এখন এইমাত্র জানিয়া রাখুন যে এই ব্যক্তি আমার প্রায় সমবয়স্ক, এবং সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিতে ভালবাসে। এমন কি, কোন বিশেষ কারণে অজ্ঞাতসারে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও সে বিশেষরূপ অনুসন্ধানপূর্ব্বক অত্যল্প-কাল-মধ্যেই আবার আমাকে ধরিয়া ফেলে, এবং সঙ্গ-ত্যাগ-জন্য তিরস্কারও করিয়া থাকে। অনেক সময় ইচ্ছা হইলেও, কোন্ কারণে জানি না, আমি তাহার প্রতি বিশেষ বিরাগও প্রদর্শন করিতে পারি না।

যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে (৭।৮ম পৃষ্ঠাঙ্কে) তপোবনে বাল্য-বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ-লাভ হইতে এই মদ্য-পানানন্তর পর্য্যন্ত এতাবৎকাল আমি উল্লিখিত সহচরের সঙ্গ-বিরহিত ছিলাম, কিন্তু চেষ্টা করিয়া এখন সে আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

সহচরের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহার নিকট সকল কথা প্রকাশিত হইবার পর, সে বক্র-দৃষ্টিতে ও উপেক্ষা-ব্যঞ্জক-স্বরে আমাকে কহিল,—"কি ভাই! তুমি মনে কর, আমাকে ছাড়িয়া যে কাজ কর, তাহাতেই আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু আমাকে ছাড়িলেই যে শঠের হাতে পড়িয়া ঠকিতে হয়, তাহা ত তুমি একবারও ভাব না। ভাল ভাই, এই যে মদ খাইয়া তুমি অবিচ্ছিন্ন আনন্দ

প্রাপ্ত হইয়াছ বলিলে,—নয়ন দেখিয়া আনন্দিতও বোধ হই-তেছে বটে,—সে মদও নাকি আবার পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না,—তবে আমাদের জন্য তাহা আনিলে না কেন? যদি লইয়া আসিতে,—যদি খাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিতাম,—তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে বলা যাইত যে, তুমি প্রতারিত হইয়াছ কি না। ভাই হে! আমাকে তুমি মানো আর নাই মানো, কিন্তু আমি যে তোমার কেমন সুহৃৎ, তাহা মনে মনেই বুঝিয়া দেখ।"

ঐ সহচরের সাক্ষাৎ পাইবার পর হইতেই আমার কিঞ্চিৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার ঐরূপ শ্লেষ-সূচক তিরস্কার সঙ্গত বোধ হওয়ায়, চিত্তে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ জন্মিল। ভাবিলাম,—"সর্ব্বনাশ! কি কু-কর্ম্মই করিলাম! আমি একাকীই মদ খাইয়া প্রাণের স্ফূর্ত্তি করিয়া আসিলাম, আর আমার সহচর ও স্বজনবর্গের জন্য মদ লইয়া আসিলাম না।"

এই দুশ্চিন্তায় মনের গতি প্রতিহত হওয়ায়, চরণও আর অগ্রবর্ত্তী হইতে চাহিল না। তখন সহচরকে কহিলাম,—"চল ভাই, আমি এখনই সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই সেই নিত্যানন্দ-প্রদ মদ খাওয়াইব, এবং অন্যান্য স্বজন সকলের জন্যও তাহা লইয়া আসিব, দেখি, তুমি বিশ্বাস কর কি না।"

গর্ব্ব-গম্ভীর-ভাষায় এইরূপ বলিয়া সহচর-সমভিব্যাহারেই সেই মদের দোকানের দিকে ফিরিলাম, বহুদূর পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আর সে দোকান দেখিতে পাইলাম না। তন্ন তন্ন করিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলাম, অনেককে উহার তত্ত্বও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কোনক্রমেই সফলকাম হইলাম না।

তখন অন্তঃকরণে লজ্জা-জনিত দারুণ বেদনা উপস্থিত হইল।

একে আমি মদ্য-পানে উন্মত্ত, তাহাতে আবার এইরূপ বেদনায় আরও চঞ্চল হইয়া সজল-নয়নে ব্যথিত-ভাবে যথাশক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—"হে নগর-বাসী করুণহৃদয় মহোদয়গণ! যদি আপনারা কেহ আমার চতুঃপার্শ্বে থাকেন, এবং আমার এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিতে থাকেন, তবে সেই নিত্যানন্দ-প্রদ অমূল্য মদের দোকান কোথায়, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দি'ন! আমি আর একটীবারমাত্র সেখানে যাইব,—আমার এই অবিশ্বাসী সহচরকে সেই মদের নেশায় বিভোর করিবার জন্য, এবং আমার অন্যান্য বান্ধব ও স্বজনবর্গের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মদ সংগ্রহ করিবার জন্য, আমি আর একটীবারমাত্র সেখানে যাইব,—আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া, অথবা আমার এই সঙ্গীর প্রতিই কৃপা করিয়া, বলিয়া দি'ন, সে দোকান কোথায়।"

ব্যাকুলভাবে বারংবার এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে ক্লান্তিবশতই হউক, মদের মহা-শক্তি-প্রভাবেই হউক, অথবা কোন্ কারণে জানি না, হঠাৎ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ এবং শরীর কম্পিত ও ভূ-পতিত হইল। বাহ্য-দৃশ্যে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু প্রাণের চৈতন্য অন্তর্হিত হইল না। স্বপ্নের এই অবস্থায় অকস্মাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট তপোবনে বালাবন্ধুগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ সুস্নিগ্ধ লোহিতবর্ণ জ্যোতিঃ লক্ষিত হইয়াছিল; শূন্য-প্রদেশ সেইরূপ আলোকময় লক্ষ্য করিলাম; এবং সেই আলোকমধ্যবর্ত্তী কোন স্থান হইতে পূর্ব্ব-পরিচিত শিশু-সমুচিত, সু-মধুর স্বর-সূত্রে এই কয়েকটী কথা শ্রবণ-গোচর হইল,—

"ভাই! তুমি ব্যাকুলতা পরিহার কর। যাহার

মদ খাইবার একান্ত আকিঞ্চন হইবে, সে নিজেই ঐ মদের দোকানের সন্ধান পাইবে। সেখানে দুই ব্যক্তি প্রহরী থাকিযা অবিরাম উচ্চৈঃস্বরে মদ্য-পানার্থি-বর্গকে আহ্বান করিতেছেন, তুমি ত স্ব-কর্ণেই তাহা শুনিয়াছ! নিজে মদ খাইবার একান্ত ইচ্ছার সাহায্যে প্লানপাত্রসহ এই মণিপুরে আসিতে পারিলে, সকলেই ঐ আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পায়। অন্যের জন্য চেষ্টা করিলে তুমি কখনই সে দোকা-নের সন্ধান পাইবে না; কেবল পণ্ডশ্রম ও ব্যাকুল-তাই সার হইবে; আনন্দেরও বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। বাল্যবন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত তুমি মদ খাইয়াছ, এখন অন্য সকল প্রকার চিন্তা পরি-হার-পূর্ব্বক কেবল তাঁহাদেরই অনুসরণে প্রবৃত্ত হও, শীঘ্রই সাক্ষাৎ পাইবে। তাঁহারাও তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইযাছেন।”

এইপর্য্যন্ত প্রকাশের পর ঐ বাণী নীরব হইল। “বাল্যবন্ধুগণ আমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন” আকাশবাণীর এই শেষ অংশ শুনিয়া আমি আনন্দ-বিস্ময় গদগদ-বচনে বলিলাম,— “আপনি কে—প্রভো। আমাকে আপনার এ কিরূপ পরীক্ষা— দয়াময়! হে পরমোপদেশক। আপনি কোথায়, আমি যে আপনার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, একবার দয়া করিয়া আমায় দর্শন

দি'ন। আহা! আমার সেই চির-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধবগণ এখন কোথায়? আমি আর কি তাঁহাদের দেখিতে পাইব? তাঁহারা এখন যেখানে আছেন, আপনি তাহা নিশ্চয়ই জানেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার এই অধমকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করুন, আপনার দর্শনজনিত পুণ্য-বলে আমি বন্ধু-দর্শনের অধিকারী হই। আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, আমি এখন হইতে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। স্বীকার করিতেছি, আর কখনই আপনার——"

আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, বিগলিত-শুদ্ধ-হিরণ্ময়-কান্তি, সু-নির্ম্মল শ্বেত বাস-পরিধৃত, সদানন্দ-ঢল-ঢল সু-বিশাল নয়ন, প্রীতি-প্রফুল্ল-নিরুপম-সুন্দর-বদন-মণ্ডল অনুমান ষোড়শবর্ষবয়স্ক এক যুবাপুরুষ শূন্যস্থ সেই আলোকময় প্রদেশ হইতে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার আবির্ভাব-মাত্র আমার সেই মদ্য-প্রার্থী অবিশ্বাসী সহচর যেন ভীতি-বিহ্বল-ভাবে তথা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও তাহার পলায়ন আমার নিরতিশয় হর্ষজনক হইল।

সে যাহা হউক, তদনন্তর সেই শূন্য-প্রদেশস্থ দেবপুরুষ স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ ও করুণা বিমিশ্রিত বচনে বলিলেন,—"ভাই! আমাকে সম্ভ্রম-সূচক সম্ভাষণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার প্রভু নহি—চির-সুহৃৎ মাত্র। তুমি মদ খাইবা[র] বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছ, আমি তাহাদেরই একজন। তোমার অবিশ্বাসী সঙ্গীর উত্তেজনায়, তাহার জন্য পুনর্ব্বার মদ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, তোমার [মান]ব-জীবনের অমূল্য ও দুর্লভ শুভ-সময় নিরর্থক অপব্যয় করিতেছ

দেখিয়া, তোমার বাল্যবন্ধু-বর্গের প্রতিনিধি-স্বরূপ আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। আমি কে, তাহা তুমি এখন বলিলেও চিনিতে পারিবে না, তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, আমরা তোমার নিরন্তর-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; এমন কি, তোমার মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল ও আনন্দ। তোমার মঙ্গল-সাধনার্থ যে কেবল আমিই এখানে আসিয়াছি এমন নহে; তুমি মদ খাইয়া আমাদের সহিত মিলিত হও এই অভিপ্রায়ে, ইতিপূর্ব্বে কেহ গুপ্ত-ভাবে তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে যথার্থ-পথে আনয়ন, কেহ প্রহরি-রূপে থাকিয়া তোমাকে আহ্বান, আবার কেহ বা দোকানদার-রূপে তোমাকে মদ্য প্রদান, করিয়াছেন। গন্তব্য-স্থানে উপস্থিত হইলে তুমি অনা-য়াসে আমাদের সকলকেই চিনিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইবে। সে যাহা হউক এখন তুমি আইস পথে আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না।"

এই বলিয়া, আবির্ভূত পুরুষ সেই আলোকিত শূন্য-প্রদেশ-মধ্যে বিলীন হইয়া গেলেন, কিন্তু সেই আলোকের অস্তিত্ব তখনও বিলুপ্ত হইল না। প্রাণান্তে নিশ্চেষ্ট শরীর-দর্শন স্বজনের যেমন কেবল শোকেরই কারণ হয়, বাল্য-সখার অন্তর্দ্ধানে ঐ আলোকও আমার সেইরূপ শোকের কারণ হইল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ও কাতরকণ্ঠে গাহিলাম,—

গীত।

"একা সখা, যেও না হে
(আমায় ফেলে যেও না হে)
আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব।

(প্রাণের) আনন্দে সকলে মিলে
(আনন্দে মাতাল হ'য়ে)
সদাই প্রেমের গান গা'ব ॥
ভুলেছ কি ছেলে-খেলা, (সখা হে)
(একবার) মনে কর এই বেলা,
ফেলে গেলে ভাঙ্গবে মেলা,
তেমন খেলা (তোমাদের ছেড়ে
তেমন খেলা) আর কোথায় পা'ব ॥
সকলি ত জান ভাই,
আমার যে আর কেহই নাই,
তাই ত তোমার সঙ্গ চাই,
আর কা'র মুখ-পানে চা'ব
(আমায় নিয়ে চল চল ব'লে
আর কা'র মুখ-পানে চা'ব) ॥
(হ'লাম) আমি তোমার চরণের দাস,
পূরাও আমার এই অভিলাষ,
ফেলে গেলে (ওহে সখা) আর অবকাশ
(এ ছার বিষয় হ'তে আর অবকাশ)
বুঝি আমি নাহি পা'ব ॥"

এই কাতরতা-পূর্ণ সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে পর, আবার সেই

আলোক-মধ্য-প্রদেশ হইতে আকাশবাণী হইল,—"ভাই। আমি গিয়াছি, তুমি এরূপ মনে করিও না; কারণ, আমি না থাকিলে এই আলোকও এখানে দেখিতে পাইতে না। তবে তুমি ইতিপূর্ব্বে আমার যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলে, উহা কেবল তোমার সাকার-মূর্ত্তি-দর্শনের ঐকান্তিক-কামনা পরিপূরণার্থ, এবং তোমাকে তোমার সেই অবিশ্বাসী সহচর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্তই, অবলম্বিত হইয়াছিল। এখন আর উহার কোন আবশ্যক নাই, যদি প্রস্তুত থাক, যদি বাল্যবন্ধুগণের সহিত মিলন ব্যতীত এখন তোমার আর অন্য কোন কামনাই না থাকে, তবে আমার এই জ্যোতিঃ বা আলোকের অনুসরণ কর, যদি পথিমধ্যে কোন কামনা বাধা না দেয় তবে স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট-প্রদেশে আসিয়া আমাদের সকলকেই একত্র দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। এত ব্যাকুলতা কেন ভাই?"

এই অদ্ভুত আকাশবাণী শুনিয়া আমার আকুল প্রাণে আবার আনন্দের আবির্ভাব হওয়ায়, অবসাদ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। এইবার আমি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্য চিন্ত হইয়া বান্ধব-বর্গের সহিত সম্মিলন-সঙ্কল্পে সেই আলোকের অনুবর্ত্তী হইলাম।

আলোকরূপী অজ্ঞাতনামা বান্ধবের পথ-প্রদর্শন-সহায়তায়, এবং মদ্য-পান-জন্য আনন্দের পুনরাবির্ভাব-শক্তিতে, অত্যল্পকাল-মধ্যেই আমি সেই নিরন্তর-প্রার্থিত প্রিয়সুহৃদ্বর্গের সহিত অবাধে [illegible]লিত হইলাম। সাক্ষাৎ হইবার পর ক্রমশঃ সকলকেই পূর্ব্বপা[illegible] দর্শনে মনে মনে নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; কিন্তু অ[illegible] দিন পৃথক্ থাকায় সহসা সকলের সহিত অসঙ্কুচিত-ভাবে আ[illegible] করিতে সাহস হইল না। অনন্তর দেখিলাম, বন্ধুগণও সক[illegible] আমার ন্যায় মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছেন। মাতালের সঙ্গে মা[illegible]

লের যে কেমন প্রণয়, তাহা বোধ হয় মাতাল পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। সুতরাং বান্ধবগণ মাতাল দেখিয়া নেশার ঝোঁকে বা প্রেমানন্দে প্রমত্ত-ভাবে প্রত্যেকেই আমাকে এমন মধুর আলিঙ্গন করিলেন যে, তদ্দ্বারা আমি লজ্জা-সঙ্কোচাদি ভুলিয়া যেন তাঁহাদের সহিত একীভূত হইয়া গেলাম। এই অবস্থায় আমার আপনাকে এমন শক্তিসম্পন্ন বোধ হইল যে, অনেকক্ষণ প্রণিধানপূর্ব্বক ভাবিয়াও, আমি সেই আমি, অথবা অন্য কোন অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

সে যাহা হউক, পাঠকবর্গ অবগত আছেন, মদ খাইবার পর, আমার যেমন 'একটীমাত্র বস্তু' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়াছিল, এখানে আসিয়া দেখিলাম, আমার এই বান্ধবগণেরও সেই 'এক বস্তু' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আমার ন্যায় তেমনিই বলবতী। আমরা সকলেই যে বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছি, বান্ধবগণের কৃপায় বুঝিলাম, সে বস্তুতে সকলেরই সমান অধিকার। অতএব 'একটী বস্তু' বলিয়া আমাদের মধ্যে ঈর্ষাদি-জনিত কোনপ্রকার অশান্তি নাই। কেন না, আমরা ঐকান্তিক একাগ্রতাসহকারে চেষ্টা করিলে সকলেই সেই বস্তুকে আশানুরূপ প্রাপ্ত হইব, এবং তৎপ্রাপ্তি-দ্বারা সকলেরই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ নিবৃত্তি হইবে।

আহা! মদ না খাইয়া একদিন যে আকাঙ্ক্ষাকে দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ হইত, নেশার ঘোরে এবং বন্ধুগণের কৃপায় এখন তাহাকে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া [illegible] জন্মিল। এমন, এখন এমন বোধ হইতে লাগিল যে, [illegible] এই পরম-শুভ-দৃতি[illegible] পূর্ণ-শক্তি প্রদায়িনী আকাঙ্ক্ষা য[illegible] বলবমতী হয়,—[illegible]ই অক্ষয় 'অদ্বিতীয় বস্তু' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে যতই অধিক

পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়,—বিশ্ব-নিবাসী মানব-শরীর-ধারী জীবের পক্ষে ততই মঙ্গল-জনক—ততই আনন্দ-প্রদ।

সে যাহা হউক, যে সময় আমার ও বন্ধুগণেব এইরূপ মিলিত বা প্রায় একীভূত অবস্থা, যে সময় আমাদেব আকাঙ্ক্ষা, সেই এক-কাম্য বস্তুরই প্রতি ধাবিত, সেই শুভ সময়েও মধ্যে মধ্যে (প্রসঙ্গ বা চিন্তান্তব উপস্থিতি-জন্য-বিঘ্ন-বশতঃ) বান্ধবগণ হইতে আমার অবস্থার পার্থক্য বোধ হইতেছিল। আমাব তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া ইতিপূর্ব্বে যে সুন্দবী আমাকে মদ খাওয়াইবাব জন্য দোকা-নের দ্বারে দাঁড়াইয়া আহ্বান কবিয়াছিলেন, তাঁহাব অনুমতিক্রমে অন্যান্য বান্ধবগণ সকলেই বিনীতভাবে আমাকে কহিলেন,—"ভাই! আর আমরা নিমেষমাত্রের জন্যও তোমা হইতে পৃথক্-ভাবে থাকিব না, এখন হইতে আমবা তোমার সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হইলাম, এবং তুমিই আমাদেব একমাত্র প্রভু হইলে। যদি কখন তোমার কোন আদেশ প্রাপ্ত হই, তবে তাহা প্রতিপালন করাই এখন হইতে আমাদের কার্য্য হইল, নতুবা আমবা নিষ্ক্রিয়-ভাবেই তোমার অনুগত বহিলাম।"

বান্ধবগণেব এই কথা শেষ হইতে না হইতেই আমার এমন, একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দময় প্রশান্ত অবস্থা উপস্থিত হইল যদ্দারা আমি কিয়ৎকাল জড়বৎ অচলতা প্রাপ্ত হইলাম, কোন কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিলাম না। এই অবস্থায় বোধ হইল, যেন সহসা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড রমণীয় সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্মধ্যভাগে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর এক পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, কিন্তু অবিলম্বেই উহা তিরোহিত ও সেই স্থানে এক অতুলনীয়-মনোরম স্ত্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হইল।

আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ বিশ্ববিমোহিনীর রূপ-দর্শন-জনিত ভাব-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি,—প্রাণ যেন সেই মহা-ভাব-সাগর হইতে আর উত্থিত না হয় এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে,—এমন সময় ধীরে ধীরে ঐ প্রকৃতি-দেহের দক্ষিণাঙ্গ সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মহা-পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গে পরিণত হইল দেখিতে পাইলাম।

আহা! সেই অর্দ্ধার্দ্ধ-সম্মিলিত প্রকৃতি-পুরুষের বিশ্ব-ব্যাপ্ত-রূপ-প্রভা-সন্দর্শনে আমার শরীর পুলকিত ও মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতে লাগিল, এবং প্রাণ আনন্দ-বিহ্বল-ভাবে ঐ যুগল-শ্রীচরণারবিন্দে প্রণত হইল। জীবনের এই শুভক্ষণে প্রিয়সুহৃৎ রসনাও আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে না পারিয়া করযুগলকে সংযুক্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল; এবং স্বয়ং প্রাণারাম স্বরে গাহিল;—

গীত।

নমামি পরম-দেব পতিত-জন-তাবণ।
ভজামি জগত-ঈশ সৃজন-লয়-কারণ॥
ত্বং হি আদি-শক্তি-ধর,
ত্বং হি জীব, শিব, সুর, নব,
ত্বং হি প্রকৃতি, পুরুষবর,
ত্বং ভব-ভয-বারণ॥
তত্ত্ব তোমার বুঝিতে কে পারে,
বিনা কৃপা তব জ্ঞান-বুদ্ধি হারে,
পারে সে সকলি কর কৃপা যা'রে,
(তোমায়) করে সে হৃদয়ে ধারণ॥

জানি না প্রভু, মহিমা তোমার,
কর যদি কৃপা, পাই হে 'নিস্তার',
দেখো হে 'দয়াল' নামটী তোমার,
(আমা হ'তে) না যেন হয় অকারণ ॥

সঙ্গীত সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত-মূর্ত্তির যুগল-বাহু প্রসারিত, এবং সেই চির-প্রসন্ন বদন হইতে নিম্নলিখিত করুণাপূর্ণ বাণী বিনির্গত হইল;—

"বৎস! আর তোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি আমার ক্রোড়ে আসিয়া নিত্য-শান্তি লাভ কর। আমার যে প্রিয়সন্তান তোমার ন্যায় ঐকান্তিক যত্ন-সহকারে এই সু-দুর্লভ মদ্য-পান-দ্বারা মহা-ভাব-বিহ্বলাবস্থায়, নিজের প্রকৃত বান্ধবগণের সহিত অভিন্নভাবে সম্মিলিত হইয়া, আমার নাম গান করে, আমার ইচ্ছায় জগতে থাকিয়াও সে সদানন্দ-লাভের অধিকারী হয়; এবং জগদ্বাসীর নিকট আমারই অনুরূপ পূজ্য হইয়া থাকে। আর যদি সে প্রার্থনা বা কামনা করে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার এই মিলিত বাহুযুগল তাহাকে অনন্ত-কালের জন্য আমার এই অঙ্ক-শয্যায় গ্রহণপূর্ব্বক নিস্তার, বিরাম বা চির-শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। বৎস! তুমি যখন মদ্য

থাইযা আনন্দোৎফুল্ল সরল প্রাণে আমার নাম গান কবিতে সমর্থ হইয়াছ, তখন স-শরীবে থাকিলেও তোমার আর কোন ক্ষতি ছিল না; বরং তোমাদ্বারা মর্ত্ত্যধামেব মহোপকারই সংসাধিত হইত; কিন্তু হে প্রিয় পুত্র! তুমি যখন আমার নিকট 'নিস্তার' বা বিদেহত্ব-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছ, তখন আইস, তোমাব প্রার্থনা পূর্ণ করি।"

প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত-মূর্ত্তিব প্রসন্ন বদন হইতে এই নিত্য-শান্তি-লাভ-সূচক আশ্বাস-বচন শ্রবণ করিয়া, এবং তদীয় প্রসারিত সুন্দব বাহুযুগল প্রত্যক্ষ কবিয়া, আমি তাঁহাব অঙ্কগত হইবার নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইতেছি, এমন সময় কে যেন বারংবাব আমাব অঙ্গ-সঞ্চালনপূর্ব্বক আহ্বান কবিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি, নিকটে কেহই নাই, আমি বাসস্থানের সেই নিত্য-ভোগ্য শয্যনেই শয়ান রহিয়াছি,—শান্তিব স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্ন সমাপ্ত।

পরিণাম।

স্বপ্নভঙ্গে আবার সেই মালিন্য-বিমণ্ডিত সংসার-দৃশ্য দর্শন করিয়া আমার প্রাণে অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল। আবার তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া ঐ শান্তি-প্রদ স্বপ্নের অবশিষ্টাংশ দেখিতে পাইবার আশায় নিমীলিত-নয়নে, স্থিরভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলাম ; কিন্তু আন্তরিক অশান্তি অথবা দুরদৃষ্ট বশতঃ আর তন্দ্রাবেশ হইল না। নয়ন উন্মীলন ও শয়ন পরিত্যাগ মাত্র পরিজনবর্গের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল ; কিন্তু কাহারও সহিত কোনপ্রকার বাক্যালাপ করিবার তখন প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন বোধ হইল না। মুখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া কেহ কেহ আমাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া আমি নীরবই রহিলাম . কিন্তু অনায়ত্ত নয়নযুগল অবিরল অশ্রু-ধারা-বর্ষণ-দ্বাবা সেই নীরবতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, আমার আন্তরিক বিষণ্ণতা সর্ব্বসমক্ষে সু-স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিল। তথাপি ভাষা-দ্বারা তাঁহাদের নিকট মনোগত ভাব প্রকাশের ইচ্ছা না হওয়ায়, আমি আবাস হইতে বহির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তি-ভাগীরথী-তীরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

প্রাতঃকাল। এ সময় কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গাতীরের শোভা (মুক্তি-বিধায়িনী বারাণসী-তুল্যা না হইলেও) ভাবুক-জনেব মনোহারিণী। আমি বিবিধ চিন্তা-সমাকুলিত-চিত্তে ধীরে ধীরে কলিকাতা বাগ্‌বাজার অন্নপূর্ণাব ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পুত্র কন্যা সকলের প্রতিই যে মা অন্নপূর্ণার সমান স্নেহ, তাহা মর্ত্ত্য-বাসী-সন্তান-সমূহকে সু-স্পষ্টরূপে জানাইবার জন্যই যেন,

তাঁহার ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ সকলে একত্রই স্নান করিতেছেন দেখিতে পাইলাম। ঐরূপ অভিন্ন আচরণে করুণাময়ী মা জাহ্নবীরও কোন কালে ও প্রায় কোন স্থানেই আপত্তির কোন কথা শুনা যায় নাই—তাহাতে আবার মা অন্নপূর্ণার অভেদ করুণার অধিকার পাইয়া, গঙ্গাব এই ঘাটে, গণিকা কুলবালা, লম্পট ভদ্র, নাস্তিক আস্তিক, শূদ্র ব্রাহ্মণাদি সকলেই ঘেঁসাঘেঁসি মিশামিশি করিয়া সহর্ষচিত্তে স্নানাদি কবিতেছেন। তাঁহাদের স্নানের প্রথা বা স্নান-ক্রিয়া দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা কোথায় স্নান করিতেছেন, কি অভিপ্রায়ে স্নান কবিতেছেন, তদ্বিষয়ের নিগূঢ় চিন্তা তাঁহাদের মধ্যে বুঝি কাহাবও অন্তবে নাই। তাঁহারা যে চিন্তা লইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন,—যে চিন্তা-প্রভাবে মৃত্তিকা ভ্রক্ষণ, অবগাহন, স্তোত্র-পঠন, ইষ্টমন্ত্রোচ্চারণ অথবা সন্ধ্যাবন্দনাদি-কালে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—তাহা সরলপ্রাণ সাধুজনের, অথবা মহাজন-প্রকাশিত শাস্ত্র-বচনেব, অনুমোদিত কি না, তাহা না জানিলেও, এরূপ গঙ্গা-স্নানকে আমাব পাপ-জনক বলিয়া বোধ হইল।

সদাচারপবায়ণ স্ব-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এ রহস্য বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু আমার কলুষিত চিত্ত এ জাতীয় চিন্তার পোষক বলিয়া আমি উহা বুঝিলাম, এবং নিত্যগঙ্গাস্নায়ী যে সকল ব্যক্তি এইরূপ দূষিত চিন্তা-সম্বন্ধে আমার সহযোগী আছেন, তাঁহারাও অনায়াসে ইহার সত্যাসত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

সে যাহা হউক, অন্য কোন দিন হইলে গঙ্গা-তীরের এরূপ দৃশ্য-দর্শন আমাব পক্ষে হয় ত অসুখ-জনক হইত না, কিন্তু বিগত যামিনীর স্বপ্ন-দর্শন-ফলে আজ উহা আমার পক্ষে অত্যন্ত অশান্তি-দায়ক ও পাপ-জনক দৃশ্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। আমি

ঐ কোলাহল-পূর্ণ অশান্তি-জনক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরের কোন নিভৃত প্রদেশোদ্দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময় সহসা—"মা, পতিতপাবনি ভাগীরথি!"—এই কাতর-প্রাণ-শান্তি-কর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ এবং অদূরে এক প্রশান্ত মানব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার গমনের শক্তি প্রতিহত হইল। ভক্তি-ভাব-সমুচ্ছ্-সিত-স্বরে অন্তরের মর্ম্ম স্থান হইতে উচ্চারিত কলুষনাশিনী সুরধুনীর পবিত্র-নাম-শ্রবণ-ফলেই হউক, কিংবা সেই গঙ্গাস্নানার্থ সমাগত 'শান্ত'-মূর্ত্তি-দর্শন-ফলেই হউক, অথবা কি নিমিত্ত জানি না, আমি ক্ষণকাল নিস্পন্দ-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

ঐরূপ অবস্থা অপগত হইলে পর, পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন ব্যক্তিকে আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিলেন,—"ও একটা পাগল, ঐ রকম ক'রে গঙ্গার ধারে, পথে, ঘাটে, বেড়ায়। কখনও বা আপনার মনে কত কি বকে, হাসে, কাঁদে, গান গায়,—মাথার ঠিক নাই। বড় মিষ্ট গান করতে পারে, কিন্তু কেহ গাইতে বল্লে ইচ্ছা না হয় ত গায় না। আপ-নার মনের খেয়ালে গান আরম্ভ করে, খানিক গাইতে গাইতে গলা ছেড়ে হয় ত এমনই হাসি কি কান্না আরম্ভ করে যে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেও বিরক্তি বোধ হয়। শুনেছি ছোঁড়াটা নাকি পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে,—দেখ না, ঠিক যেন হাড়ী মেথরের হাল হয়েছে। ভাল রকম লেখাপড়াও নাকি শিখেছিল, কিন্তু ভগবানের কি বিড়ম্বনা! মাথাটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সমস্ত ঘি ভস্মেই প'ড়েছে।"

গঙ্গাতীরস্থ ব্যক্তিবর্গের ঐরূপ উত্তর শুনিয়া আমার ঐ অসা-ধারণ পুরুষের পরিচয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, বরং কৌতূ-

হল অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। অথচ সহসা সেই লক্ষ্য ব্যক্তিকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না হওয়ায়, প্রচ্ছন্নভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম।

পাঠক-পাঠিকাগণমধ্যে কাহারও যদি এই 'পাগলের' মূর্ত্তি ও ইহাঁর কার্য্য সম্বন্ধে কিছু জানিবার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে তন্নিবৃত্তির জন্য ইহাঁকে দর্শন হইতে এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখা গিয়াছে, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।

এই ব্যক্তির বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর। বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম ; পরিচ্ছদ একখানি ছিন্ন মলিন কার্পাস বসন ; উহারই অর্দ্ধাংশ পরিহিত এবং অপরার্দ্ধাংশ উত্তরীয়-রূপে যজ্ঞোপবীত-যুক্ত স্কন্ধদেশে বিশৃঙ্খল-ভাবে লম্বিত। পাদযুগল পাদুকা-বিহীন, কিন্তু সুন্দর। ঈষদবনত মস্তক এবং হাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল, দীর্ঘ, রূক্ষ ও অসংস্কৃত, অথচ সু-শ্রী কেশ-শ্মশ্রু-সমন্বিত। শ্রুতি-যুগল-স্পর্শী লোচনদ্বয়ের দৃষ্টি প্রশান্ত ও ভূ-তল-সংলগ্ন। করি-কর-সদৃশ সুদৃশ্য ভুজ-যুগল স্কন্ধ-স্থিত উত্তরীয়-বাস-সহ অঞ্জলিবদ্ধ। ধীর-বিনিক্ষিপ্ত চরণযুগল ভাগী-রথী-তীরের নির্জ্জন-প্রদেশোদ্দেশে গমনশীল, এবং রসনা—"মা, পতিতপাবনি ভাগীরথি।"—এইমাত্র বাক্যোচ্চারণে নিরত।

প্রথমতঃ এই অদ্ভুত 'পাগলের' মুখে ভক্তি-পরিপূরিত স্বরে মা ভাগীরথীর নামোচ্চারণ শুনিয়াই আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার প্রশান্ত-মূর্ত্তি, এবং বিষয়-বিরাগ-বিমি-শ্রিত-ভক্তি-ভাব দর্শনে আমার পাপ-সন্তাপ-সঙ্কুচিত প্রাণ তাঁহার পুণ্যানন্দ-বিকশিত প্রাণের নিকট প্রণতি স্বীকার করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া যুক্তকরে ও অবনতমস্তকে স্থূল-প্রণতি (কায়িক প্রণাম) প্রদর্শন না করিলেও,

(ভগবৎপ্রদত্ত অন্তর্যামিত্ব-শক্তি-প্রভাবেই যেন) তিনি আমাকে মনে মনে প্রণত বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ আমার দিকে (নিজ-পশ্চাদ্দিকে) প্রসন্ন-দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অবনতশীর্ষ হইয়া প্রণতি-প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়াই আবার পূর্ব্ববৎ আপনার অভীষ্ট-পথে মন্থর-গমনেই চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে গঙ্গাতীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পর, পাগল বাগ্‌বাজারের অন্নপূর্ণার ঘাট এবং চিৎপুর কাটাখালের (সার্কুলার-ক্যান্যালের) পোলের মধ্যবর্ত্তী একটী নির্জ্জন প্রদেশে * উপস্থিত হইয়া জলের তিন চারি হস্ত দূরবর্ত্তী স্থানে জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রশান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, সাধারণ-প্রথানুসারে তিনিও প্রথমে গঙ্গাজলস্পর্শনানন্তর স্নানাহ্নিক করিয়া যখন প্রস্থানের উপক্রম করিবেন, সেই সময় আমিও তাঁহার অনুগামী হইব। কিন্তু তাঁহাকে অনেকক্ষণ একস্থানে কৃতাঞ্জলি পুটে ও নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলের উত্তে-জনায় সভয়-ধীর-পাদ-বিক্ষেপে তদীয় পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়া দেখি-লাম, তাঁহার লোচনযুগল মা জাহ্নবীর প্রতি স্থিরসম্বদ্ধ থাকিয়া অবি-রল অশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতেছে। বাহ্যজ্ঞান না থাকায়, আমি যে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার নিকটে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ তিনি আমাকে দেখিতেছেন না, এই ঘটনায় আমার বড়ই আহ্লাদ জন্মিল। আহ্লাদ-ভরে আমি তাঁহার অনতি-

---

* এই স্থানে সাধারণের স্নানাদির জন্য বাঁধান ঘাট না থাকায় কলি-কাতার গঙ্গাতীর হইলেও জনতা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

দুরবর্ত্তী প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া কেবল তাঁহার মুখের দিকে সতৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সেই ভাব-সুধা পান করিতে লাগিলাম।

আমার উপবেশনের অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, সেই অদ্ভুত পাগলের লোচনদ্বয় ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসিল, এবং শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অবস্থার পরই তিনি অশ্রু-বিগলিত-লোচনে ও বাষ্প-গদ্গদ-বচনে বলিলেন,—"মা পতিত-জন-নিস্তারিণি ভাগীরথি! আমি যে পতিত, তা তুমি জানই। গঙ্গে! তোমার নির্ম্মল সুশীতল অঙ্গ স্পর্শ করলে পাপীর প্রতপ্ত প্রাণ শীতল হয় শুনেছি, কিন্তু তোমার এই পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করতেও যে আমার আতঙ্ক হয়,—অধিকার নাই মনে হয়,—তা'ও ত মা তুমি জান! আমি নিত্যই আসি, আসিবার সময় মনে করি, 'আজ আর কোন দিকে না তাকিয়ে,—কোন বিষয় না ভেবে,—গিয়ে একেবারেই মার শান্তিময় অঙ্গ স্পর্শ ক'রব, এবং মা যদি বাস্তবিক আমার মত মহাপাতকী অধমের নিস্তারিণী হন, তবে তাঁ'র স্পর্শে নিশ্চয়ই আমার তাপের লাঘব হ'বে, তখন স্নান বা অবগাহনের আর প্রয়োজন হ'বে কি না, সে সব তা'র পরের ভাবনা।' কিন্তু মা! তোমার কাছে এলেই কত কি মনে হ'য়ে আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ জড়সড় হয়ে আ'সে। তোমার এই যে ধীর-গম্ভীর ভাব, চওড়া আঁকা বাঁকা ঢেউগুলি দেখে কত লোকে তুষ্ট হ'য়ে কত কথাই ব'লে স্তব করেন, আমার কিন্তু মা, তোমাকে দেখ্‌লেই ভয়ে যেন প্রাণপর্য্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে, পূর্ব্বের সে সাধ আর মিটে না।

"তা'ই বলি মা অভয়ে! আর কত দিনে তুমি আমাকে অভয় দান করবে?' আর কত দিনে এ দীন তোমার বিগলিত করুণার ধারা, এই পবিত্র সলিল, স্পর্শনের অধিকারী হ'বে?—একবার বল

মা, বাবি-রূপিণি। আব কত দিনে তুমি আমার পাপের ময়লা ধুয়ে আমায় কোলে তুলে নেবে? আমি,—মহাপাতকী আমি,— 'গঙ্গায় স্নান ক'চ্ছি ব'লে, লোকের যা' ইচ্ছা হয় বলুক, কিন্তু তুমি বল মা, আমি কবে তোমার কোলে শুয়ে, শিশুর মত মনের উল্লাসে হেসে হেসে হাত পা নেড়ে খেলা ক'বে, সকল জ্বালা জুড়া'ব?"

এইরূপ বলিতে বলিতে 'পাগলের' বাষ্প-গদ্‌গদ-কণ্ঠের স্বব রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি অঞ্জলি-বদ্ধ-কর-যুগল বিশ্লেষণপূর্ব্বক সুরধুনী-গর্ভেব সেই সু-নির্ম্মল-সলিল-সিক্ত সৈকতাসনোপরি রাখিয়া তন্মধ্য-স্থলে মস্তক সংলগ্ন কবিয়া প্রণত হইলেন।

অনেকপ্রকারেব প্রণাম দেখিয়াছি,—সাষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি অনেক প্রকাবেরই প্রণাম দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ প্রণতি,—এমন প্রশান্ত ভাব-প্রণোদিত আন্তরিক ভক্তির অভিব্যক্তি, আর কোন-কালেই নয়ন-গোচব হয় নাই। বলিতে কি, তাঁহার সেই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপি-প্রণাম-কালীন আন্তরিক অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে আমি এরূপ তন্মনস্ক হইয়াছিলাম যে, ঐ সময়টুকুর মধ্যে আমার নিরন্তব অস্থির চিত্তও আর বাহিরের বিষয় ভাবিবার জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার নিমেষমাত্র অবকাশ পায় নাই।

কিয়ৎকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর, সহসা অনতিদূরবর্ত্তী কি একটা কোলাহল আমার চিত্তের সেই ক্ষণিক একাগ্রতা ভঙ্গ করায় দেখিলাম, জোয়ারে গঙ্গার জল বাড়িয়া প্রণত ভক্তের কেশাগ্রভাগ আর্দ্র করিয়াছে। আমি তাঁহা হইতে অল্প-দূরে ছিলাম বলিয়া ভীষ্ম-জননী সুরধুনী কেবল তাঁহার ভক্তিমান্ তনয়কেই যেন কোলে লইতে আসিতেছেন বলিয়া, তাঁহার পবিত্র সলিল—করুণা-ধারা—আমার কলুষিত শরীরকে স্পর্শ করে নাই।

কল্পনাব কৃপায় এইরূপ ভাব এখন মনে উদয় হইতেছে ; কিন্তু তখন সলিলে নিজ-বসন সিক্ত হইবার আশঙ্কায়, এবং আবও কিঞ্চিৎ জল বাড়িলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভক্তেব নাসা-কর্ণ-বিবরে সলিল-প্রবেশ-দ্বারা তদীয় অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কায়, ব্যগ্রভাবে তাঁহার অঙ্গ সঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলাম,—"ঠাকুর! করেন কি, উঠুন, ব্রহ্মহত্যা হয় যে, চেয়ে দেখুন গঙ্গায় জোয়ার এসেছে, আপনার মাথাব চুল পর্য্যন্ত ভিজে গিয়েছে, আর অল্পক্ষণ এভাবে থাক্‌লে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণান্ত হ'বে, উঠুন উঠুন, শীঘ্র উঠুন।"

আমার পুনঃ পুনঃ এইরূপ চীৎকারে ও অঙ্গ-সঞ্চালন-হেতুক উত্তেজনায় ব্রাহ্মণের সেই প্রগাঢ় নিশ্চেষ্টতা (সমাহিত ভাব) অপনোদিত এবং অল্পে অল্পে বাহ্যজ্ঞান আবির্ভূত হওয়ায়, তিনি সেই কর্দ্দম-সলিল-পরিপ্লুত মস্তকে, অথচ অবিকৃত-ভাবে, ধীবে ধীবে পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিলেন। এখন তাঁহার সেই মূর্ত্তি এবং সেই দিব্য-প্রফুল্ল ভাব ভাবিলে বোধ হয়, যেন শঙ্কব-মৌলি-নিবাসিনী করুণাময়ী মা জাহ্নবী তদীয় ভক্ত তনয়কে পূর্ণমনোরথ করিবার নিমিত্ত, অথবা তদীয় মস্তককে উপযুক্ত আসন বিবেচনায় তথায় অবস্থিতির সঙ্কল্পে, জোয়ারের ছল কবিয়া, তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতেছিলেন, এ মহাপাতকীই যেন তাহাব অন্তরায় হইল।

সে যাহা হউক, উপবেশনানন্তব ব্রাহ্মণ নিজ শীর্ষদেশ-বিগলিত জাহ্নবী-সলিল-সহ ভক্তি-সমুচ্ছ্বসিত নয়ন-সলিল মিশাইয়া, প্রশান্ত-ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ও কাতরকণ্ঠে আবার বলিলেন,—"এ আবার তোমার কিরূপ ছলনা মা! যদি কোলে নেবে ব'লে এলে, তবে নিলে না কেন মা! এই তুমি আমাকে তোমার প্রসন্নময়ী মকব-বাহিনী মূর্ত্তি দেখিয়ে,—সম্মুখের হাত দু'খানি বাড়িয়ে,—'আয়

বাছা, আমার কোলে আয়। অনেক দিন তোকে কোলে নিই নাই, আমার কোলে আয়। আব ভয় নাই, আমি এসেছি, আমাব কোলে আয়।'—ব'লে, ঢেউয়ের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে, হাস্‌তে হাস্‌তে, আমার কাছে এলে, আমিও তোমার পরম সুন্দর পা দু'খানি ধ'রে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে, তোমার কোলে যা'ব ব'লে যাচ্ছিলাম, এমন সময় জোয়ারের ভয় দেখিয়ে, এ আবার কি রঙ্গ কর্‌লে মা। কোলে নেবে ব'লে এলে ত না নিয়ে, এখানে ফেলে, আবাব কোথায় গেলে, মা নিস্তারিণি। আমি যে পথ চিনি না, কোন্ পথে গিয়ে, কি ব'লে ডাক্‌লে যে আবাব তোমায় দেখ্‌তে পা'ব আমি যে তাহার কিছুই জানি না, সকল প্রকারে অশক্ত জেনেও কেন আমায় ফেলে গেলে মা অন্তর্যামিনি।"—বলিতে, বলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, ভাবাবেশে সাধু আবাব নিশ্চেষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণকে আবার সংজ্ঞা-শূন্য হইতে দেখিয়া আমার বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এতক্ষণ স্বচ্ছন্দে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ কবিবার সু-যোগ ও সাহস হয় নাই। এইবার শুশ্রূষার উপলক্ষ করিয়া, এবং মনে মনে আপনাকে মহা-সৌভাগ্যবান্ বোধ কবিয়া, তাঁহার সেই পবিত্র শরীব আলিঙ্গনপূর্ব্বক জলের নিকট হইতে উঠাইলাম: এবং কিঞ্চিদুপরিভাগে (গঙ্গাব গর্ভেই) বসাইয়া যত্নপূর্ব্বক ধরিয়া রহিলাম। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন-ফলেই হউক, অথবা ভক্তেব সেই ভক্তি-ভাব-পুলকিত পবিত্র কলেবর স্পর্শন-সুকৃতি বলেই হউক, এই সময় আমার মলিন চিত্তের কেমন একপ্রকার অব্যক্ত অবস্থান্তব সঙ্ঘটিত হইল, সর্ব্বশরীরে পুলক-হিল্লোল প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ নিস্তব্ধ ও অবসন্নপ্রায় উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু

স্থানান্তরিত হইবার পরক্ষণেই উন্মত্তের ন্যায় বিকলভাবে ইতস্ততঃ লক্ষ্য-বিহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উচ্চৈঃস্বরে খল খল হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"গেলি!—ফেলে গেলি!—সত্যি ফেলে গেলি!—তা যা বেটি! আমি যখন তোকে একবার ছুঁতে পেয়েছি,—যখন তুই আমায় আদর ক'রে কোলে নিতে এসেছিলি আমি তোকে দেখ্‌তে পেয়েছি,—তখন আমার আর কিছুমাত্র দুঃখ নাই। এখন আমি যাই মা,—চাকরী কর্ত্তে যাই,—অবকাশ পেলেই আবার আস্‌বো। এসে, তোকে ডেকে, কেমন থাকি ব'লে, আবার যা'ব, তাব পব যখন ছুটী হ'বে, তখন এসে, তোব শীতল কোলে শুয়ে, একেবারে চিবদিনেব মত ঘুমিয়ে প'ড়ব,—এখন চল্লুম।"

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ প্রমত্ত মাতঙ্গেব ন্যায় বলপূর্ব্বক উঠিযা দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহার চরণযুগল দৃঢ়রূপে ধারণ কবিলাম কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃক্‌পাতই নাই—চরণে সামান্য তৃণস্পর্শ হইলে তৎপ্রতি আমাদের যেরূপ দৃষ্টি পড়ে, সেরূপ দৃক্‌পাতও নাই। আপনার ভাবে বিহ্বল হইয়া, আপন মনেই বলিতে লাগিলেন,—"ভোলানাথ। দীনবন্ধো। এইবার তুমি সদয় হ'যে আমায় মাতাল ক'রে সকল ভুলিয়ে দাও ঠাকুর। আব যেন আমি এই কাবখানার (সংসারের) কা'রও জন্য ব্যস্ত হ'তে না পারি,—কোন কাজেও আস্‌তে না পারি,—আমায় এমনি নেশা করিয়ে দাও দয়াময়।"—এইরূপ আরও কত কি বলিতে বলিতে প্রবল-বেগে গঙ্গা-তীরের উপরিস্থ প্রদেশে উঠিলেন। শক্তি-হীনতা-হেতু আমি তাঁহার চরণ ছাড়িলাম, কিন্তু সঙ্গ ছাড়িতে পারিলাম না।

পাঠক পাঠিকে! বিগত যামিনীর মদ্য-পান-বিষয়ক স্বপ্ন ভঙ্গ

হইবার পর, আমি বিষণ্ণ-চিত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়াছি, তাহা হয় ত আপনাদের স্মরণ আছে। এখানে আসিয়া এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মানব-মূর্ত্তির দর্শনলাভাবধি এতক্ষণ আমার সেই বিষাদ-জনক চিন্তা প্রশমিত হওয়ায়, চিত্ত ইহাঁর শক্তিতেই সংবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন ইহাঁর মুখে, মাতাল হইয়া সকল ভুলিয়া অকর্ম্মণ্য (ক্রিয়া-বিরহিত) হইবার জন্য দীনবন্ধু ভোলানাথের নিকট প্রার্থনা শুনিয়া, আমার সেই পূর্ব্ব-চিন্তা আবার প্রবল হইয়া উঠিল, এবং ঐ সময় ইহাঁর নিকট মদ্য-পান-সম্বন্ধীয় কোন রহস্য জানিতে পারিব, এরূপ আশা হওয়ায় স্বার্থ-প্রিয় চিত্ত ইহাঁর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, গঙ্গা-গর্ভ হইতে তীরে উঠিয়া বাগ্‌বাজারের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইলেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বুঝিয়া আমি দ্রুতগমনে সাধুর পার্শ্ববর্ত্তী হইলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীতবচনে বলিলাম,—'দেব। আমি আপনার শরণাপন্ন সেবক, দয়া করিয়া আপনাকে আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। প্রার্থনা অন্য কিছুই নহে, কেবল আপনার সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য আমার চিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে। যদি কোন বিশেষ সঙ্কল্প বা নিয়মে আবদ্ধ না থাকেন, তবে অনুমতি পাইলে এ দাস নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সাহসী হয়।

অন্তর্যামিত্ব-শক্তি-প্রভাবে আমার তৎকালীন প্রাণের অকপট-ভাব-প্রসূত ভাষা বুঝিতে পারিয়াই হউক, অথবা শান্তি-পিপাসু প্রাণীর প্রার্থনা-পূরণ অবশ্য-কর্ত্তব্য জ্ঞানেই হউক, সাধু গমনে বিরত হইলেন; এবং স্মিতবদনে ও সজল নয়নে আমার দিকে [illegible] চাহিয়া রহিলেন।

বাক্যব্যয় না করিলেও সাধুর নয়নের সরলতা ও বদনের প্রসন্নতা ব্যঞ্জক ভাব দর্শনে তাঁহাকে আমার প্রশ্ন-শ্রবণে সম্মত বুঝিয়া পূর্ব্ববৎ বিনীতবচনে বলিলাম,—"মহাত্মন্। আপনাকে দর্শন-মাত্রই আমার 'মহাপুরুষ' বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। বলুন, আপনি কি নশ্বর বুঝিতে পারিয়া সংসার পরিহারপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন? না আপনার এখানে অবস্থিতির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে? ইহা জানিবার উদ্দেশ্য এই, যদি এখানে (কলিকাতায়) আপনার অবস্থিতির নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান থাকে, তবে এ দাস আপনাব অবকাশ-কালে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীচরণ দর্শন কবিতে পারে; এবং আপনি কিছুক্ষণপূর্ব্বে, মাতাল করিয়া সংসাবেব সকল ভুলাইয়া দিবার জন্য 'দীনবন্ধু ভোলানাথকে' উদ্দেশে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্যাকুলভাবে যে কি প্রার্থনা করিতেছিলেম, তদ্বিষয়েও কিছু জানিবার প্রার্থনা করে।"

সাধু এতক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আমার সমস্ত কথাই শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে আমার বাক্য সমাপ্ত হইলে আমাকে উত্তর-প্রাপ্তি-জন্য সমুৎসুক দেখিয়া (নিভৃত-স্থানোদ্দেশেই বোধ হয়) বাজপথ হইতে গঙ্গার দিকে কিয়দ্দূর প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং অশ্রুতপূর্ব্ব মধুরবচনে কহিলেন,—"ভাই! মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন হইবে না। তথাপি তোমার ভগবতত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রাণের আগ্রহ দেখিয়া আমি তোমাকে মনে মনে প্রণাম কবিয়াছি, কিন্তু ভাই। মাদৃশ অহংভাব-সম্পন্ন জীবের প্রতি জগদীশ্বর-প্রযোজ্য বিনতি প্রদর্শন এবং তদুপ-যুক্ত সম্ভাষণাদি দ্বারা কালক্রমে তোমার জগদীশ্বরেব প্রতিও সংশয়,*

* মর্ত্ত্যবাসী অসাধারণ (গৈরিক) পরিচ্ছদাদি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে

অনাস্থা, এবং তজ্জন্য আত্মার অশান্তি জন্মিতে পারে এই ভাবিয়া, আমি তোমার সহিত দুই একটী কথা কহিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা দ্বারা হয় ত তোমার প্রশ্নের উত্তরও হইয়া যাইতে পারে।

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তুমি মনের আবেগে বা বিনতি-প্রকাশের সঙ্কল্পে এই ব্যক্তিকে যে 'দেব', 'মহাপুরুষ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ও এই ব্যক্তির উভয়েরই অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, মর্ত্ত্যবাসী হইলেও, যিনি অনুরাগ-বিরাগ, স্তব-তিরস্কার, এবং সুখ-দুঃখকে সমান ভাবিয়া সদানন্দে কালের সহিত লীলা করিতে সমর্থ, তিনিই 'দেব'-পদ-বাচ্য। কোন মন্দিরের দেব-বিগ্রহ ভাবিয়া দেখিলে এই বিষয় আরও অল্পায়াসে বুঝা যায়। মনে কর খড়দহের শ্রীমন্দিরে সেই যে ত্রিভঙ্গ-সুঠাম, করুণা-প্রসন্ন বদন, সদানন্দ-পূর্ণ-নয়ন মুরলীধর শ্যাম সুন্দরজী বিরাজিত আছেন, দেব-ভাবে অবিশ্বাসী কোন মোহান্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে শক্তিহীন সামান্য প্রস্তরখণ্ড ভাবিয়া উপেক্ষা করিলে, অথবা কোন কারণে কুপিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ, এমন কি তদীয় শ্রীঅঙ্গে কশাঘাত পর্য্যন্ত করিলেও, যেমন তাঁহার নয়নের সেই প্রফুল্লতা কিংবা বদনের সেই সদয়-ভাব বিকৃত হয়

স্থূলচক্ষু-দ্বারা দর্শন করিয়াই যদি তাঁহাকে 'সাধু', 'মহাপুরুষ', 'ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি' ইত্যাদি বাক্যে সম্ভাষণ করা যায়, এবং ব্যবহার-দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে ঐ ভাবের ক্রিয়া দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস, এমন কি পরমেশ্বরে পর্য্যন্ত (কেবল স্থূল চক্ষুর অগোচর বলিয়া) সংশয়, অনাস্থা এবং তজ্জন্য আত্মার অশান্তি হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত যে কোন ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের গোচর হউক না কেন, মনের শক্তি অনুসারে সংযতভাবে, অগ্রে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক পরে তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করাই মনস্বিগণের উপদেশ, সুতরাং কর্ত্তব্য।

না, এবং কোন দেবানুরক্ত ব্যক্তি অর্চনার জন্ত বিবিধ উপচার-সহ গলবস্ত্রভাবে মন্দিরে আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেও যেমন কোনপ্রকারে তাঁহার তুষ্টি-প্রদর্শনের নূতন ভাব প্রকাশিত হয় না, নিন্দা-স্তুতি উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান লক্ষিত হয়; সেইরূপ যে ব্যক্তি জীবিত শরীরেই উল্লিখিত প্রকার জীবন্মৃত বা জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'দেব'-পদ-বাচ্য।

মাদৃশ হীন ব্যক্তির প্রতি উক্তপ্রকার শব্দের অযথা-প্রয়োগ করিলে আমাদের মনের কেবল অহং-ভাব বর্দ্ধন, সুতরাং আত্মারও আরামানুসন্ধানের বিঘ্নরূপ অকল্যাণ সাধন, করা হয়, আর তুমি যাহাকে 'দেব'-শব্দে সম্ভাষণ করিলে, কিয়ৎক্ষণের আলাপ-দ্বারা তাহাতে তোমার মনঃকল্পিত দেব-ভাবের বিকাশ বা ক্রিয়া দেখিতে না পাইলে তোমার সেই উৎসাহোৎফুল্ল প্রাণেও যে মালিন্য বা সঙ্কোচভাব উপস্থিত হয়, তাহা তোমারও সামান্ত অকল্যাণ-জনক নহে।

আর দেখ ভাই। প্রশান্তচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, জীবকে শিব-প্রযোজ্য 'মহাপুরুষ' সম্ভাষণ ত দূরের কথা, 'পুরুষ' বলিয়াও সম্ভাষণ করা যাইতে পারে না। অপত্যের উৎপাদনকর্ত্তা, বনিতার ভরণ-পোষণকর্ত্তা ইত্যাদি অনিত্য অহঙ্কারের অংশ পরিহার করিলে, জীবের 'পুরুষ' বলিয়া অভিমান করিবার আর কিছুই থাকে না। পরম-পুরুষ-পদারবিন্দ-ধ্যান-নিরত মহাজন গণ-প্রকাশিত শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট শুনা যায়,—

"যৎ যৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স 'পুরুষো' লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥"

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অব্যক্ত কারণ অর্থাৎ যাঁহার

কারণ বা উদ্ভবের হেতু আর কেহই নাই, যিনি নিত্য বা অবিনাশী, যিনি সৎ ও অসৎ উভয় স্বরূপ, তিনিই একমাত্র 'পুরুষ', এবং সেই পুরুষই 'পরব্রহ্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি ভাই। তুমি যে মনুষ্যত্ব-বিহীন-ব্যক্তিকে একেবারেই 'মহাপুরুষ' বলিয়া সম্ভাষণ করিলে, তাহার প্রতি ঐরূপ সম্ভাষণ সঙ্গত হইয়াছে কি না? শাস্ত্রেরই আর এক স্থানে মহাজনগণ উচ্ছ্বসিত-ভক্তি-ভরে 'মহাপুরুষ' বলিয়া যাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছেন, সেই ভূমা ভগবানের সহিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে তুল্যভাবে সম্ভাষণ করা সদসংজ্ঞানাধিকারী শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবের কতদূর অজ্ঞতা বিচার করিয়া দেখ দেখি।

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে 'মহাপুরুষ' তে চরণারবিন্দম্॥"

শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বিশ্ববাসী নিখিল প্রাণিসমাজের নিরন্তর ধ্যানাস্পদ, যাঁহার নামমাত্র স্মরণে নিখিল পরিভব বা পরাজয় বিদূরিত হয়, যিনি সমগ্র অভীষ্টের পরিপূরণ-কর্ত্তা, যিনি বেদ-সমূহের আধারভূত, যাঁহার শ্রীচরণ শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক চির-কাল সমভাবে অর্চ্চিত, যিনি জীব-সমাজের একমাত্র শরণ্য, যিনি নিজ শরণাপন্ন-সেবকের সকল ক্লেশ নিবারণে সমর্থ এবং প্রণত-জনের প্রতিপালন-কর্ত্তা, যাঁহার শ্রীচরণ ভব-পারাবারের একমাত্র অক্ষয় তরণী, তিনিই 'মহাপুরুষ'। সেই মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মই, তোমার, আমার,—কেবল তোমার আমার কেন,—বিশ্ব-বাসী সকল প্রাণীরই একমাত্র বন্দনীয়।

এই ত গেল তোমাব সম্ভাষণ-সম্বন্ধীয় কথা। তা'ব পর, তোমার প্রশ্নের মধ্যে তুমি এক স্থলে এই ব্যক্তির পরিচয় শ্রবণ-জন্য ইহার 'শরণাপন্ন সেবক' বলিয়া 'দয়া' প্রার্থনা করিয়াছিলে, বোধ হয় স্মরণ আছে। সত্যের অবমাননার ভয়ে, এবং সংযতবাক্ হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা না কহিলে পরিণামে অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনায়, বলিতেছি, ঐ কথাগুলিও তোমার শিষ্টপ্রয়োগ হয় নাই। দেখ ভাই! মর্ত্ত্যধামে সমাবস্থ-চিত্ত বা অভিন্নপ্রাণ বন্ধু বড়ই দুর্লভ। আমি দৈহিক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তুমি ঔষধ-দান ও দৈহিক শ্রমাদি-দ্বারা শুশ্রূষা কবিতে পার, অন্নবস্ত্রাদির জন্য ক্লিষ্ট দেখিলে, অর্থ-সঙ্গতিব অভাবে (যথার্থ দয়ার উদ্দীপনা হয় ত) ভিক্ষা করিয়াও সে ক্লেশ দূর কবিতে পাব। এ সকল তোমার অন্তঃকরণের তৎকালীন সদ্বৃত্তি-প্রণোদিত কার্য্য বলিয়া আমাব অন্তঃকরণও (যদি তোমার মনের মত সাময়িক সদ্বৃত্তি-প্রণোদিত হয়, তবে) তোমাব সেই সদ্বৃত্তিব নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্যানুসারে তোমার প্রত্যুপকার করিতে ত বাধ্যই। কিন্তু আমার প্রাণ বা আত্মা তজ্জন্য তোমাকে তাহার অবিচ্ছিন্ন সহচর, বন্ধু বা 'আত্মীয়' রূপে গ্রহণ কবিবে কি না, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ। কাবণ প্রাণ স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্ভু, দেহ তাহার অধীন, অথবা লৌকিক ভাষায় 'জড' বলিলেও ক্ষতি নাই। অতএব যিনি প্রাণ-সমর্পণ বা আত্ম-সমর্পণ দ্বারা কেবল প্রিয়জনেরই সর্ব্বাঙ্গীন প্রীতিপ্রার্থী, তিনিই প্রকৃত-বন্ধু বা 'আত্মীয়', অধীন বা জড দেহেব ত্রুটি ঘটিলে প্রাণ-প্রিয়ের প্রীতি-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার কোন প্রকার কারণই দেখা যায় না।

উল্লিখিত প্রকারের কোন প্রেমিক ব্যক্তি দূরদেশে অবস্থিতি-

কালে তাঁহার অভিমত প্রণয়-পাত্রের নিকট হইতে তদীয় স্থূলদেহের বিরহ-বেদনা-ব্যঞ্জক পত্র পাইয়া সেই পত্রের কেমন চমৎকার উত্তর দিয়াছিলেন, শুনিবে? অন্যমনস্ক হইতেছ না ত?"

আমি আগ্রহ-সহকারে বলিলাম,—"না মহাশয়, আমি পূর্ণ মনোযোগের সহিত আপনার সকল কথাই শুনিতেছি, আপনি বলুন, এমন ভাল কথা না শুনিয়া অন্যমনস্ক হইব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তবে একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা কবিতা শুন,—

প্রাণের মন্দিরে যা'র প্রেমের প্রতিমা,
নিরাকার উপাসনা মাহাত্ম্য কি তা'র?
ধন্য ধন্য ধন্য প্রেম! তোমার মহিমা,
স্থূলে অধঃপাত, সূক্ষ্মে শুধু অশ্রুধার।
জানে না পাষাণ প্রাণ 'প্রণয়' কেমন,
পারে না 'সংশয়'-পণে কিনিতে তাহায়,
হাসি', কাছে আসি', যদি পে'ত প্রেম-ধন,
তবে কি প্রণয়ী এত কাঁদিত ধরায়?
জেনো হে প্রণয়ী, প্রেম অমূল্য রতন,
পূর্ণ-প্রাণ-সমর্পণে হয় উপার্জ্জন।

আহা! এই দশ পংক্তি কবিতার মধ্যে প্রীতি, বন্ধুতা বা প্রেমের যে কি গভীর রহস্যই নিহিত রহিয়াছে, আমরা প্রীতিশূন্য, তাহার রহস্য কি বুঝিব ভাই! যদি তুমি এই কবিতার চতুর্থ পংক্তি— 'স্থূলে অধঃপাত, সূক্ষ্মে শুধু অশ্রুধার"—এই বাক্যটীর অর্থ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিয়া থাক, তবে বল ত, যে ব্যক্তি স্থূলরূপে

(বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কোনপ্রকার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি বা উপকার-প্রাপ্তির আশায়, অথবা ঐরূপ কোন স্বার্থ না থাকিলেও, কোন শুভাশুভ বৃত্তির সাময়িক উদ্দীপনায়,) কাহাকেও 'বন্ধু' বা 'প্রণয়ী' বলিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে গিয়াছেন, অভীষ্ট-সিদ্ধির অণুমাত্র ত্রুটির সম্ভাবনা বুঝিলেই তাঁহার সহিত বিরহ ঘটিয়াছে কি না? এবং ঐ সময় প্রীতিপ্রার্থী ব্যক্তির প্রাণ (কালক্রমে পুনর্ব্বার স্ফূর্ত্তিমান্ হইতে পারিলেও) বিষাদ, আতঙ্ক ও লজ্জাদি দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়াছে কি না? কিন্তু যদি সূক্ষ্ম বা সদানন্দময় প্রাণকেই 'প্রিয়তম'-জ্ঞানে তাহারই সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি-সাধন বা সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন সঙ্কল্পে কোন সজীব* ব্যক্তি প্রীতি-যোগে তাহার সংযোগ-প্রার্থী হইয়া থাকেন, তবে তিনিই জানেন যে, এই নিরন্তর বিরহ (বিয়োগ) পূর্ণ মর্ত্ত্য-নিবাসে কেবল অশ্রুধারাই তাঁহার প্রেমের পুরস্কার কি না?

এই অশ্রুধারাকে পার্থিব-বিষাদ-প্রসূত ব্যাপার মনে করিয়া তুমি ভয় পাইও না। এইরূপ সূক্ষ্ম প্রাণের প্রেম-প্রার্থী প্রাণী তদীয় প্রিয়তম প্রাণকে প্রাণ-দ্বারাই পূর্ণ-রূপে দর্শন করিয়া,—পার্থিব সকল অভাবই সম্যক্‌প্রকারে ভুলিয়া,—যে কি ভাবে বিহ্বল হন,—কি আনন্দে মাতাল হন,—অথবা কি অভাবে বিষণ্ণ হন,—স্থূলদর্শী আমরা দেহমাত্র দেখিয়া তাহার রহস্য কি বলিব ভাই! আর অহংকারের প্রভাবে, যদি বা কখনও কিছু বুঝিয়াছি এরূপ বোধ করি, তবে তাহা কোন উপায়েই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বুঝাইবার শক্তি হয় না। কেবল দেখিতে পাওয়া যায়, সদানন্দময় সুকুমার শিশুর ন্যায় সেই প্রেমিকের কখনও উচ্চ হাস্য, কখনও সকরুণ রোদন,

* এই 'জীবন' কি তাহা 'জীবন-পরীক্ষা' গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

কখনও 'পূর্ণ-নিবিষ্ট-ভাবে কোন মহা-চিন্তা-সাগরে নিমজ্জন এবং অক্ষিযুগলের নিরন্তর সহচর—অশ্রু-ধারা।

তা'ই কবি তাঁহার কবিতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তিতে বলিয়াছেন,—'পাষাণ' (নীরস বা কুটিল) প্রাণ, সে প্রেমের তত্ত্ব ধারণায় অশক্ত, 'সংশয়'-রূপ মূল্য-দ্বারা সে প্রেমামৃত-লাভ, এবং তাহার স্বাদ-গ্রহণ, কোন কালে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, এবং অবশেষে কবি এক কথায় বলিয়াছেন,—

"জেনো হে প্রণযী, প্রেম অমূল্য রতন
পূর্ণ-প্রাণ-সমর্পণে হয উপার্জ্জন।"—

আহা ভাই হে! কবে আমরা কুটিলতা পরিহার করিয়া, পূর্ণ-সরল-প্রাণ হইয়া, সেই প্রেমময়ের নিত্যপ্রেমামৃতের স্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হইব। কবে আমাদের সর্ব্বনাশকর 'সংশয়' তাঁহাকে প্রাপ্তি-পথের বিরোধী হইতে বিরত হইবে। কবে সেই অলৌকিক প্রেমাশ্রুধারা চক্ষুর মোহাবরণকে ভাসাইয়া দিয়া আমাদের প্রাণকে সেই সদানন্দ-নিলয় ভগবান্ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। কবে আমরা তাঁহাতেই 'পূণ প্রাণ সমর্পণ' করিয়া কৃতার্থ হইব।"

এইরূপ বলিতে বলিতে ভক্ত ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এ সময় যদি তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আবার পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্টতা প্রাপ্ত (সমাহিত) হন, তবে ক্ষুৎপিপাসার উত্তেজনায় চিত্ত চঞ্চল হইলে অধিকক্ষণ তাঁহার সেই সার-গর্ভ উপদেশ-সমূহ শুনিতে পাইব না ভাবিয়া, আমি কিঞ্চিৎ কৃত্রিম-কুপিত-ভাবে বলিলাম,—"মহাশয়! এখন আপনার ব্যাকুল হইবার সময় নহে। আপনি আমার অনেক প্রকৃত ত্রুটি প্রদর্শন করিলেও, দুই একটী অযথা দোষারোপও করিয়াছেন, আমি পরে তাহার প্রতিবাদ

করিব। এখন আপনি আমার পূর্ব্বকথিত 'শরণাপন্ন সেবক'-সম্বন্ধীয় কথা-প্রসঙ্গে যে 'প্রকৃত-বন্ধুর' বিষয়ে কি কথা বলিতেছিলেন তাহা, এবং তৎপরে আর যাহা বক্তব্য থাকে তাহাও শীঘ্র বলিয়া শেষ করুন, বিলম্বে আমার সঙ্কল্পিত প্রতিবাদ ভুলিয়া যাইতে পারি।"

এই কথা শুনিয়া সাধু একটী সু-দীর্ঘ নিশ্বাস-ত্যাগ করিয়া উপস্থিত ব্যাকুলতা কথঞ্চিৎ সংযমপূর্ব্বক স্মিতবদনে বলিলেন,—"ভাই! ধুর' কথা আর বলিব কি বল পূর্ব্বে বলিয়াছি, মর্ত্ত্যধামে 'প্রকৃত-বন্ধু' সুলভ নহে। যদি বিপদে পড়িতে হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়,—যদি সম্পদ্ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়,—যদি নিষ্ঠুররূপে উৎপীড়িত হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়,—যদি সঙ্কল্পিত মনোহভীষ্ট (সিদ্ধির পূর্ব্বে) প্রকাশিত হইলে তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়,—তবে প্রাণের পরিচয়-গ্রহণের পূর্ব্বে কাহাকেও কখনই 'প্রিয়তম' ভাবিয়া আত্মসমর্পণ করিতে যাইও না।

"যদি এরূপ নিষেধের কারণ জানিবার জন্য তোমার চিত্তে কৌতূহল জন্মে, তবে অগ্রে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—'প্রিয়বন্ধু' বলিয়া তুমি যাঁহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, সেই ব্যক্তি তদুপযুক্ত পাত্র কি না, তাহার কিছু পরীক্ষা করিয়াছ কি?—যে বন্ধুর প্রীতি-রসাভিষিক্ত সু-মধুর বচন-বিন্যাস শ্রবণে তুমি আত্মহারা-প্রায় হইয়াছ, তাঁহার অকপটতার কিছু বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছ কি?—'বড় ভালবাসি' বলিয়া যিনি বিশ্বাস জন্মাইয়া এখন তোমার দেহের প্রায় নিরন্তর সহচর-রূপে বর্ত্তমান, একদিন যে তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবেন না, তোমার প্রাণের নিকট তিনি এমন কোন নিশ্চয় প্রমাণ দিয়াছেন কি?—তোমার এই অপূর্ণ অবিকশিত, ছোট খা'ট মনটীতে যাঁহাকে সরলতার অবতার নিশ্চয়

করিয়া রাখিয়াছ, তাঁহার হৃদয়ে যে গরল নাই, তাহা কোন উপায়ে, কোনও দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলে কি ?—যদি তুমি আমার এই প্রশ্নের—'না'—এই উত্তর দাও, এবং প্রকৃতপক্ষে সজীব থাকিতে চাও, তবে (স্থূলরূপে প্রণয়-ভাব রক্ষা-দ্বারা সকলেরই তুষ্টি-বিধান, এবং তদনুযায়িনী বৃত্তির অনুমোদিত কার্য্য-সমূহকে অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে প্রতিপালন করিলেও) সাবধান। বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া এই মোহান্ধকারপূর্ণ নর-জগতে 'প্রকৃত-বন্ধু'-ভ্রমে একেবারে কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিও না।

"যদি কোন ব্যক্তিকে সম্পদ্, বিপদ্ সর্ব্ব-কালে ও সম-ভাবে তোমার সহচর দেখিতে পাও,—যদি কোন ব্যক্তিকে অধঃপাতকর চাটু-বচনে তোমার শ্রবণ-তুষ্টি-সাধনে বীতচেষ্ট দেখিতে পাও,—যদি কোন ব্যক্তিকে নির্জ্জনে (কেবল তোমার সমক্ষেই) তোমার দোষ-প্রদর্শনে ও তাহার শোধনোপায়-বিধানে সচেষ্ট এবং জন-সমাজে (তোমার পরোক্ষে) তোমার গুণসমূহ কীর্ত্তন করিয়া সন্তুষ্ট বুঝিতে পার,—যদি কোন ব্যক্তিকে তোমার প্রেম-লাভ এবং পবিত্র ভাবে তোমার তুষ্টি ও কল্যাণ সাধন-চেষ্টা ব্যতীত অন্যবিধ স্বার্থ বা কর্ত্তব্য জ্ঞান পরিশূন্য বুঝিতে পার,—তবে জানিও তিনিই তোমার 'প্রকৃত-বন্ধু'। যদি সমর্থ হও, তাঁহাকেই অসঙ্কুচিত চিত্তে আত্ম-সমর্পণ কর,—শান্তি পাইবে।

"সংসারে সমাবস্থ অভিন্নপ্রাণ বন্ধু-লাভই যখন এত দুর্ঘট হইল, তখন ভাবিয়া দেখ দেখি ভাই। অহঙ্কার-স্ফীত আমরা,—প্রকৃত-প্রীতি, বিনতি ও দীনতা প্রভৃতি ভাব-পরিশূন্য আমরা,—আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন অধিকতর-স্থায়ি-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি না বুঝিলে, প্রকৃত-ভাবে (মৌখিক ভাবায় নহে) কি কাহারও 'শরণাপন্ন সেবক'

হইতে পারি? এবং সেই অধিকতর-শক্তিসম্পন্ন প্রভু, সেব্য বা গুরু পদবাচ্য ব্যক্তি, প্রকৃত অনিত্য-কামনা-পরিশূন্য নিত্য-ধন-গত-প্রাণ মহাজন না হইয়া, তুমি যাহাকে তৎপদাভিষিক্ত করিয়াছ, সেই মূঢ় কি তাহার যোগ্য হইতে পারে?

"ফলতঃ যিনি ভগবানের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে পূর্ণ বিশ্বাসী যিনি বিশ্ব-নিয়ন্তার অপরিসীম করুণা নিজ আত্মায় নিরন্তর প্রত্যক্ষের ন্যায় উপলব্ধি করিতে পারিয়া মর্ত্ত্যধামে করুণার অবতার-রূপে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দৃষ্টি-গোচর হন, তিনিই মর্ত্ত্য-বাসী মাদৃশ আত্ম-বিস্মৃত ব্যক্তির যথার্থ ভক্তিভাজন, সেব্য বা গুরু* ; এবং তাঁহার নিকটই 'শরণাপন্ন সেবক' বা 'শিষ্য' ভাবে 'দয়া প্রার্থনা করাই আমাদের পক্ষে সু-সঙ্গত। কারণ, তাঁহার দয়া (দীক্ষা) লাভ ব্যতীত আর কোন উপায়েই আমরা দয়াময়ের দয়া ধারণার উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করিতে সমর্থ নহি।"

"যাহা হউক, তোমার কথার মধ্যে এক স্থলে এই ব্যক্তি গৃহী কি সন্ন্যাসী, তাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে, তাহার উত্তরে বলিতেছি,—আমি গৃহী। গ্রহণ করিবার কামনা (অনিত্য-বিষয়-স্পৃহা) যখন আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—প্রকৃত ত্যাগ, বিরক্তি

---

* শাস্ত্রজ্ঞ-জনের নিকট শুনা যায় যে, এই সেব্য-সেবক বা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ সুদৃঢ় বা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে গুরু-শিষ্যের কিছুকাল একত্র (গুরুর আবাসে) অবস্থিতি দ্বারা, গুরু নিজের গুরুত্ব-রক্ষণের, এবং শিষ্যের তদ্গুরূপদেশ-ধারণার, যোগ্য কি না, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি উভয়ের মধ্যে কাহারও অযোগ্যতা অনুভূত হয়, তবে তাঁহার সেই দুর্ব্বলত্ব বা অপকৃষ্টতা দূরীকরণোপযোগী সাধনও আবশ্যক। স্থানাভাবে ও অপ্রাসঙ্গিক বোধে এ স্থলে উহার সবিস্তর বর্ণনায় ক্ষান্ত হওয়া গেল।

বা বৈরাগ্য যখন আমাতে নাই,—তখন আমি গৃহী ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ভাই? তুমি যে কি দেখিয়া আমাকে 'সন্ন্যাসী' অনুমান করিলে, তাহার ত কিছুই বুঝা গেল না। শাস্ত্র-বাক্যে শুনিয়াছি,—

"সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥"

যাঁহার সদ্যঃপ্রস্তুত ষড়্‌রস-সমন্বিত, উপাদেয় অশন এবং পর্য্যুষিত, দুর্গন্ধ-যুক্ত অপকৃষ্ট ভোজ্যে সর্ব্বদাই সমজ্ঞান,—যাঁহার দুর্ল্লভ, প্রিয়দর্শন, বহুমূল্য সুবর্ণপিণ্ড এবং সুলভ, কদাকার, মূল্যহীন (অল্পমূল্য) মৃৎপিণ্ডে সর্ব্বদা সমজ্ঞান,—তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসি-পদ-বাচ্য এবং পূজনীয়।

ফলতঃ যে ব্যক্তি করুণানিধান ভগবান্‌কেই একমাত্র নিত্য ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বিশ্বাসে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সমস্ত অনিত্য বিষয়কে সম্যগ্‌রূপে তাঁহাতেই ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত 'সন্ন্যাসী' নামের উপযুক্ত পাত্র। মাদৃশ ইন্দ্রিয়-ভোগ-লোলুপ ভগবানে অবিশ্বাসী ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত উল্লিখিতপ্রকার 'সন্ন্যাসীর' তুলনা কল্পনাও অকল্যাণ জনক।"

তদনন্তর এই প্রকার আত্ম-হীনতা-প্রকাশক বাক্যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়ায়, তাঁহারই উপদেশানুযায়ী (কোন্ শব্দ প্রয়োগে আবার না ত্রুটি হইবে ভাবিয়া) সতর্কভাবে বলিলাম—'মহাশয়। অনধিকারী বা অপাত্র বুঝিয়া আমার নিকট আপনি আত্ম-গোপন করিতেছেন বলিয়াই আমার অনুমান হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আপনি যে ব্যাপার দেখাইয়াছেন, 'ভগবানে অবিশ্বাসী' 'ভ্রান্ত' ব্যক্তিতে এরূপ ভক্তি, এরূপ একাগ্রতা, এবং এরূপ প্রেম-পূর্ণ ভাব কৈ আর ত কখনও দেখি নাই। আর আপনি যদি আমাদের মত

ইন্দ্রিয়-ভোগ-লোলুপই হইবেন তবে আপনার দেহে তদনুযায়ী কোন লক্ষণই দেখিতেছি না কেন? ভোগ-লালসার প্রধান লক্ষণ বিলাসিতার চিহ্নও ত এই দীপ্তিময় দেহে দৃষ্ট হইতেছে না। আপনি বলিলেন,—"ত্যাগ বা বৈরাগ্য আমাতে নাই"; কিন্তু বিষয়-বিরাগ যেন পূর্ণ-প্রভাবে আপনার শরীর ও মনে আধিপত্য স্থাপন করায় আপনাকে সকল অনিত্য বিষয়েই উদাসীন এবং বিলাস-সূচক আসক্তি হইতে পরিমুক্ত বলিয়া তবে আমার প্রত্যয় জন্মিল কেন?

"মহাশয়। আপনি গোপন করিতেছেন কেন? আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, অন্য ব্যক্তির নিকট আপনার পরিচয়-প্রার্থী হইয়া জানিয়াছি, আপনি দরিদ্রের সন্তান নহেন। এরূপ অবস্থায় যদি আপনার অন্তঃকরণে বিলাস সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন স্পৃহা, ভোগাসক্তি অথবা ধনগর্ব্ব থাকিত, তবে আপনার এমন সুন্দর কেশকলাপ সংস্কারাভাবে জটাজূটে পরিণত হইতে পাইত না,—এমন সুন্দর যৌবন-প্রফুল্ল শরীর অঙ্গরাগ পরিবর্ত্তে ধূলি-ধূসরিত হইতে পাইত না,—বিত্ত-সঙ্গতিসত্বে এমন ছিন্ন মলিন বসন পরিধান করিয়াও বদনে এরূপ প্রসন্নতা থাকিতে পাইত না,—এবং সত্য কথা বলিতে কি, আপনার এই ভাব প্রকৃত সরলতা ও উদাসীনতা ব্যঞ্জক না হইলে আমার মত কুটিল সন্দিগ্ধচেতা পাষণ্ডের প্রাণকেও আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। এ অবস্থায় আপনি আপনাকে 'গৃহী', 'ভোগী' ইত্যাদি যাহাই বলুন না কেন, আমি যখন আপনাকে পার্থিব সকল বিষয়েই উদাসীনের মত দেখিতেছি, তখন আপনি 'প্রকৃত সন্ন্যাসী' হউন আর না-ই হউন, আমি কিন্তু আপনাকে 'উদাসীন' বলিয়াই প্রণাম এবং আপনার প্রসাদ (প্রসন্নতা) প্রার্থনা করিব। যাঁহার হৃদয় এরূপ সরলতার আধার,—যাঁহার হৃদয় এরূপ বৈরাগ্যের আশ্রয়,—

যাঁহার হৃদয় এরূপ অসাধারণ ভক্তির ভাণ্ডার,—এবং যাঁহার হৃদয় এরূপ পাষণ্ডেরও কুটিল হৃদয়কে বিগলিত করিবার মহা-দ্রাবক-স্বরূপ,—তিনি 'ভোগ-লোলুপ', 'ভ্রান্ত', 'হীন' ইত্যাদি যাহাই হউন না কেন, তাঁহার স্থূলশরীরও আমার নিরন্তর পূজনীয়।" এই বলিয়া আমি সেই সদানন্দ, সাধু, ব্রাহ্মণের চরণযুগলে প্রণত হইলাম।

সাধু এতক্ষণ (আমার সহিত কথোপকথন-কালে) গঙ্গা-গর্ভের অনতিদূরে (সাধারণ-গমন-পথের নিম্ন-দেশে) দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি যখন অবনত-মস্তকে তাঁহার চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক প্রণত ছিলাম, ঐ অব স্থায় তাঁহার শরীর মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত হইতেছে বুঝিয়া উহা দর্শ-নের নিমিত্ত অবিলম্বেই তদীয় পদরজঃ-গ্রহণপূর্ব্বক যেমন দণ্ডায়মান হইয়াছি, অমনি (মহা-ভাবাবেশ-বশতই বোধ হয়) তিনি প্রবল-বায়ু-বিতাড়িত পাদপের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। আমিও ত্রস্ত-ভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলাম, এবং নিবিষ্টচিত্তে ও নির্নিমেষ-নয়নে তদীয় আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

এই সময় সহসা তিন জন লোক ত্বরিতপদে আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং কম্পিতস্বরে কহিলেন,—"এই যে গুণধর এখানে। আমরা এতক্ষণ চারিদিকে ঘুবে কেবল পণ্ডশ্রম করলাম। আঃ। সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা, কাপড়খানা ভিজা, এই রকমে কোন্ দিন কোথায় প'ড়ে কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে দেখ্‌ছি।—উঠাও চৌবেজী। দেখ্‌তা কেয়া খাড়া হো'কে? ধীরে উঠানা।—গোপাল। তুই বা বাপ্, শীগ্‌গির একখানা গাড়ী নিয়ে আয়; আমরা ততক্ষণ ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ইহাকে রাস্তার উপর উঠাই।"

এই তিনটী লোক কে, এবং ইহাঁদের আকার প্রকার ভাব

ভঙ্গীই বা কিরূপ, তাহা জানিবার জন্ত পাঠক-পাঠিকা-বর্গের কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা। আমারও ইহাঁদের পরিচয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সু-যোগ হয় নাই। তথাপি ইহাঁদের যথাদৃষ্ট আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপাদি বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রথম বা বক্তা বিপ্রের বর্ণ উজ্জল-শ্যাম, শরীর বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, ক্ষুদ্র-কেশ-বিশিষ্ট শীর্ষদেশে অগ্রবদ্ধ শিখা বিলম্বিত, মুখমণ্ডল গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিরহিত, কণ্ঠদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসী-মালা শোভিত, বক্ষঃ বাহু ও ললাট-দেশে গোপীচন্দন-দ্বারা শ্রীহরির নাম ও চরণযুগল মুদ্রিত, বয়ঃক্রম অনুমান ৪০।৪২ বৎসর। মূর্ত্তি-দর্শনে ইহাঁকে গোস্বামি-বংশের সন্তান বলিয়াই অনুমান হইল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি—গোপাল, প্রথম ব্যক্তির পরিবার-ভুক্ত স্বজন বলিয়াই প্রতীতি জন্মিল। ইনি যুবা পুরুষ, বর্ণ শ্যাম, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অদৃশ্যপ্রায় সূক্ষ্ম শিখা থাকিলেও সম্মুখভাগে সীমন্ত-রেখা বর্ত্তমান, শরীর বলিষ্ঠ, গঠন তেমন প্রশংসার যোগ্য নহে। বদনে গুম্ফ-শ্মশ্রু সযত্ন-রক্ষিত হইলেও তদ্দর্শনে, বিশেষতঃ নয়ন-ভঙ্গিতে, সরলতার তাদৃশ পরিচয় পাওয়া যায় না, কণ্ঠদেশে গুরু-পরিজন-বর্গের একান্নবর্ত্তিতার অনুরোধে ত্রিকণ্ঠী তুলসী-মাল্য বেষ্টিত থাকিলেও, উহা অপাত্রস্থ হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। গোপাল চন্দ্রের বয়ঃক্রম অনুমান ২৩।২৪ বৎসর।

তৃতীয় সু-দৃঢ়-কায় ব্যক্তি চৌবেজী। বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। ভালে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক ও গণ্ডে চৌপাট্টা। এই ব্যক্তিকে গোঁসাইজীর দ্বারবান্ বলিয়াই অনুমান হইল।

সে যাহা হউক, গোঁসাইজীর আদেশ-প্রাপ্তি-মাত্র গোপাল কহিল,—গাড়ী আন্‌ব, উনি গাড়ীতে উঠ্‌বেন ত? উত্তর হইল,—

সে খবরে তোর দরকার কি, তুই যা না। গোপাল নিরুত্তর হইয়া গাড়ী আনিতে গেলে পর, তিনি এবং তাঁহার চৌবেজী উভয়ে ভাব-বিহ্বল সাধুর উভয় বাহু ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সাধারণ-পথে লইয়া আসিলেন। আমিও সকলের অনুগামী থাকিয়া সাধুর পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে আরও কতিপয় পথিক আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী একদিকে, একভাবে, একদৃষ্টিতে, স্পন্দ-বিরহিতের ন্যায় দণ্ডায়মান।

প্রথম দর্শন হইতে এতাবৎকাল-মধ্যে গোসাঁইজী কয়েক বার আমার প্রতি বক্র-দৃষ্টি-পাত করিয়াছিলেন মাত্র, কোন কথাবার্ত্তা কহেন নাই। কিন্তু আমি সঙ্গ-ত্যাগ করিতেছি না দেখিয়া আমাব প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতপূর্ব্বক গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তুমি কে হে বাপু? এঁর সঙ্গে তোমার কিসের পরিচয়? চ্যালা ট্যালা হয়েছ না কি? তোমরা পাঁচ জনে মিলে আমারই সর্ব্বনাশ করবার মতলব করেছ বটে? যাও, এখন আর দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখবার সময় নয় আপনার কোন কাজ কর্ম্ম থাকে ত দেখ গে—যাও।"

গোসাঁইজীর বচন-বিন্যাস সমাপ্ত হইতে না হইতেই চৌবেজী রক্তিম-ঘূর্ণিত-লোচনে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহার মাতৃভাষায় বলিলেন,—"হিঁয়া খাড়া হো'কে সব বাওরাহা দেখ্‌তা না কেয়া? চ্যলা যাও হিঁয়াসে, গোলমাল মৎ ক্যরো।"

চৌবেজীর ভ্রুকুটিসংযুক্ত স-রস বচনরাজী শ্রবণে দর্শক ব্যক্তি-বর্গের মধ্য হইতে দুই চারি জন, মানহানির ভয়েই যেন, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু আমি দাঁড়াইয়াই রহিলাম।

আমাকে অটল ও নির্ভীক-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, এবং গোস্বামী-প্রভুর দৃষ্টি পুনর্ব্বার আমার প্রতি নিপতিত হইতে

দেখিয়া, চৌবেজী রোষ-কষায়িত-লোচনে আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"বাৎ মান্‌তেহো তুহি বড়্‌বক্‌, দিল্লেগি পায়া—না? যাওঁচ্যালা জল্‌দি হিঁয়াসে, তুহি ত আপ্‌মান হো যাওগে।" ইহা বলিয়াই চৌবেজী কম্পিত-কলেবরে আমার হস্তধারণপূর্ব্বক বল-প্রয়োগ-দ্বারা গমনের পন্থা প্রদর্শন করিলেন।

করুণ-প্রাণ সাধু আমার আকুল লোচন-যুগলকে তৎপ্রতি নিবিষ্ট লক্ষ্য করিয়া, এবং অন্তঃকরণকে তাঁহার সেবানুরক্ত বুঝিয়া, কিন্তু শরীরকে তাঁহার সঙ্গ-ত্যাগে বাধ্য দেখিয়া, স্মিতবদনে অতি মধুর ভাষায় বলিলেন,—"যাও ভাই কোন চিন্তা নাই, প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

আমার প্রাণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল,—পুনঃ-সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না, জানিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, আশা পাইয়া শান্ত হইল,—সাধুর প্রসন্ন বদন হইতে আমার এই মনোগত প্রশ্নের সদুত্তর নিঃসৃত হওয়ায়—পুনর্দর্শনপ্রাপ্তির আশা পাইয়া উৎকণ্ঠিত প্রাণ শান্ত হইল। কিন্তু কখন্, কোথায় এবং কি উপায়ে যে তাঁহার দর্শন পাইব, একান্ত ইচ্ছাসত্বেও গোসাঁইজীর গঞ্জনার ভয়ে এবং চৌবেজীর চটুল-মাতৃভাষা-প্রকাশিত চমৎকার বচনসুধাপানে পরিতৃপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মনে মনে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। কিয়দ্দুর আসিয়া চরণ কিন্তু আর চলিল না। সুতরাং অবশিষ্ট ব্যাপার দর্শনের আশায়, উহাঁদের অলক্ষিত একস্থানে দাঁড়াইলাম।

অল্পক্ষণ-মধ্যেই গোপাল একখানি শকট-সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। গোসাঁইজী প্রভৃতির অনুরোধসত্বেও সাধু শকটারোহণে প্রথমতঃ যেন অসম্মতিরই ভাব প্রকাশ করিতেছেন এইরূপ বোধ

হইল ; কিন্তু অবশেষে তাঁহাদের শারীরিক চেষ্টায় সন্ন্যাসী শকটা-রোহণে বাধ্য হইলেন। গাড়ী চিৎপুরের বড় রাস্তা দিয়া সভাবাজা-রের দিকে ছুটিল। যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, আমি গাড়ীর দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিলাম ; তদনন্তর শূন্যমনে বাসাভিমুখে ফিরিলাম।

এই সময় সহসা সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় বোধ করিলাম, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। পথিপার্শ্বস্থিত একটী অট্টালিকা মধ্য হইতে 'ঢ্যাং' করিয়া ঘড়ীতে একটা বাজার শব্দও শুনা গেল। চিত্ত পার্থিব-চিন্তা-চালিত হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ত্বরিত-পদে আবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। স্নানাহার প্রভৃতি কার্য্যে এবং বিষয় সেবায় দিনমান অবসান হইল।

উপসংহার।

যামিনী-সমাগমে জীবগণ দিবস-জাত শ্রান্তি-ভার অপনোদনের জন্য, অবশ্য-কর্ত্তব্য-সমূহ সাধনানন্তর, ক্রমশঃ সকলেই বিরাম-বিধায়িনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইল। আমিও শয়ন করিলাম, কিন্তু নিদ্রা আমার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। গৃহের নির্জ্জনতা, যামিনীর স্নিগ্ধ সমীরণ, নয়ন-নিমীলন প্রভৃতি কোন-উপায়েই নিদ্রার কৃপা-লাভ হইল না। সু-যোগ বুঝিয়া, নিদ্রার পরিবর্ত্তে সেই চিন্তা—সেই জাহ্নবী-তীর দৃষ্ট ভগবৎচরণামৃত-পানানন্দ-বিহ্বল সাধুর সন্দর্শন হইতে অদর্শন কাল পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর চিন্তা—আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। অধিকন্তু সেই চিন্তার সঙ্গে পূর্ব্ব-যামিনীর স্বপ্ন-দৃষ্ট মদ্য-পান-সম্বন্ধীয় আদ্যোপান্ত ঘটনাসকলও আসিয়া সম্মিলিত হওয়ায়, প্রাণ আবার পূর্ব্বের মত অশান্ত হইয়া উঠিল।*

স্বপ্ন-যোগে মদ্যপান করিয়া সে সময় যে 'আনন্দ' বোধ হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দ-বিহ্বল অবস্থায় নিমীলিত-নয়নে সেই বান্ধবগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে চিনিয়াছিলাম, এখন আর তাহার কিছুই স্মরণ হইল না। এখন আমি গভীর চিন্তায় ক্ষীণ, এবং নিবিড় বিষাদান্ধকারে মলিন, সঙ্কুচিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

এই অবস্থায় মনে হইতে লাগিল,—"হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য! যদি বা কোন সুকৃতি ফলে এমন একজন বিগত-ভোগ-স্পৃহ, মদ্য-পানানন্দিত সাধুর দর্শন পাইলাম, তর্কে নিরর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় কাল-ক্ষয় না করিয়া প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিলাম

না। সেই মদের কথা,—সে মদ কোথায় পাওয়া যায় তাহার ঠিকানার কথা,—সেই চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধবগণ, যাঁহারা এ অভাগাকে মদ খাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, অলক্ষিতরূপে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, মদ খাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয়-কথা,—এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময়-প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত অনন্তশক্তি—যিনি মদ্য পানে মাতাল দেখিয়া সদয়ভাবে এ অধমকে নিত্য-শান্তি প্রদানার্থ বাহুযুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক আপনার শান্তিময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই দেব-তত্ব-কথা,—জিজ্ঞাসা না করিয়া কেন অকারণ কালহরণ করিলাম। হায় হায়। কেন আপনার ব্যথিত হৃদয়ে আপনিই আবার নিদারুণ আঘাত করিলাম।।

আর তাঁহার দর্শন পাইব কি?—আর তাঁহাকে পাইয়া, হৃদয় খুলিয়া, সকল কথা জানাইয়া, তাহার সদ্ভত্বে সেই মদের সন্ধান পাইব কি?—যে মদ খাইলে আমার সেই বান্ধবগণের সহিত মিলন হইবে,—যে মদ খাইলে আমার সেই আনন্দময়-আনন্দময়ী মাতাপিতার মিলিত-অঙ্কে নিত্য-নিলয় লাভ হইবে,—তাহার সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য সেই সদানন্দ সর্ব্বত্যাগী সাধু এ পতিত দীনকে আর দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন কি?

দেখিব,—অনুসন্ধান করিয়া দেখিব। যতক্ষণ দেহে শোণিত থাকিবে,—চরণে বল থাকিবে,—চক্ষুতে পলক থাকিবে,—নাসিকায় শ্বাস থাকিবে,—এবং অন্তরে সাধুর সেই শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ সেই হারানিধির অনুসন্ধান করিয়া দেখিব। যদি যত্ন করিয়াও সফলকাম হইতে না পারি,—যদি সেই সদানন্দ সদ্গুরুর কৃপায় পরমতত্বের সন্ধান পাইতে না পারি,—যদি সেই মদ খাইয়া

আনন্দ-বিহ্বল-ভাবে নাচিতে নাচিতে সেই প্রকৃতি-পুরুষের শান্তি-ময় অঙ্কে নিত্যাশ্রয়লাভ করিতে না পারি,—তবে এই কলুষভারা-ক্রান্ত শরীর পাত করিব। পতিতপাবনী সুরধুনীর নির্জ্জন পুলিনে বসিয়া, সেই বিষয় বিরাগী সদানন্দ তপস্বীকে আদর্শ করিয়া, এবং সেই অদ্বিতীয় প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যশান্তিময় চরণযুগলে নিষ্ঠা রাখিয়া, প্রায়োপবেশনে এই পাপ-শরীর পাত করিব। দেখিব, অভীষ্টসিদ্ধি হয় কি না—দয়াময়ের দয়া হয় কি না।

চিন্তাবিচলিত চিত্ত কিঞ্চিৎ স্থির হইল।—উল্লিখিত সঙ্কল্প দৃঢ়ী-ভূত,• এবং হয় সাধুর দর্শন, অন্যথা সেই সচ্চিদানন্দময় প্রকৃতি-পুরুষের শ্রীচরণোদ্দেশে শরীর-সমর্পণ, উভয়ই আরামজনক প্রতীত হওয়ায়, চিন্তাবিচলিত চিত্ত কিঞ্চিৎ স্থির হইল। অনতিবিলম্বেই অবসাদে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ভাব ধারণ করায়, তন্দ্রাও আসিয়া নয়ন-পল্লবকে নিমীলিত করিয়া দিলেন।

বলিতে শরীর এখনও পুলকিত হয়, তন্দ্রাভিভূত হইবার অল্পক্ষণ পরেই স্বপ্নের কৃপায় দেখিলাম,—আমি যেন সাধু-দর্শনে ব্যর্থকাম ও প্রায়োপবেশনে দৃঢসঙ্কল্প হইয়া প্রয়াগ-তীর্থ-বাহিনী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের অপরতীরে একটী নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট আছি। সময়— যেন শারদীয়া শুক্লা যামিনী। একদিকে ভাগীরথীর প্রাবৃট-গৈরিক বসন তখনও বিমুক্ত হয় নাই, অপরদিকে যমুনা নবঘন-শ্যাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুচারু-চরণস্পর্শনাবধি সেই যে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে,—সেই শ্যামলতায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াছে,—তাহারও বড় রূপান্তর বোধ হইল না।

স্বপ্নের প্রসাদে সহসা শারদ-কৌমুদী-রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা হাস্য-ময়ী অদৃষ্টপূর্ব্বা গঙ্গা-যমুনার সু-মিলন সন্দর্শনে মনে কত প্রকারেরই

ভাবোদয় হইতে লাগিল। একবার মনে হইল, যেন ধরাতলে শ্যাম-গৈরিক বর্ণের দুইখানি কৌমুদী-রত্ন-মণ্ডিত তরঙ্গায়িত সুন্দর মেঘ অবতীর্ণ হইয়া বায়ু-বেগে ছুটিয়া যাইতেছে—আর আমি তাহার মধ্যে পড়িয়া সুখে ভাসিয়া যাইতেছি। আবার মনে হইল, যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্রীমতীর বিরহে ব্যথিত হইয়া, বংশী-দণ্ড-সম্বল ব্যতীত সমস্ত বিষয় বিভব শ্রীরাধার নাম-রত্নাকরে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দণ্ডী-সন্ন্যাসী সাজিয়া, স্বীয় শ্যামরূপ যমুনা কলেবরে মিশাইয়া গোপনে—নিশীথ-সময়ে প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়াছেন, এবং কেবল কটিদেশে গঙ্গা-গৈরিক-বসন পরিধানপূর্ব্বক কুলকুল ধ্বনিতে, অথবা ব্রজরঙ্গিণী-চিত্ত-চঞ্চল-কারিণী বংশীর ধ্বনিতে, "রাধে কূল দাও। তোমার কালাচাঁদ অকূলে ভাসিয়া চলিল, কূল দাও।।" বলিতে বলিতে অবাধে অগাধ প্রেমজলধিতে ভাসিয়া যাইতেছেন।

বড়ই আহ্লাদ জন্মিল,—বিষয়ী মলিন মনের এই সচ্চিন্তা-প্রসূত ফল ভোগ করিয়া বড়ই আহ্লাদ জন্মিল। এইবার গঙ্গা-যমুনার মিলিত-প্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায়, মন যেন বৃন্দাবনে গিয়া দেখাইল, রাধা-প্রেম-সন্ন্যাসী রাধারমণের অভিমানিনী শ্রীমতী রাধিকা,—'রূপ, গুণ, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সকল পাইলাম, কিন্তু দেখিয়া সুখী হইবে বলিয়া, যে আমাকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইল, তাহাকে সকল সময়ের জন্য পাইলাম না কেন।" ভাবিয়া, অভিমানিনী রাধিকা,—তাঁহারই জন্য প্রাণকৃষ্ণের উল্লিখিত কঠোর তপস্যার সঙ্কল্প শুনিয়া, অবিলম্বেই উন্মাদিনীর ন্যায় গঙ্গারূপে ছুটিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে আসিলেন, এবং যমুনারূপী শ্যামসুন্দরের সেই কূল-প্রার্থি-গীত-গায়ক বাঁশীটি ধরিয়া,—"চল চল নাথ, ফিরে

চল।" কল কল মৃদু-তরঙ্গে এই স্বভাব-সুলভ প্রেম-গীত গাহিয়া শ্যামেরই সহগামিনী হইতেছেন।

মরি মরি কি অপূর্ব্ব রমণীর দৃশ্যই দেখিলাম। গঙ্গা-যমুনা-রাধা-শ্যামের কি মনোরম সঙ্গীতই শুনিলাম। এ কোথায় আসিলাম রে। আহা। এ সময় যদি আমার সেই সদানন্দ সাধু থাকিতেন, তবে এই অপূর্ব্ব-দৃশ্য—গঙ্গা-যমুনার অপার্থিব সম্মিলন* দেখিয়া, সেই ভক্তিমান্ ভাবুকের না জানি কি মহাভাবেরই আবেশ হইত। আর যদি তিনি এ সময় এখানে ধ্যানস্থও থাকিতেন, তবে ধ্যান ভঙ্গ-হইলে, আমি উল্লিখিত-রূপ দেখিয়া যাহা ভাবিলাম, তাহা বলিলেও উহা শুনিয়া, ভক্তিভাবাবেশে কত ভাল কথাই বলিতেন।— আর তেমন সদানন্দ বৈরাগীর রূপ দেখিতে পাইব কি? আর কি তাঁহার উপদেশমত পথে গিয়া সেই মদের——

আমাকে চকিত ও স্তম্ভিত করিয়া সহসা আকাশপথ আলোকিত হইয়া উঠিল। ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্না নিশায় ঝটিকা-প্রপীড়িত পথিভ্রান্ত পথিক সৌদামিনীর হাসিমুখ দেখিয়া পথ পাইবার আশায় যেমন উল্লসিত হয়,—আকাশ-পথ আলোকিত দেখিয়া, এবং সেই আলোকে অদূরে একটী মানব-মূর্ত্তি-দর্শনে আমার অন্তরও সেইরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিল। দর্শনমাত্র আমি আর স্থিরভাবে উপবিষ্ট

* শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট শুনা যায়, প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল—ত্রিবেণী 'যুক্তবেণী', এবং কলিকাতা ও শান্তিপুরের মধ্যগত উক্ত নদীত্রয়ের পার্থক্যস্থল—ত্রিবেণী 'মুক্তবেণী', তীর্থ জগৎ প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের আর তেমন ভক্তি নাই বলিয়াই হউক, অথবা কাল-মাহাত্ম্যেই হউক, কোনস্থানেই সরস্বতীর অস্তিত্ব বোধ হয় না বলিয়াই আমরা (জল স্রোতোমাত্র বিশ্বাসে) গঙ্গা ও যমুনার মিলন দেখিয়া থাকি।

থাকিতে পারিলাম না। যেন কোন আত্মীয়ের প্রাণগত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং সমীপবর্ত্তী হইয়াই আনন্দ-বিস্ময়-বিহ্বল-ভাবে সেই মূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলাম।

পাঠক পাঠিকে। এই আগন্তুক ব্যক্তি কে, বুঝিয়াছেন কি? ইনি সে-ই সাধু। কলিকাতা বাগ্‌বাজারের গঙ্গাতীরে সেই যে প্রেমোন্মত্ত সাধুকে আপনারা একবার দেখিয়াছিলেন,—যাঁহার পুনর্দর্শন-লাভানন্তর মদ্য-প্রাপ্তির আশায় এই ব্যক্তি এত ব্যাকুল, এমন কি প্রাণত্যাগে পর্য্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল,—ইনি সে-ই সংসার-বিরাগী পরমার্থ-প্রিয় সদানন্দ সাধু।

সাধু, পদতলে পতিত দেখিয়া আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক ব্যগ্রতা-ব্যঞ্জক অথচ ধীরস্বরে কহিলেন,—"ভাই। তোমার একাগ্রতাপূর্ণ আহ্বান-বলে আমি আর দূরে থাকিতে পারিলাম না। উঠ, ব্যাকুলতা ত্যাগ কর, আমার নিকট বিনতি-প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। বল, কি জন্য আমায় স্মরণ করিয়াছ।"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।—'কাতরের প্রতি কৃপাময়ের কৃপা এত' ভাবিয়া,—পূর্ব্বের সেই মিলন-সুখ হইতে বিরহ-যাতনা পর্য্যন্ত ভাবিয়া,—সেই মদের আনন্দ এবং প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যশান্তিময় অঙ্কের আশ্রয় লাভ পর্য্যন্ত ভাবিয়া, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কোন কথাই বলিতে পারিলাম না।

আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই দয়ালু সাধু সদয়-ভাবে বলিলেন,—"ভাই। আর ভাবিও না, এখন তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর। হৃদয় এমন ব্যাকুল না হইলে—প্রাণকে পূর্ণানন্দ-প্রদ-মদিরায় মাতোয়ারা করিবার জন্য এমন পিপাসা না হইলে,—সেই মদ পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগে দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ না হইলে,—কি দয়াময়ের দয়া লাভ করিয়া এমন অপার্থিব-আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় ?"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। হৃদয়ের জানা না জানাইয়া, প্রাণের কামনা না প্রকাশ করিয়া, রসনাও আর স্থির থাকিতে পারিল না। কম্পিতকণ্ঠে কহিলাম,—"ঠাকুর। আর এ অধমকে পরীক্ষা কেন ? এ সময় আমার আর কি ছার্ কামনা আছে প্রভু। আমার অন্তরের যাহা একমাত্র কাম্য,—যাহা হইতে আনন্দ-লাভ করিয়া আপনি এমন উল্লসিত হইতে পারিয়াছেন—যাহার নেশার শক্তিতে সদানন্দ-সদানন্দময়ীর মিলিত কোলে আশ্রয় পাওয়া যায়,—এবং সে দিন স্বপ্নযোগে বান্ধববর্গের কৃপায় আমি যে আনন্দ-দায়িনী সুধার আস্বাদ পাইয়াছি,—সেই মদিরার সন্ধান ব্যতীত আমার যে আর এখন কোন কামনাই নাই, তাহা ত আপনি বুঝিতেই পারিয়াছেন। নতুবা আপনার সত্যনিষ্ঠ রসনা এসময় ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে কেন ?"

সাধু হাসিয়া বলিলেন,—"ভাই। গুরুত্ব জগদ্‌গুরুতেই সমর্পণ কর। শক্তি, ঐশ্বর্য্য, অধিকার, সর্ব্বস্ব তাঁহারই। তাঁহার করুণা-সৃষ্ট-ক্রীড়নক এই মানব শরীর-যন্ত্র হইতে তুমি যদি কিছু শুনিবার বাসনা কর, তাঁহারই শক্তিতে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। সৌভাগ্য-দৃষ্ট-স্বপ্ন-যোগে ও বান্ধববর্গের প্রসাদে সেই মদের স্বাদ পাইয়া তল্লাভার্থ চঞ্চল হইয়াছ দেখা যাইতেছে,—মদ খাইয়া সকল ভুলিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে জগদ্‌গুরুর শান্তিময় অঙ্কে চির-বিরাম লাভ করিতে চাও বোধ হইতেছে,—আমিও তাহাই চাই। এখন তদ্বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাস্য কি আছে বল।"

আহা, ভাই স্বপ্ন। তোমাকে এমন মনোমোহন কুহক-মন্ত্র কে

শিখাইল বল ত ? তুমি সংসার-বাসী জীবকে আপনার মোহ-গ্রন্থি-সম্বদ্ধ সু-বিশাল বাগুরায় ঘেরিয়া, আবার তাহারই অভ্যন্তরে নূতন নূতন স্বপ্ন দেখাইয়া একবার হাসাইতে, আবার তৎক্ষণাৎ কাঁদাইতে পার,—কোন্ কুহকী তোমাকে এ কুহক শিখাইল বল ত ? তিনি যিনিই হউন, তাঁহার কৃপায় তুমিও ধন্য হইয়াছে। তোমার এক কুহক-দৃশ্যে, কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মদ খাইবার বাসনা হওয়ায়, পরদিন প্রাতে কলিকাতার গঙ্গাতীরে গিয়া শেষ কি মর্ম্ম-বেদনা পাইয়াই কাঁদিয়াছিলাম।—আবার সেই তোমারই আর এক দৃশ্যে, প্রয়াগতীর্থের গঙ্গাযমুনা-মিলন-স্থলের কি মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া, কাহার সঙ্গে, কি ভাবে দাঁড়াইয়া, কিসের কথা শুনিয়াই, আনন্দে অভিভূত হইতে পারিয়াছিলাম।—আবার এখন এই বর্ত্তমান জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থাতেই বা তুমি আমাকে কি ভাবে বাধিয়াছ। কেমনে বুঝিব চক্রধরের এ কি চক্র।।

পরিচয়-কাণ্ড।

দূর হউক স্বপ্নের মাহাত্ম্যবর্ণন। স্বপ্ন-যোগে সদানন্দ সাধুর অভয় সূচক আদেশ পাইবার পর উভয়েই সেই সংসার-কোলাহল-শূন্য মিলিত-গঙ্গা-যমুনা-তীরে বসিলাম। অনন্তর স্থিরভাবে সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট পরমানন্দ-প্রদ মদ্য-লাভোদ্দেশে-যাত্রার সহায় বান্ধবগণের, মদ্যের, এবং মদ্য-পানানন্তর-কালীন ঘটনার, তত্ব জানিবার জন্য সেই স্বপ্নের প্রথম উল্লাস হইতে সঞ্চিত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর। সেই তপোবনে উপস্থিত হইয়া (৭।৮ম পৃষ্ঠাঙ্ক) শূন্যে, শৈশব-সুহৃদ্রূপী যে নগ্ন-শরীর শিশুগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাঁহারা শূন্যদেশে একবার মাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়াই, আমাকে তাঁহাদের দীর্ঘ বিরহ ও মদ্যপান দ্বারা তাঁহাদের সহিত পুনর্মিলনের কথা, একখানি পত্র-দ্বারা অবগত হইবার ইঙ্গিত করিয়াই, চপলার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কে? এবং কেনই বা ঐ-ভাবে দর্শন দিয়া অত শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন? বলিয়া আমার সন্দেহভঞ্জন ও কৌতুহল চরিতার্থ করুন।"

আমার আগ্রহ দর্শনে সাধু সহাস্যবদনে বলিলেন,—"ভাই। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গণকেই আমরা আমাদের শরীর ও মনোরাজ্য-পালনের নিরন্তর-সহচর কর্ম্মচারিরূপে দয়াময় বিশ্ব-বিধাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে সুমতি, দয়া, সত্য, বিবেক, উপচিকীর্ষা, ভক্তি প্রভৃতি শুভবৃত্তিগুলিই আমাদের নিরন্তর-সহচর বান্ধব। কাম-ক্রোধাদি কর্ম্মচারিগণ এই বান্ধব-

গণের অনুগত থাকিয়া শরীর ও মনোরাজ্যের কার্য্য সাধনকালে যদিও অসদ্ব্যবহার করিতে পারেন না বটে, কিন্তু ইহাঁরা যদি কোন সুযোগে উক্ত বান্ধব-বর্গের উপর আধিপত্য করিতে পান, তবে বিষম শত্রুরূপে রাজ্য বিশৃঙ্খল, এমন কি বান্ধবগণকে রাজ্যচ্যুত ও বিদূরিত করিতেও যে সমর্থ, তাহা ত আর আমাদের অজ্ঞাত নাই। ভাই! শত্রুদলের প্রবলতায়, বান্ধবগণের অধিকার-হীনতায়, আমরা যেরূপ মলিন, শক্তিহীন ও নিরানন্দ হইয়াছি, তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ! প্রাণ যে আর নিরানন্দ-জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া মদ খাইয়া আনন্দ-লাভের জন্য কেমন ব্যাকুল হইয়াছে তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। দুর্গতি দূরীভূত করিয়া সদানন্দে কালযাপন করিতে সকলেরই বাসনা। দুর্গতি বা দুঃখজ্বালা এবং আনন্দ* এই উভয়কে প্রকৃত ও পূর্ণরূপে যাঁহার উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ বেদনার বেদনা এবং আনন্দের আনন্দ, উপলব্ধি বা আস্বাদ করিবার মত যাঁহার শক্তি আছে, তিনিই জ্বালা জুড়াইবার জন্য সরল-পথে আনন্দের দিকে অগ্রবর্ত্তী হন, এবং ক্রমে সেই মদ খাইয়া সদানন্দ লাভ করিয়া জুড়াইতে পান। আর যাঁহারা শত্রুর অধীনতা-হেতু শক্তিহীন, চৈতন্যশূন্য অথবা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের [illegible]নন্দ-লাভের আশার সফলতা বহুকাল বা বহুজন্ম [illegible] নাই।

ভগবানের ইচ্ছা [illegible] একান্ত চেষ্টায় এবং কোন সুকৃতিফলে, আন[illegible] বারুণী-সেবায় তোমার প্রকৃত অনুরাগ হওয়ায়, [illegible]প্নের সাহায্যে সত্য, বিবেক, দয়া,

* প্রকৃত আনন্দ কি, এবং কিরূপে উহা লাভ হয়, তদ্বিবরণ 'আনন্দ-তুফান' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

উপচিকীর্ষা প্রভৃতি তোমার অন্যান্য হৃদয়বান্ধবগণ, একবার তোমাকে দর্শন দিয়া ও মদ থাইবার আদেশ-পত্র প্রদান করিয়া, তোমার সহিত মিলনের কামনা ও উপায় জানাইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এখন বান্ধবগণের পবিচয় পাইলে ত?"

আমি আহ্লাদিত হইয়া বলিলাম,—"ভাল, মহাশয়। বন্ধুগণ শূন্যে শিশুরূপে ও নগ্নশরীরে দর্শন দিলেন কেন?"

সাধু উত্তর কবিলেন,—"তোমার সৌভাগ্যক্রমে সুমতি-সখী যখন তোমাব মদ থাইয়া নিত্যানন্দে হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার কামনা বলবতী করেন, তখন তোমার হৃদয়াধিকাবী বিপক্ষ সহচর বা শত্রুগণ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। প্রবলাবস্থায় তাহারা হৃদয়ের যত স্থান অধিকার কবিয়াছিল, সঙ্কুচিত হওয়ায় সেই স্থানেব উপরিভাগ 'শূন্য' না হইয়া আব কি হইবে ভাই? এবং ঐ শূন্য স্থান দেখিয়াই তোমার বান্ধবগণ আপনাদের অতুলনীয় তেজঃপ্রভায় সেই শূন্যদেশ আলোকপূর্ণ করিয়া তোমাকে দর্শন দিযাছিলেন। যেখানে বিপুগণ সঙ্কুচিত, সেইখানেই তাঁহাদেব সমুজ্জ্বল প্রকাশ। আর যখন তোমার প্রাণ সুমতি-সখীব চেষ্টায় মদ থাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তখন উহা শিশুব প্রাণেব ন্যায় সরল, নিষ্কলঙ্ক ও নির্ব্বিকার ছিল বলিয়াই, তাঁহাবা সদানন্দ-প্রফুল্ল নগ্ন-শিশুরূপে তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। এখন বুঝিয়াছ?"

আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। মনে মনে ঐ মাতাল ব্রাহ্মণকে ভক্তিভাবে প্রণাম কবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভাল ঠাকুর! ইহাও ত আপনাব কৃপায় একপ্রকার বুঝিলাম। আচ্ছা, বান্ধবগণ সেই মদ থাইবার আদেশ পত্রের এক স্থানে (৮ম পৃষ্ঠাঙ্ক) বলিয়াছেন,—'এখন আমরা তোমা হইতে অনেক দূরদেশে আসি-

য়াছি—অনুসন্ধানপূর্ব্বক মদ খাইতে না পারিলে আমাদের সহিত পুনর্মিলন অসম্ভব।' এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই দেশ কোথায়? এবং সেই মদই বা কোথায় পাওয়া যায়? অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া এই অধমকে চরিতার্থ করুন।"

সাধু বলিলেন,—"ভাই। সে দেশ আর কোথাও নহে—তোমার হৃদয়রাজধানীর অন্তর্গত আনন্দ-ধাম সেই দেশ, এবং সেই আনন্দ-ধামই তোমার প্রার্থিত মদ্য-প্রাপ্তির অদ্বিতীয় স্থান। তবে যে বান্ধবগণ 'দূরদেশে আসিয়াছি' বলিয়াছেন, তাহার কারণ হৃদয়াধিকারী রিপুগণের অধীনতায় প্রাণিগণ ক্রমশ এমন অধোগত হয় যে, হৃদয়রাজধানীস্থ আনন্দ-ধামকে তাহারা বহু দূরবর্ত্তী বোধ করে, কিন্তু সুমতির সাহায্যে সদবৃত্তিরূপ উন্নতবান্ধবগণকে পাইবার জন্য অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ধীরে অধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচনপূর্ব্বক (উন্নত হইয়া) একবার সেই আনন্দধাম-গমনে সমর্থ হইলে, সে দূরত্ব বোধ থাকে না,—মদের দোকানেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এখন তুমি বান্ধবগণের পত্রের মর্ম্ম বুঝিলে কি?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ, এখন বেশ বুঝিয়াছি। পূর্ব্বে এ ব্যাপার যত বিস্ময়জনক ও দুঃসাধ্য ভাবিয়াছিলাম, এখন তদপেক্ষা অনেক সহজও মনে হইতেছে। ভাল মহাশয়, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—মদ অনুসন্ধান করিতে করিতে যখন (১৯শ পৃষ্ঠাঙ্ক) আমি একটী পরম-রমণীয় প্রদেশে বা আপনার কথিত আনন্দ-ধামে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময় সেই স্থান হইতে প্রথমে একটী সুমধুর শব্দ শুনিয়া উহা স্ত্রীপুরুষের মিলিত কণ্ঠস্বর বোধে তন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম, এবং শেষে তাহা মদ্য পানার্থিগণের আহ্বান সূচক ধ্বনি (২০।২১ পৃষ্ঠাঙ্ক) জানিয়া,

হৃষ্টচিত্তে অভীষ্ট লাভোদ্দেশে মণিপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া যে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্ত্রী-পুরুষ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, তাঁহারা কে? বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।"

সাধু বলিলেন,—"ভাই! যে সুমতির কৃপায় তুমি প্রথমে শূন্যে বা উচ্চপ্রদেশে সত্য বিবেকাদি বান্ধবগণের দর্শন ও মদ্য-পানের আদেশ-পত্র পাইয়াছিলে, স্ত্রীমূর্ত্তি তোমার সেই পরমোপকারিণী সখী 'সুমতি'; এবং ঐ মহাশক্তিধর পুরুষ সুমতির স্বামী 'সত্য'। সুমতি ও সত্য মদ্যপানার্থিবর্গকে মদ খাওয়াইয়া, সকল জ্বালা ভুলাইয়া, সদানন্দ প্রদানের জন্য নিরন্তরই আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহার মদ খাইবার একান্ত কামনা হয়, এবং যে ব্যক্তি শত্রু-সমাজের অধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া সেই 'সূক্ষ্ম' বা সাধন পন্থা অবলম্বনে সমর্থ হয়, সেই তাঁহাদের আহ্বান শুনিতে পায়,—বুঝিয়াছ ত?"

"নিত্যানন্দপ্রদায়িনী মদিরাপানে আনন্দিত করিবার জন্য সুমতি ও সত্য জীবগণকে সর্ব্বদাই আহ্বান করিতেছেন"—এই ব্যাপারের রহস্য সাধু-মুখে সুস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াই হর্ষে আমার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম সাধু নিশ্চয়ই সেই মদ্যপানে আনন্দিত হইয়াছেন, নতুবা এ পাষণ্ডকে এ তত্ত্ব এমন করিয়া আর কে বুঝাইতে পারিত? মনে মনে আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম,—"ঠাকুর! আপনার অনুগ্রহে সুমতি ও সত্যের ত পরিচয় পাইলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, সত্যের ইঙ্গিতে সুমতি (২৩ পৃষ্ঠাঙ্ক) আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই 'মণিপুর' নামক আবাস-মধ্যে প্রবেশ করিলে আমি তথায় সেই নিরন্তর প্রার্থনীয় মদ্যপূর্ণ সুসজ্জিত দোকান দেখিতে পাইয়া-

ছিলাম। সেই দোকানের অধিকারী সানন্দ-প্রশান্ত-বদন যে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষমূর্ত্তি সস্নেহবচনে আমাকে 'শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি অপনোদিত হইলেই মদ খাওয়াইয়া দিব' এই আশ্বাস দিয়া আমার হস্তধারণপূর্ব্বক সেই রমণীয় স্থানস্থিত দিব্যাসনের একদেশে উপবেশনের আদেশ করিয়াছিলেন, যাঁহার সেই পবিত্র করস্পর্শে আমার শরীর ও মনের মধ্যে একপ্রকার—অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হওয়ায় আমি নিশ্চেষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই দয়ালু ব্যক্তিটী কে? বলিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সুস্থ করুন।"

সাধু হাসিয়া বলিলেন,—"ভাই! একটু চিন্তা করিলে তুমি আপনিই ঐ মদ্য-প্রদাতা ব্যক্তিকে চিনিতে পারিতে। যে ব্যক্তি সুমতি ও সত্যের শক্তি ও গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগকে আদর করিতে পারেন, মদ্যপ্রদাতাকে চিনিবার জন্য তাঁহার আর অন্যের সাহায্য-গ্রহণ আবশ্যক হয় না। তবে তুমি যখন ঐ মদ্য-প্রদাতার পরিচয় পাইবার জন্য ভাবিবার শ্রমটুকু স্বীকার না করিয়াই, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন শুন,—ঐ মদ্যপ্রদাতা ব্যক্তির নাম 'বিবেক'। সুমতি ও সত্যের আহ্বানে জীবাত্মা বা প্রাণ যখন নিত্যানন্দ-লাভ-লালসায় মদ খাইতে আসিয়া ঐ 'বিবেক'-বান্ধবের শরণাপন্ন হন, তখন বিবেক প্রীতিপূর্ণভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করেন, অথবা আপনিই তৎকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া থাকেন, এবং যদি আগন্তুক মদ্যপানার্থীর চিত্ত বিষয়-চিন্তায় অথবা দুষ্কৃতিজ্বালায় তখনও চঞ্চল দেখেন, তবে 'মদের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া' তাঁহাকে সেই আনন্দ-ধামেই কিয়ৎকাল স্থির, শান্ত, সমাহিত বা এক-চিত্ত ভাবে বিশ্রামার্থ উপবেশনের আদেশ করিয়া থাকেন। বিশ্রাম-লাভের পর মদ খাইলে আনন্দলাভ পক্ষে আর

কোনপ্রকার বিঘ্নেরই সম্ভাবনা থাকে না। মদ্য-প্রদাতা বিবেক বান্ধবের এই অভিপ্রায়, বুঝিয়াছ ভাই?"

আমি বলিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ, এখন বুঝিলাম। বিবেক মহাশয়ের কৃপা ব্যতীত কেহই যে মদ খাইতে পায় না, তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাহাদের প্রাণ সুমতি ও সত্যের আহ্বানে বিবেক-বন্ধুর সমীপস্থ ও শরণাগত হয়, তাহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির নিজের পৃথক্ পান-পাত্র না থাকে তবে কি সে মদ খাইয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে পাইবে না?"

সাধু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"না। সে মদ মাতাপিতাদি সকলে একসঙ্গে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে সেবন করা যায় বটে, কিন্তু পরস্পর কাহারও উচ্ছিষ্ট পান-পাত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। এই পান-পাত্রের নাম কি জান?—'সরলতা'। জীব এই সরলতা-রূপ পান-পাত্রের সাহায্যে মদ্যপান করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করিবে, এই অভিপ্রায়ে দয়াময় বিশ্ব-বিধাতা সকলকেই উহা দান করিয়াছেন। ব্যবহার-দোষে নিষ্প্রভ বা অকর্ম্মণ্য হইলে বিবেক-বান্ধব উহা নির্ম্মল ও লঘু* করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু শত্রুকর্ত্তৃক সরলতা-

* যাদৃশ দুষ্কৃতি-নিরত ব্যক্তিগণ সরলতার সদ্ব্যবহার করিতে অশক্ত। কারণ আমাদের হৃদয় রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর রিপুগণ সরলতার সদ্ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং রিপুর অনুমোদিত কোন কার্য্য করিয়া, তাহা আমরা সরলভাবে প্রকাশ করিতে শক্তি পাই না, সরলতাও এইজন্য মলিন, নিষ্প্রভ ও গুরুভার বোধ হয়। কিন্তু বিবেক-বান্ধবের কৃপা হইলে আমরা অনায়াসেই সরলভাবে আমাদের দুষ্কৃতি, সাধারণের নিকট স্বীকার ও তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি। এই উপায়ে সরলতা-পান-পাত্র নির্ম্মল ও লঘু হইয়া আসিলে আনন্দ-ধামে বসিয়া সকল শ্রান্তি অপনোদনানন্তর সেই মদ্য-পানে নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারি।

পান-পাত্র অপহৃত (বিকার-হেতু কুটিলতায় পরিণত) হইলে, উহার পুনর্লাভকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত আর মদ্যপানের কোন উপায়ই থাকে না। সুতরাং 'অপহৃত হইবার ভয়ে' মদ্য পানাভিলাষী যে ব্যক্তি বিবেক-বান্ধবের শরণাগত থাকিয়া, সরলতা-রূপ সু-নির্ম্মল পান-পাত্রটী সযত্নে রক্ষা করিতে সমর্থ হন, এবং উহা নতভাবে পাতিয়া, একচিত্ত-চিত্তে আনন্দ-ধাম-সীমাস্থ মণিপুরের মদের দোকানে বসিতে পারেন, তিনিই মদ খাইয়া নিত্যানন্দলাভের অধিকারী হন। বুঝিয়াছ ভাই? ইহা অপেক্ষা আর অধিক সরল করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।"

আমি কহিলাম,—"ঠাকুর। আপনি এখন আমার সম্মুখে বিরাজিত থাকিয়া শরীর ও মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় অশ্রুতপূর্ব্ব কথা সকল বলিতেছেন বলিয়াই আপনার সু-গভীর-ভাব-প্রসূত ভাষা এক-প্রকার বুঝিতেছি বটে, কিন্তু আপনাকে হারাইলে আমার ধারণা-শক্তি আর এরূপ প্রখর থাকিবে কি? যাহা হউক, মদ্য-প্রদাতা দয়ালু বিবেক-বান্ধব ত আমাকে সমাদরে আপনার পার্শ্বে কিছুক্ষণ বসাইয়া বিশ্রামের পর সেই অমৃত-মদ খাওয়াইয়া দিলেন (২৮শ পৃষ্ঠাঙ্ক), আমারও সকল জ্বালা জুড়াইয়া 'নবীভূত' প্রাণে আনন্দের উদয় হইল,—অনেকদিনের আশার নেশা জমিয়া আসাতে আকাজ্ক্ষাও তাহার একমাত্র কাম্য বাল্যবন্ধুগণের সহিত মিলন-প্রার্থনায় নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু অমন সু-সময় সেই বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ-ধামে 'পূরা-মাতালের' ন্যায় প্রশান্তভাবে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইতে পারিলাম না কেন? ভাজনাখোলার প্রতপ্ত বালুকায় নিপতিত ধান্যের শস্য যেমন খৈ-রূপে ফাটিয়া বাহির হইলে, আর কোনক্রমেই তাহাকে পূর্ব্বের আধার—তুষের মধ্যে প্রবেশ করান

যায় না, মদ খাইয়া আমি আনন্দ-ধাম হইতে কোন্ তাপে সেইরূপ ছুটিয়া বাহির হইয়া বহু যত্নেও আর তথায় প্রবেশ করিতে পারিলাম না? সেই মণিপুরের অমূল্য মদের দোকান ও বিবেক-সখার সঙ্গ ছাড়িয়া যখন অনেকদূরে—অনেক নীচে—আসিয়া পড়িলাম, তখন সেই যে আমার কৃষ্ণবর্ণ বাল্য-সহচরটী, যাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আনন্দ-ধামে গিয়া বিবেকের কৃপা-প্রদত্ত মদ খাইয়াছিলাম, সেই দুষ্ট-সঙ্গীই বা আবার কোন্ সাহসে আমাকে আক্রমণপূর্ব্বক, তত সাধের তেমন আনন্দে বাধা দিতে পারিল? আমি ত মদ খাইয়া বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিয়া সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ প্রকৃতি-পুরুষের নিত্য-শান্তিময় অঙ্কাশ্রয়ই প্রার্থনা করিতেছিলাম, তবে দয়ালু বিবেক-বান্ধব কেন আমাকে সেই আনন্দ-ধামে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না? আমি যে দুর্ব্বল ও অসহায় অন্তর্যামীর ত তাহা অজ্ঞাত নাই, তবে এ অধমের প্রতি অমন সময়েও আবার দয়াময়ের কিরূপ পরীক্ষা হইল মহাশয়? বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শরণাগত কাঙালের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াও, অভাগার কোন্ কর্ম্মদোষে আবার পাষাণ হইলেন?—ঠাকুর। আমার এই শেষ সংশয় কয়টী ভঞ্জন করিয়া দিন, আর কোন প্রার্থনা নাই।"

ভ্রান্তের এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শুনিয়াই হউক, অথবা কোন্ কারণে জানি না, সাধু ক্ষণকাল স্থির ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। আমি ভয় পাইলাম,—সদানন্দ-প্রফুল্ল সাধুর বদন চিন্তায় গম্ভীর দেখিয়া,—আমি ভীত হইলাম। কিন্তু ক্ষণবিলম্বেই তিনি আমার সেই ভয়-ভঞ্জন-সঙ্কল্পেই যেন, ধীর-মধুর-স্বরে বলিলেন,—"ভাই। চঞ্চল হইও না। ধীরভাবে তোমার প্রশ্ন-সমূহের উত্তর শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং আবার এখনও বলিতেছি,

আমার এই শরীর বিধাতার কৃপা-সৃষ্ট ক্রীড়নক জড়-যন্ত্র মাত্র—ইহার যন্ত্রী তিনিই। এই যন্ত্র হইতে যদি কিছু মধুর স্বর শুনিতে পাও, বুঝিও ইহা তিনিই বাজাইতেছেন। অতএব সর্ব্ব শক্তিমান্ সর্ব্বাধিকারী বা সর্ব্বেশ্বরেই বিশ্বাস করিয়া, আমাকে ভুলিয়া যাও,—অক্ষুণ্ণ ধারণাশক্তি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

"সুমতি ও সত্যের আহ্বানে তুমি মণিপুরস্থিত মদের দোকানে গিয়া বিবেকের প্রসাদে মদ খাইয়া 'আনন্দ' লাভ করিতে পারিয়াছিলে বটে,—'বান্ধবগণের সহিত মিলিয়া', আনন্দে বিহ্বল হইয়া, তোমার চিত্ত সে সময় অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-লাভের কামনা করিয়াছিল তাহাও স্বীকার করি—কিন্তু ভাই! তন্দ্রাবস্থায় নিমীলিত-নয়নে স্বপ্ন সাহায্যেই ঐ ঘটনা হইয়াছিল—জাগ্রদবস্থায় নহে। জাগ্রৎ, জীবিত না, জ্ঞান-নেত্র-বিকসিত অবস্থায় যদি তোমার ঐ মহা-মোহ নাশ উদয় হইত—ঐ পূর্ণানন্দ-প্রদায়িনী মদিরা পান করিতে পারিতে, তবে দেখিতে, নেশায় বিভোর হইয়া,—পূরা মাতাল হইয়া,—অনন্যভূতপূর্ব্বক আনন্দভরে অবনত, প্রফুল্ল ও প্রশান্ত ভাবে অভিভূত হইয়া সেইখানেই চিরদিনের মত ঢলিয়া পড়িতে, কোন তাপই আর তোমাকে তাড়না দ্বারা,—দূরীভূত করা দূরে থাকুক,—আসন-ভ্রষ্ট করিতেও সমর্থ হইত না।

"আচ্ছা ভাই! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, স্বপ্ন যোগে মদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, যখন তুমি প্রমত্তভাবে সেই মণিপুরের দোকান হইতে বহির্গত হইয়াছিলে,—যখন তোমার সেই কৃষ্ণবর্ণ কুটিল বাল্য-সহচর তোমার মদ্য-পানানন্দের সংবাদে অবিশ্বাস করায় (৩১।৩২শ পৃষ্ঠাঙ্ক) তুমি সেই সঙ্গীর বিশ্বাসোৎপাদন-জন্য আবার মদ্য-সংগ্রহের সঙ্কল্পে দোকানের উদ্দেশে ভ্রমণ

করিয়াছিলে এবং ঠিকানা হারাইয়া ব্যাকুলভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে সকলের কৃপা ভিক্ষা করিয়াও মদ্য-লাভে সিদ্ধমনোরথ হইতে পার নাই, তখন তোমার সেই সহচরকে কি উপায়ে তুষ্ট করিয়াছিলে তাহার কিছু স্মরণ আছে কি?"

আমি আগ্রহসহকারে কহিলাম,—"আজ্ঞা হাঁ, বিশেষ স্মরণ আছে (৩১।৩২শ পৃষ্ঠাঙ্ক)। আমি মদ খাইবার পর, নাচিতে নাচিতে আনন্দ-ধাম সীমা হইতে বাহির হইবামাত্রই কোন্ পাপে জানিনা, পথে আমার সেই কৃষ্ণবর্ণ সহচরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহার অনুরোধে তাহাকে, এবং তজ্জাতীয় স্বজনবর্গকে সেই মদ খাওয়াইয়া আমারই মত আনন্দিত করাইবার দুরাশায়, আবার দোকানের উদ্দেশে ধাবিত হইয়া, 'প্রকৃত পথ' হারাইয়া, সেই নগর-বাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই, ব্যাকুলভাবে বারংবার 'সেই মদের' সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেকরিতে, শ্রান্তিবশতই হউক, অথবা কোন্ কারণে জানি না, সহসা আমার শরীর অবসন্ন ও কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

"মোহিত অবস্থায় বোধ হইল, সেই তপোবনে বাল্যবন্ধুগণের দর্শনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে, আকাশে যেরূপ আলোক দেখিয়াছিলাম, শূন্য-দেশ আবার সেইরূপ আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু সেই আলোক মধ্যে কোন বন্ধু বান্ধব, দেব-দেবী বা অন্য কোন মূর্ত্তিই দেখিতে পাইলাম না। অথচ অবিলম্বেই কে যেন শূন্যে অলক্ষিত-ভাবে থাকিয়া দৈববাণীর ন্যায় অনেক উপদেশ দিয়া আমাকে সেই সঙ্গি-গণের জন্য মদ্য-সংগ্রহের উদ্যমে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন, শেষে বলিলেন—'বাল্যবন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য মদ খাইয়াছ, এখন অন্য সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে তাঁহাদেরই

তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তাঁহারাও তোমার সহিত মিলন-জন্য চঞ্চল হইয়াছেন' (৩৩।৩৪ পৃষ্ঠাঙ্ক)।

"দৈববাণী হইতে এই মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ,—বিশেষতঃ 'বাল্য-বন্ধুগণ আমার সহিত মিলন-জন্য চঞ্চল হইয়াছেন'—শ্রবণে, আমি তথনকার মদ্য-সংগ্রহের চিন্তা ভুলিয়া,—কোন্ দেবতার কৃপায় এই দৈববাণী শুনিলাম? এবং আমার সেই বাল্যবন্ধুগণই বা কোথায়?—জানিবার আশায়, বিনীত ভাবে সেই অদৃষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলাম; অবশেষে তাঁহারই অনুগত ভাবে বান্ধব-মিলনার্থ যাত্রার সঙ্কল্পে তদীয় দর্শন ভিক্ষা করিলাম।

"আমার প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে সৌভাগ্য-ক্রমে গলিত-কাঞ্চন-কান্তি শ্বেতাম্বর-পরিহিত প্রীতি-প্রফুল্ল-সুন্দর-বদন একটী সুকুমার কিশোর পুরুষ-মূর্ত্তি—না জানি কোন্ দেবতা,—সেই শূন্যস্থ আলোক-মধ্যে দর্শন দিলেন। অমনি আমার চৈতন্য হইল (৩৪শ পৃষ্ঠাঙ্ক)।—ঠাকুর! তিনি কোন্ দেবতা, কাঙালের প্রতি এত কৃপা করিলেন, বলিয়া দিবেন কি? আচ্ছা পরে বলিবেন, অগ্রে আমার বক্তব্য শেষ করি।

"মূর্চ্ছান্তে চৈতন্যলাভ করিয়া চাহিয়া দেখিলাম,—কি আশ্চর্য্য! —আমার সেই কৃষ্ণবর্ণ কুটিল সহচর আমার বিনা চেষ্টাতেই, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও, সেই ক্রূর আমার সঙ্গ ত্যাগ করায় আমি তখন যেন মৃত-দেহে নূতন জীবন পাইলাম।"

আমার কথাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া, সাধু বলিলেন, —"এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শুন। তোমার সেই কুটিল সহচর ও তাহার পরিজন-বর্গকে মদ খাওয়াইবার জন্য, 'প্রাণপণ চেষ্টা

করিলেও মদের দোকানের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যর্থকাম হইবে' বলিয়া যে দেবতা অলক্ষিতভাবে তোমাকে উপদেশ এবং শেষে দর্শন দিয়া চৈতন্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'বিশ্বাস', এবং তোমার সেই কুটিল সঙ্গীর নাম 'সংশয়'। বিশ্বাস তোমার প্রাণের প্রিয়-বান্ধব। তুমি তাঁহাকে 'প্রভু' ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত-সম্ভাষণাদি করিয়াছিলে বলিয়া, তিনি তোমায় 'সুহৃদ্' বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেও, সংশয়ের সহবাসহেতু তখন তাঁহাকে চিনিতে পার নাই। পরে যখন 'বিশ্বাস' তোমার প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া, কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে দর্শন দিলেন, তখন তাঁহারই ভয়ে 'সংশয়' তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।

"এখন তুমি জানিতে চাও, মদ খাইবার পর কোন্ কারণে তুমি আনন্দ-ধাম হইতে বহির্গত হইয়াছিলে, এবং বহু চেষ্টাতেও কেন আবার আনন্দ-ধামে প্রবেশ করিতে পার নাই, আর কেনই বা 'বিবেক' তোমাকে তথায় ধরিয়া রাখেন নাই? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন্ নহে। স্বপ্নযোগে তুমি বিবেক-প্রদত্ত মদ খাইয়াছিলে, জাগ্রদবস্থায় নহে—স্মরণ রাখিও। জাগ্রদবস্থায় বা এই বর্ত্তমান সময়ে তোমার প্রাণের যেরূপ অবস্থা,—যেরূপ বিষয়াসক্ত বা রিপু-বশীভূত, সুতরাং শোক, তাপ, বেদনা, জ্বালা, মালিন্যাদি মিশ্রিত অবস্থা,—স্বপ্নাবস্থায় প্রাণে সঙ্কুচিতভাবে ঐ সকলের মূল বা বীজ বর্ত্তমান থাকায়, সত্য বিবেকাদি প্রসন্ন হইয়া মদ্য প্রদান করিলেও, মদ খাইবার পর তাহার নেশা বা আনন্দ প্রগাঢ় হইবার পূর্ব্বেই, প্রাণের মধ্য হইতে প্রচ্ছন্নভাবে ধীরে ধীরে 'সংশয়' সমূর্ত্তিমান্ হওয়ায়,—'এ নেশা স্থায়ী হইবে কি না?' 'বাল্য-বন্ধুগণের দর্শন পাইব কি না?' এইরূপ আলোচনায়

প্রাণকে কলুষিত বা আন্দোলিত করায়*, আনন্দ-ধামে শান্তভাবে অবস্থিতির বা আনন্দ-সম্ভোগের অনুপযুক্ত বোধে,—অথবা নিম্ন-কর্ম্মচারী সংশয়ের সহিত বিবেক মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা না থাকায় সেই সংশয়েরই সহচর জানিয়া, অনধিকারি-বোধে, বিবেক তোমাকে আনন্দ-ধামে ধরিয়া রাখেন নাই, এবং তুমিও তথা হইতে তজ্জন্যই বাহির হইয়াছিলে। তার পর যতক্ষণ না বিশ্বাস-সখার দর্শন পাইয়া সংশয়-মুক্ত হইতে পারিয়াছিলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা, চীৎকারেও যখন আর আনন্দ-ধামে প্রবেশ করিতে পার নাই, তখন বিশ্বাসের সহবাস অভাবই যে আনন্দ-ধাম প্রবেশে অসমর্থ হইবার কারণ, তাহাও কি আবার বলিয়া বুঝাইতে হইবে ভাই? জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারেই সদসদ্ গতি লাভ করিয়া থাকে জানিও; আমাদের পরম সুহৃদ বিবেকের শক্তি নাই, অথবা দয়াময়ের দয়ার অভাব, ইহা ভাবিও না। তদনন্তর সদয় 'বিশ্বাস'-বন্ধুর আনুগত্যে 'প্রকৃত পথ' পাইয়া আনন্দ-ধামে পুনর্গমন, বান্ধবগণের সহিত মিলন ইত্যাদি যে সকল ঘটনা (৩৭ হইতে ৪২ পৃষ্ঠাঙ্ক) ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে আর তোমার ত কোন সন্দেহ নাই? সমস্ত ত বুঝিয়াছ ভাই? বল, আর কোন সন্দেহ থাকে ত বল—নতুবা আমায় এখন অবকাশ দাও, অভীষ্ট কার্য্যোদ্দেশে প্রস্থান করি।"

আমি সাধুর বিদায় প্রার্থনা তখন কর্ণে স্থান না দিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম,—"তপোধন। এখন আপনার কৃপায় আমার অন্যান্য প্রায় সকল সন্দেহই দূরীভূত হইয়াছে। স্বপ্ন-যোগে শত্রু-সঙ্গ-পরিহার ও বান্ধব-সম্মিলন অভিপ্রায়ে কে আমাকে মদ খাইতে উপদেশ দিলেন, কে দোকানের পথ প্রদর্শন করিলেন,

* এইপ্রকার আন্দোলনই তাপ ও পাপ-জনক।

কে খাইতে আহ্বান করিলেন, আর কে ই বা খাওয়াইয়া দিলেন, তাহা ত আমি আপনার প্রসাদে সমস্তই বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু সেই অমূল্য মদ যে কি পদার্থ, আপনার শ্রীমুখ হইতে তাহার পরিচয় ত এখনও পাইলাম না।"

সাধু এইবার মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন,—"ভাই! ঐ মদিরা-দেবীব পবিচয় জিজ্ঞাসা কব নাই বলিয়াই, আমি তোমার 'আরও কোন্ সংশয় আছে কি না' শেষ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, স্বপ্ন-যোগে তুমি যে মদ খাইয়াছিলে, আমার নিকট হইতে পরিচয় পাইলে, জাগ্রদবস্থায়ও কি তুমি সেই মদ খাইতে চাও? যে মদ খাইলে এই ভীষণ ক্লেশ-সঙ্কুল ভব-কারাগাব শান্তি নিকেতন প্রতীয়মান হয়,—যে মদের অসীম শক্তি-দ্বাবা আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান বা মায়ার প্রলোভন চিবদিনেব জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়,—যে মদ খাইলে বিষয়াসক্তি বাস্তবিকই বিষময় বলিয়া বিশ্বাস জন্মে,—যে মদ খাইলে প্রাণ প্রা[illegible]নন্দ-নিদান পরমধন পরমেশ্বরের প্রেমানন্দ-লাভে ,পূর্ণানন্দিত হইতে পায়,—যে মদ খাইলে এই ক্ষুদ্র নগণ্য তুমিও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক 'সর্ব্বেশ্বর' রূপে ব্রহ্মাণ্ডেব বন্দনীয় হইতে পার,—এবং যে মদ খাইলে, যত দিন পবম-মদ-প্রস্তুত-কর্ত্তা সচ্চিদানন্দে আত্মসমর্পণ করিতে না পার, তত দিন তাহাব মত্ততা বা আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে,—তুমি কি সেই মদ সত্যই খাইতে চাও? যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি নেশা করিয়া প্রেমানন্দে মাতিবার বাস্তবিকই বাসনা হইয়া থাকে, তবে সন্ধান কব,—প্রকৃত পথে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, ধীরে ধীরে পাদ-ক্ষেপ করিয়া, হৃদয় ও দেহ রাজ্য-পালনের পরম সুহৃৎ সুমতি, দয়া, সরলতা, সত্য, বিবেক, বিশ্বাস প্রভৃতি বান্ধব-বর্গেব অনুগত হইয়া,

এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কর্ম্মবিবর্গকে প্রীতি-সূত্রে বাধ্য রাখিয়া, অনুসন্ধান কর,—আনন্দধামে সেই সুরম্য মদের দোকান দেখিতে পাইবে। তখন ঐ মদ যে পার্থিব-অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে হয় না, উহা খাইবারও যে কোন কালাকাল নির্দ্দিষ্ট নাই, এবং উহা যে তোমার ন্যায় উপযুক্ত প্রার্থীর পক্ষে অমূল্য অথচ নিত্য-সুলভ, তাহা নিজেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে। তথাপি আবার আরও সরল করিয়া বলিতেছি,—ভাই হে! যদি ঐ অমূল্য মদ খাইবার তোমার আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে,—যদি অচ্যুতানন্দ-সাগর-তরঙ্গে ভাসমান হইবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে,—তবে তোমার বান্ধবগণ-সুশাসিত হৃদয়-নগর-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক স্থিরনেত্রে চাহিয়া দেখ, নির্ম্মল-পান-পাত্র-পূর্ণ পবিত্র মদ্য তোমারই জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। উহার নাম 'ভক্তি-মদিরা'। এই ভক্তি-মদিরাই অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, সচ্চিদানন্দ-বস্তুতে আত্ম-সমর্পণ-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ শক্তি (নেশা) প্রদান করে, এবং যতদিন না অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, ততদিন আর এ মদের নেশা ছুটে না। ভক্তি-মদিরা পান করিয়া মাতাল হইলে এই দুঃসহ ক্লেশ-সঙ্কুল সংসারেও যে 'আনন্দ' লাভ করা যায় তাহা 'প্রকৃত-মাতাল' ব্যতীত আর কেহ,—প্রকাশ করা ত দূরের কথা,—বুঝিতেও পারে না, প্রকৃত-মাতালের এই নেশা যে সময় ছুটিয়া যায়, 'মাতাল' তখনই সেই নিত্যানন্দময় পরমবস্তুতে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক বহুকালের জন্ম, মরণ ও ভব-কারাগারের দুর্ব্বিসহ অবরোধ-যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকেন।

"ভাই হে! এ ব্যক্তির বাক্যে যদি তোমার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে আর বিলম্ব করিও না। সৌভাগ্য-স্বপ্ন-যোগে বিবে-

কের কৃপায় যে মদের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পাইয়াছিলে, জাগ্রদবস্থায় বান্ধবগণের শরণাপন্ন হইয়া কোনরূপে একটীবার ঐ ভক্তি-মদিরা খাইয়া দেখ ত, তোমার অভীষ্ট সদানন্দ-সদানন্দময়ীর নিত্য-শান্তিময় অঙ্কে চিরদিনের মত আশ্রয়লাভ করিতে পাও কি না। অনেক স্বপ্ন অমূলক হইতে পারে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমি মদ খাইবার যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ইহা নিশ্চিন্তভাবে দেখিবার অবকাশ পাইবেন তাঁহাকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে—ইহা 'আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন'।"

এই বলিয়াই সাধু তৎপ্রভায় প্রদীপ্ত সেই আলোক-মধ্যস্থিত শূন্য প্রদেশে সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সংসার আবার অন্ধকার-পূর্ণ দেখিলাম। কলিকাতার গঙ্গাতীরে সাধুকে প্রথম দর্শনাবধি, তাঁহার পরিচয় প্রাপ্তির যে সাধ হইয়াছিল তাহা আর পূর্ণ হইল না। সাধুর অন্তর্দ্ধানের পর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-কালে চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।—সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

যথাশক্তি-সমাপ্ত।

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত গ্রন্থসমূহের

বিজ্ঞাপন।

জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন-চতুষ্টয়।

(চতুর্থ প্রচার) মূল্য ২৲ দুই টাকা।

এই গ্রন্থে নির্ব্বেদ, সংগ্রাম, প্রার্থনা ও শান্তি নামক চারিটি ভীষণ-স্বপ্ন অবলম্বনে—সংসার, জীবন, জীব, জীবের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, হৃদয়, প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির বিকৃতি বা রিপু, জীবের প্রতি রিপুর আচরণ, পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মায়া, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি বিশ্বাস, মৃত্যু, সূক্ষ্ম-শরীর, যমালয়, যমালয়স্থ জীবের অবস্থা, নরক, স্বর্গ, সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্ত্তা, অনন্তশক্তি, একশক্তি, শক্তিলয় বা শান্তি প্রভৃতি বিষয় সকল অভিনব রূপক-চ্ছলে বিবৃত হইয়াছে।

আহ্নিক-ক্রিয়া

বা সংসারবাসী আত্মবিস্মৃত জীবের দৈনিক ও সাময়িক কর্ত্তব্য।

(দ্বিতীয় প্রচার) মূল্য ।০ চারি আনা।

এই গ্রন্থে সংসার, বাসস্থান, আত্মা, বিস্মৃতি, জীব ও জীবের আত্মবিস্মৃতি কালীন কর্ত্তব্য, প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নাদি দিবসের সন্ধিকালত্রয়ে, এবং বিপদ্, সম্পদ্, যৌবন, বার্দ্ধিক্যাদি সকল অবস্থায়, আত্মারাম ভগবানের পূজোপাসনার মন্ত্র প্রভৃতি স্বাভাবিক ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে এবং অল্পায়াস বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জীবন-কুমার।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই গ্রন্থ একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত। ইহা করুণরসপ্রধান, কিন্তু বীভৎস ব্যতীত, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত বীর, হাস্য, অদ্ভুত, শান্ত প্রভৃতি অন্য সকল রস-সমন্বিত সুতরাং বিশুদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ। ফলতঃ ইহা একাকীই কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি নানারূপে, বিশুদ্ধ বিভিন্ন-রসপ্রার্থী ব্যক্তিবর্গকে অন্ততঃ কিয়ৎকালও তদ্গতচিত্ত করিতে সমর্থ।

মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।

(তৃতীয় প্রচার) মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

আনন্দ-তুফান।

বা শরৎকালে ভক্তের অন্তরমণ্ডপে দুর্গোৎসব।

(দ্বিতীয় প্রচার) মূল্য ।০ চারি আনা।

ভক্তের নিত্যানন্দোদ্দীপক প্রণায়, বিশ্বরূপিণী পরমেশ্বরীকে অন্তর-চণ্ডী-মণ্ডপে বসাইয়া পূজা করিবার নিমিত্ত 'দুর্গা'-নামে তাঁহার 'আবাহন',—ভক্তি-চন্দন-সিক্ত মানস-কুসুম-দ্বারা 'পূজা', —রিপুগণকে পাপরূপ রক্তবস্ত্র পরাইয়া 'বলি দান',—জ্ঞানের হস্তে পঞ্চভূতরূপ পঞ্চপ্রদীপ প্রদান-দ্বারা 'আরতি',—ভববন্ধন-পরিত্রাণ প্রার্থনায় প্রেমপূর্ণ স্তোত্র-পাঠ দ্বারা 'প্রণাম', এবং ঐরূপ প্রথায় 'বরণ', 'বিসর্জন', 'সিদ্ধিপান' ও 'শান্তি' প্রভৃতি অভিনব আধ্যাত্মিক-প্রক্রিয়া বর্ণন-দ্বারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তা নিজ ভাবুকহৃদয়োৎপন্না চমৎকারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

কুমার-রঞ্জন।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক বালকগণের চিত্তোৎকর্ষ সাধন জন্য এই পুস্তকে নীতি ও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান সরল কবিতাকারে উপদিষ্ট হইয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত পুস্তকসমূহ কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকালয়ে এবং ২২৫ নং অপার সারকুলার রোড "শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়ে" পাওয়া যায়।

শ্যামবাজার মিত্র-দেবালয়
কলিকাতা।

নিবেদক
শ্রীঅমৃতনাথ চক্রবর্ত্তী।